













সাহিত্য-পরিষদ প্রকাশিত

বাংলা

# প্রাচীন পুথির বিবরণ

(বীরভূম—রুতম-লাঠিরেরীতে

সংগৃহীত)

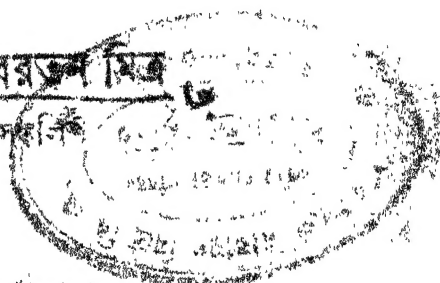
—১৮০৬—

দ্বিতীয় খণ্ড—প্রথম দফা



শ্রীশিবরত্ন মিত্র

সহকারী



কলিকাতা

২৪৩১ আপার লাক্সার রোড

সাহিত্য-পরিষদে অন্তর্ভুক্ত হইতে

শ্রীরামকমল গিছে কর্তৃক প্রকাশিত

১৯২৯

|        |                    |    |
|--------|--------------------|----|
| মূল্য— | সমস্ত পুথি         | ১৫ |
|        | সাহিত্য-পরিষদ পুথি | ১০ |
|        | সংগ্রহ পুথি        | ৫  |



## ভূমিকা

আমার “বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক” নামক গ্রন্থে বঙ্গভাষার পবলোকগত যাবতীয় সাহিত্য-সেবকগণের জীবনী ও রচনাদর্শ-সম্বলিত বর্ণীকৃতক্রমিক চরিত্রাভিধান গ্রন্থ সকলন জন্ম, প্রায় হেইশ চল্লিশ বৎসর পূর্বে, অগ্নি বঙ্গভাষায় লিখিত প্রাচীন পুথি-সংগ্রহ-কার্যে প্রবৃত্ত হই। তদবধি এই সংগ্রহ-কার্যে কখনও শিথিল প্রবৃত্ত হই নাই; পরন্তু সমধিক উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইতেছি। ‘রতন’ লাইব্রেরীর কৃত্র নিকেতন, পুথি-সম্ভারে ক্রমশঃ ভবিষ্য উঠিতেছে—‘সাহিত্য-সেবক’ গ্রন্থের উপকরণও পূর্ণাংগে প্রায় দশ ভাগ মুদ্রিত হইয়াছে।

এই সকল পুথির বিবরণ ‘সাহিত্য-সেবক’ গ্রন্থে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইতেছিল—তখন অকস্মাৎ প্রকাশিত কবিরাজ অভিপ্রায় ছিল না। আমাদের ‘বীণা’ পত্রিকা ১৩০৭ সালে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলে, কতকগুলি পুথির বিবরণ উহাতে প্রকাশিত কবিত্তেছিলাম। এই সময় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই মহোদয়, এমিগ্রাটিক সোসাইটির পক্ষ হইতে পুথি সংগ্রহ করিবার জন্ত, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাখালদাস বাল্যচৌধুরী মহাশয়কে মিউজি প্রেরণ করেন। তাঁহাকে আমি—‘জ্ঞানদেবচরিত্র’, ‘বিশ্বকোষ’, ‘দণ্ডীপক’ (রাধারাম দত্ত), ‘শ্রীকৃষ্ণকবচ’ (পরশুরাম), ‘মনসামঙ্গল’ (বিষ্ণুপাল), ‘মেঘদূত’, ‘নিমিত্ত বিরচিত’ (সারদা কবি), ‘ধর্মপুরণ’ (ময়রভট্ট), ‘ধর্মপুরাণ’ (শ্রীম পণ্ডিত), ‘অজুন সংবাদ’ ও ‘শ্রীকৃষ্ণবল্লভ’—এই ১০খানি পুথি সংগ্রহ করিয়া দি। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত ‘জ্ঞানদেবচরিত্র’ গ্রন্থখানি পরিবর্তন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে—‘বিষ্ণুদগুণাবলী’ ইহাই প্রথম গ্রন্থ। অবশিষ্ট গুলের মধ্যে, বিষ্ণুপাল-বিবচিত ‘মনসামঙ্গল’ বা ময়রভট্ট বিরচিত ‘ধর্মপুরাণ’ প্রভৃতি বহু মূল্যবান গ্রন্থখানি আর কোন সংবাদ প্রাপ্ত হই নাই। তবে এই পুথিগুলি এমিগ্রাটিক সোসাইটির ওত মহাশয়কে হস্তান্তরিত করিবার পূর্বে আমি উহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া ‘বীণা’ পত্রিকায় (১৩০৭ সাল—২০৪, ২২০ ও ২২৬ পৃষ্ঠা) প্রকাশিত কবিয়াছিলাম। ‘প্রবাসী’ ও ‘ভাবানন্দ’ পত্রিকায় কয়েকখানি অপ্রকাশিতপূর্বে গ্রন্থের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই ভাবে ‘রতন’ লাইব্রেরীতে প্রাচীন পুথি সংগ্রহের কথা, সাহিত্য-সংগ্রহে অপ্রাচীন পরিমাণে প্রচারিত হইতে থাকে। সুতরাং আমাদের সদাশয় জ্ঞান অগ্নি বোমবেশ মৃদুতী মহাশয়ের সতর্ক দৃষ্টি আমার সংগৃহীত পুথিগুলির উপর পতিত হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে ১৩২১ সালে ৩০শে মার্চ তারিখে আমায় লিখিলেন,—

“সম্রাজ্য পরিষদ ‘প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি-বিবরণ’ নামক দ্বাদশ খণ্ডের সমুদ্রিত পুথির বিবরণ-ভাল প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা কবিয়াছেন। \* \* \* আপনার লাইব্রেরীতে বহু পুথি সংগৃহীত আছে। এইগুলির বিবরণ বাহির হইয়া যাওয়া উচিত। আপনি যদি অল্পগ্রহপূর্বক পুথির বিবরণগুলি ক্রমশঃ লিখিয়া পাঠান, আমরা ‘রতন’ লাইব্রেরীতে সংগৃহীত পুথির বিবরণ’ নাম দিয়া স্বতন্ত্র পত্রাক লিয়া ছাপিয়া দিব। পুথির বিবরণগুলি ইতস্ততঃ বিকলভাবে প্রকাশিত হওয়া এখন আর কঠিন্য নহে। \* \* \* \* \* প্রকাশিত হইয়াছে সকল জিনিষের সংবাদ পাওয়া যায়। তাহা

বলা বাহুল্য, আমি বোম্বেকেশ বাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, কয়েক শত পুথির বিবরণ ক্রমশঃ পাঠাইয়া দিই এবং অমুদ্রিত পুথির বিবরণগুলি অন্তর্গত প্রকাশিত করিতে বিরত হই। কিন্তু মহাসমর উপলক্ষ্যে মুদ্রাণাপযোগী গাবতীয় প্রবাদি দুর্লভ হওয়ায়, মাত্র দুই শত পুথির বিবরণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে দীর্ঘ কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। সুতরাং আমার 'রতন' লাইব্রেরীতে সংগৃহীত প্রায় দুই সহস্রাধিক পুথির বিবরণ একত্র প্রকাশিত করিবার সকল পরিত্যাগ করিয়া, পরিবর্তে আপাততঃ দুই শত পুথির বিবরণ সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আশা করি, পরিবর্তে অচিরে অবশিষ্ট খণ্ডগুলি প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

আমার লাইব্রেরীতে যে সকল বাঙালি পুথি সংগৃহীত ও সংরক্ষিত আছে, আপাততঃ সেই সকল পুথির বিবরণই লিপিবদ্ধ ও প্রকাশিত হইতেছে। যে সকল পুথি হস্তগত করিতে পারি নাই, কেবলমাত্র পরিচয় লিখিয়া লইয়াছি, সেই সকল বিবরণ পবিশিষ্টে প্রদত্ত হইবে।

পুথিসংগ্রহ-কার্যে আমার সাপথ্য বাবু-হুসদ শ্রীযুক্ত চাকচক্র সিং বি এল (Vakeel and Legal Member, E. I. R.) শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ বায়, শ্রীহরবল্লভ দাস, শ্রীজ্ঞানকেশ সাধু, শ্রীহরিন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীআশুতোষ সরকার, শ্রীনিত্যরঞ্জন হালদার, শ্রীবিপত্তাবণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুগলকিশোর মিত্র, শ্রীপ্রমথনাথ বক্স প্রভৃতি আমার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন—হজুত আমি ইহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ বাহলাম।

'রতন' লাইব্রেরী, বোম্বাই,

১৫ই ফাল্গুন, সন ১৩২৬ সা.

শ্রীশিবরতন মিত্র

# বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ

১। উজ্জলচন্দ্রিকা। \*

রচয়িতা—শচীনন্দন বিদ্যানিধি

শ্রীমদ্রূপ গোস্বামি-বিরচিত “উজ্জল-নীলমণি” নামক সংস্কৃত গ্রন্থের পদ্যানুবাদ। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত চানক গ্রামনিবাসী ‘দ্বিজবর কুলজাত’ শচীনন্দন বিদ্যানিধি মহাশয়, মূল “উজ্জল-নীলমণি” গ্রন্থ ও তাহার শ্রীজীব গোস্বামি-বিরচিত ‘লোচনরোচনী’ নামী এবং শ্রীবিধনাথ চক্রবর্ত্তি-বিরচিত ‘জ্ঞানন্দ-চন্দ্রিকা’ নামী টীকাব সমন্বয় করিয়া ভাষা-কবিতায় তাহা ‘স্পষ্টীকৃত’ করিয়াছেন।

বিদ্যানিধি মহাশয় চানকের সরিকট লাগুড়িয়া গ্রামনিবাসী বর্ধমানবাসী তেজশ্চন্দ্রের সভাসদ উত্তরবাড়ীর কারয় কালোদ্রব নবকিশোর দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিন্দ্রের আদেশে ‘জ্ঞানন্দ সহকারে’ ১৭০৭ শক বা ১৭৮৫ খ্রিঃ পৌষ মাসের ১০ই তারিখ রবিবার, “উজ্জলচন্দ্রিকা” গ্রন্থের রচনা সমাধা করেন। আমরা এই হরিন্দ্রের পৌত্র মাধবেন্দ্র দত্তের ভাগিনেয়, বীরভূম অন্তর্গত বাভিকারনিবাসী জমীদার ৮মুকুন্দলাল সিংহ মহাশয়ের নিকট এই গ্রন্থের ১২৬৯ সালের লিখিত একটি প্রতিলিপি প্রাপ্ত হই।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের স্বগ্রামনিবাসী পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বায় বসুমতী মিত্র বাহাদুর এম্ এ মহোদয়ের নিকট কনিষ্ঠা, বিদ্যানিধি মহাশয় বহু গ্রন্থ

রচনা করিয়াছিলেন—কিন্তু তৎসমুদয় এখন উদ্ধার করিবার আশা নাই।

“উজ্জলচন্দ্রিকা” গ্রন্থখানি চতুর্দশ অধ্যায় বিভক্ত;—(১) নায়কভেদ প্রকরণ, (২) নায়ক-সহায় প্রকরণ, (৩) হরিপ্রিয়া প্রকরণ, (৪) বৃন্দাবনেশ্বরী প্রকরণ, (৫) নারিকেল প্রকরণ, (৬) দূতী প্রকরণ, (৭) হরিবর প্রকরণ, (৮) উদ্যোগভাব বিবৃতি, (৯) ভাববিবৃতি, (১০) সান্ত্বিকভাববিবৃতি, (১১) বাস্তবিক ভাববিবৃতি, (১২) স্থায়ী ভাববিবৃতি (১৩) শৃঙ্গার-ভেদবিবৃতি এবং (১৪) সঙ্গ প্রকরণ।

গ্রন্থের অধ্যায়-বিভাগ দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণের লীলাবর্ণনায় সাঙ্গোপাঙ্গ শৃঙ্গার-রস-নির্ণয়, ভক্তি প্রকৃতি স্থায়ী ভাবনির্ণয়, ক্রম্যপ্রেমবিবৃতি প্রভৃতি বিষয়ের বিশদরূপ আলোচনা করিয়াছেন। মূল “উজ্জলনীলমণি” গ্রন্থে আলোচ্য বিষয়ের স্তম্ভ এবং তৎসমুদয় পরিস্ফুট করিবার জন্য বৈষ্ণব গোস্বামিগণের সংস্কৃত গ্রন্থনিচয় হইতে শ্রীকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক প্রত্যেক শ্লোকের পরিপোষক সংস্কৃত পদাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে। বিদ্যানিধি মহাশয় তৎসমুদয়ের অতি জন্দর ও সরল পদ্ধতিয় করিয়া অপূর্ণ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।†

\* এই গ্রন্থখানির বিস্তৃত বিবরণ “বীরভূমি” পত্রিকার ১ম বর্ষের (১ম পর্ধ্যায়) ২য় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

† আমাদের জ্ঞানবোধক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে দ্বায়বাসী শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহোদয় তাঁহার “বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়” নামক

গ্রন্থে “উজ্জলচন্দ্রিকা” গ্রন্থের অধ্যায় সম্বন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

## রাজলা প্রাচীন পুথির বিবরণ

আরম্ভ, —

শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দীরচিতোচ্ছলনীলমণি তৎ-

ভাষায়াং লিখিতে । যৎকৃপালেশমাত্রেণ ইত্যাদি ।

এই শ্লোক হয় গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ ।

তিন প্রকার ব্যাখ্যা তাৎথে করেন মহাজন ॥

অর্থ প্রথমঃ

নামে রসজ্জের গণ কৈল আকর্ষণ ।

রসজ্ঞ শব্দে কহে ইহা স্নেহদেবীগণ ॥

সামান্যে ত স্বপর্ষ্যন্ত রসিক আকর্ষণ ।

অতএব সর্বোৎকৃষ্ট হরি এই ধ্বনি হৈলা ॥

নিজ পিতা নন্দের ভাবের উদ্বাপন ।

নিজরূপে সবাংকার আনন্দ কারণ ॥

সনাতন শব্দে কহে সচিৎ আনন্দ ।

সেই আশ্রয় যার সেই হয়েন গোবিন্দ ॥

এই ত প্রথম অর্থ কবিল প্রচার ।

সনাতন পক্ষ আছে গৌর পক্ষ আর ॥

সে সব ব্যাখ্যাতে গ্রন্থ ভয়ত বিস্তার ।

সেই ভয়ে এই অর্থ না করি প্রচার ॥

পূর্ব গ্রন্থে \* বর্ণিয়াছেন মুখ্য রসগণ ।

বিস্তারি মধুর রস না কৈল বর্ণন ॥

বড়ই রহস্ত তাহা ইহা বিস্তারিলা ।

কেহ কেহ পাণ্ডিত্যের শক্তিতে বুঝিলা ॥

তবে সেই মতে বুঝে সম্প্রদায়গণ ।

সেই লাগি ভাষা করি করিব বর্ণন ॥

ইহা যদি মোহান্তেব কৃপালেশ হয় ।

তবেত হইবে গ্রন্থ জানিহ নিশ্চয় ॥

পরে সেই বিভাবাদি করিব বর্ণন ।

ভাষাতে মধুরা রতি হয় আশ্রয়ন ॥

আশ্রয়িত হইলে তারে কহি ভক্তিরস ।

নাথিতে মধুর হয় কৃষ্ণ যার বশ ॥

বিভাবের নান হয় হইত প্রকার ।

আশ্রয়ন এক নার উদ্বাপন আর ॥

উজ্জ্বলের আলম্বন ব্রজেন্দ্র-নন্দন ।

আর কৃষ্ণশ্রীয়াগণ হয় আলম্বন ॥

তত্র কৃষ্ণ যথা —

যাকর পদছাতি

দয়শনে নিগমব

কোটি কোটি মনমথ ভেল ।

কুটিল দৃগঞ্চল

বিদগমি বিহরলি

ত্রিহুবন মন হরি নেল ॥

অভিনব জলধব

সুন্দর আকৃতি

করতহি পরম বিহার ।

ত্রিজগত যুবতীক

ভাগি বব সাধন

মুখতি সিদ্ধি অবতার ॥

সো অব নন্দকি

মন্দন নাগর

তোহে কক আনন্দ ভোর ।

শ্রীশচীনন্দন

ও নব মাধুরী

বংশি আ পাওল ওব ॥

গ্রন্থ হইতে যথেষ্ট দুই এক স্থল হইতে দৃষ্টাশ্র  
সহ স্ত্রোত্রাবদ উদ্ধৃত হইল ।

রূপ—

অলঙ্কার বিনা অঙ্গ যাথে বিভূষিত ।

রূপ খলি কহে তারে রসিক পণ্ডিত ॥

যথা— রাইক অলকা চিকুর দিলাসে ।

কন্তুরী পত্রক কমল বিলাসে ॥

রাইক চঞ্চল নয়ন-তরঙ্গ ।

শ্রুতিযুগ কুবঙ্গর ছাতি কক সজঙ্গ

ও মৃগ মৃদ মৃচ্ছ হাস পরচার ।

যাহে বিফল যেন রতনকি হার ॥

সুন্দর রাইক অঙ্গকি মার ।

আভরণগণ সব পাওল লাজ ॥

লাবণ্য—

মুক্তা জিহ্বা অঙ্গকান্তি করে অমূল্য

তাহারে লাবণ্য কহে বসিক প্রসঙ্গ ॥

যথা—শ্রুতিমূলে এক বচন কহি স্তম্ভস্থী

“তুহ তাহে কর অবধান।

কাহে অধোবদন হোই তুহ বৈঠলি

অসময়ে বিরচিলে মান ॥

দেখ হরি হৃদয় উপরি ইহ বিলসই

তু নহে আন কেহ মারী।

নিরমল দরশন সদৃশ হরি বক্ষস

ও প্রতিবিশ্ব তোগাবি ॥

সৌন্দর্য্য—

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বেই সূৰ্ত্ত সন্নিবেশ।

কবিগণ কহে তাহে সৌন্দর্য্য বিশেষ ॥

যথা—মুখ জিনি পূর্ণচন্দ্র বিদ্য জিনি কুচন্দ্র

ভুজ দুই আনত করব।

মধ্য মুষ্টি-পরিমিত শোণী অতি বিস্তারিত

উর দুই অতি গুরুতব ॥

রাই, তোর রূপ ভূবনের সাব।

কিবা এই তলুখানি কোমল নবনী জিনি

উপমা দিবারে নাহি আব।

শোভ—

রূপের সৌভাগ্য হয় অঙ্গ বিভূষণ।

রসনাগ্নে শোভা বলি কহে কবিগণ ॥

যথা সুরল প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্য—

রক্ততুলা অঙ্গুলে ধরি কদম্বের ডালে

কুঞ্জ ছাড়ি বিশাখা আঁঠল।

হই অঁখি চুলচুল এলায়ে পড়েছে চুল

সেই রূপ মনেতে রহিল ॥

দীপ্তি—

বরোদেশ কাল শুণে কান্তির বিস্তার।

অভাস্ত উদীপ্ত হলে দীপ্তি নাম তার ॥

যথা—চাঁদের কিরণমালা নিশিন করেছে আলা

হৃগঙ্গি পবন বহে মন্দ।

রাই অঙ্গ বলদল হুয়ে গেছে গ্রাম-জল

দেখ রাই নিকুঞ্জ ভিতরে।

অঙ্গ তরঙ্গ অঙ্গে বসি আছে শ্রাম সঙ্গে

সৌন্দর্য্যে কাঁইব মন হরে ॥

মাধুর্য্য—

সর্ব অবস্থাতে যে চেষ্টার চাকরতা।

রসনাগ্নে হয় ত মাধুর্য্য বলি প্রথা ॥

যথা—দক্ষিণ কব হরি কঙ্কে আর ভুজ শ্রোণীবন্ধে

দুই পদ ছন্দ প্রায় দেখি।

অঙ্গ মুখ নত করি বদ্যারস্তে ফিরি ফিরি

কিবা শোভা কবে শশিসুখী ॥

প্রেম—

ধ্বংসের কারণে যাব না হয় ধ্বংসম।

প্রেম হয় সেই দোহার ভাবেব বন্ধন ॥

যথা—তোমারি শরণে মোবে আমি করি ধর্ম্মাচায়ে

তাথে মোর কিছু নাহি দোষ।

কত কুবচন বলি আমি তোবে দিএ গালি -

তুমি মোরে মিছা কর বোব ॥

সখি, বড়ই নিষ্ঠুর পরাণ তার।

পথ আগলিয়া বহে আমি কি করিব তাহে

গৃহপতি কর প্রতিকার ॥

স্নেহ—

প্রেমেব পরমকাষ্ঠা জ্ঞানোদীপন।

হৃদয় এবয়ে স্নেহ কহে কবিগণ ॥

এই স্নেহ উদয় কবয়ে যাব মনে।

তার আশা নাহি পূবে কৃষ্ণ দরশনে ॥

যথা—কৃষ্ণের বদন-বিধু তাহার কেবল সীধু

তাকে রাধা-নরন চকোর।

পুনঃ পুনঃ পান কবে ততু নাহি ছাড়ে তারে

সীধু পানে হইয়াছে তোর ॥

অদভূত লাগিল দেখিয়া।

শেট ভবি সুধা খায় অশ্রু হলে উগর

ভুজ পিয়ে উন্নত হইয়া ॥

মান—

যেহের উৎকর্ষে হয় মাধুর্য্য নূতন।



যথা—তোমার স্মরণে বার পথে ধূলি উড়ে যায় যথা,—

সেই ধূলি নয়নে লাগিল ।

তাথে মোর আঁখি বুঝে মুখানিলে কিবা করে

টহা বলি ভুরু বাঁকাইল ॥

প্রণয়—

মানিতে বিখ্যাত হলে হরত প্রণয় ।

এই মত রসশাস্ত্রে কবিগণ কয় ॥

রাগ—

প্রণয় উৎকর্ষে হুংখ সুখ সম হয় ।

রাগ বলি রসশাস্ত্রে কবিগণ কয় ॥

অমুরাগ—

সদা দৃষ্ট ক্রোধে দেখে নূতন নূতন ।

রাগ নব নব হয় অমুরাগ পুনঃ ॥

ভাব—

অমুরাগ আপনি যদি হয় প্রকাশিত ।

যাদবাসয় বৃত্তিভাব হয়ত বিদিত ॥

গ্রন্থশেষে—

অতুল্য অপার সেই মধুর রসসিদ্ধ ।

তটস্থ হইয়া পাইলু তার এক বিদু ॥

তার কিছু স্পষ্ট করি করিলু বিস্তার ।

নিঃশেষে বর্ণন করে হেন শক্তি কার ॥

শ্রীকৃষ্ণ গুঢ় অর্থ করি লোকে জানাইল ।

তার কিছু অর্থ মুঞি প্রকটন কৈল ॥

এই রস যেই জন রসিক হইবে ।

পরম আদর করি ইহারে জানিবে ॥

নির্ঝর হাতে না করিহ সমর্পণ ।

একে আর লেখি করে অর্থ বিনাশন ॥

ইহার পর কয়েকটি স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক

স্বামী বিদ্যানিধি মহাশয় গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন ।

শেষ শ্লোকে গ্রন্থ-রচনার কাল-নির্দেশ আছে ।

রচনা-কাল পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ।

গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে মাধব নামক এক ব্যক্তি

গ্রন্থে অনুলিখিত অংশে অতি সংক্ষেপে বর্ণন

এই গ্রন্থ স্মরণরূপে লক্ষ্যী ।

বর্ণিতেন শ্রীশচীনন্দন স্মাধুরী ॥

তাহাতে তেত্রিশ ব্যভিচারীর ঘরেতে ।

যুতি হর্ষ ঔৎসুক্য বিস্ময় বর্ণিতে ॥

এই তিন রস ব্যভিচারীতে রচিয়া ।

এই গ্রন্থমধ্যে লিখি খুইল রাখিয়া ॥

রসাতাষ দোষ যদি তাহাতে বেরায় ।

সুরসিক সুধরিয়্য দিবেন রূপায় ॥

ভক্তিরস-জ্ঞানহীন সব দোষাস্পদ ।

লিখিল মাধব ভাবি শ্রীরাধাবিনোদ ॥

ইতি সন ১৮৬৯ সাল ১৮ই চৈত্র সোমবার

একাদশী বেলা আড়াই প্রহর সময়ে শ্রীযুক্ত

মাধবিন্দু দত্তের বড় দক্ষিণবারী ঘরের পূর্ব পার্শ্বে

সম্পূর্ণ হইল । ইতি । এই গ্রন্থের লেখক শ্রীরাধাই

রায় শ্রীমাধবিন্দু দত্ত শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ষোড়শী নিজ

গ্রন্থ লিখিবেন ।

২। শ্রীমুকুন্দানন্দ গ্রন্থ ।

সংস্কৃত-রাধামুকুন্দ দাস ।

এই গ্রন্থে গ্রন্থখানি একটি প্রাচীন বৈষ্ণব

পদাবলী-সংগ্রহ-গ্রন্থ । আকার ৩১৪ পৃষ্ঠা, প্রতি

পৃষ্ঠায় গড়ে ২৬ পংক্তি । বন্দনা ও অনুক্রমণিকা

অংশ ব্যতীত পদসংখ্যা ৬৫৯ ; ইহার মধ্যে সঙ্ক-

লয়িতার নিজকৃত পদসংখ্যা মাত্র ১৫টি । 'বন্দনা'

প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের আত্মপরিচয়,—

জয় জয় চক্রবর্তী গোবিন্দচরণ ।

ছয় চক্রবর্তী মধ্যে মুখ্যেতে পূজন ॥

শ্রীআচার্য্য প্রভুত্বপাপাত সর্বোত্তম ।

তার বংশে জন্ম প্রভু হুই নরায়ণ ॥

জয় জয় আচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস ।

তব পাদপদ্ম বিনা অস্ত্র নাহি আপ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর শক্ত্যবতার ।

জগত অতীত নহি দীনহীন কৌণ ।  
মোরে কৃপা কর প্রভু স্বাধীন প্রবীণ ॥  
শ্রীমণিগঙ্গারী দেবী প্রেমমণিদাতা ॥  
তোমা ভিন্ন কেহ নাহি যুগল-পদদাতা ॥  
তব শাখা-বংশে জন্ম এই ত সাহস ।  
কৃপাময় কৃপা কর ভক্ত-অবতংশ ॥

\* \* \*

জয় জয় ব্রজবাসিগণের চরণ ।  
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ-ভক্ত সর্বজন ॥  
তুয়া সব পদরেণু মস্তক-ভূষণ ।  
ইহলোকে পরলোকে হইয় সকরুণ ॥  
পদামৃত-সমুদ্র শ্রীসংকীৰ্ত্তনানন্দ ।  
পদকল্পতরু মত পদ ভক্তানন্দ ॥  
শ্রীমুকুন্দানন্দ গ্রন্থ মুকুন্দ বর্ণন ।  
মহাকৃপা প্রকাশে স্মৃতিবেন মহাজন ॥  
প্রকরণবশে এক পদ দুই বার ।  
লিখিব তাহাতে দোষ না লবে আমার ॥  
চৈতন্তচরণায় পতিতপাবন সূত ।  
পতিত উদ্ধার প্রভু অতি কৃপাসূত ॥  
তব দাস অহুদাস তদাসাহুদাস ।  
রাধাকৃষ্ণ-প্রেম বাঞ্ছে শ্রীমুকুন্দদাস ॥  
ইতি গুর্জারিবন্দনং ॥

গ্রন্থশেষে অহুক্রমণিকা অধ্যায়ে সংগ্রহকার  
বধূ-সমিবেশ ও পদসংখ্যার এইরূপ পরিচয়  
প্রদান করিয়াছেন,—

শ্রীমুকুন্দানন্দ গ্রন্থ অহুক্রমণিকা ।  
ভক্তিরমাধিকা ভক্তগণের তোষিকা ॥  
পূর্বোক্তরজাগধর গ্রন্থের বর্ণন ।  
কৃপা করি স্মৃতিবেন রাধাকৃষ্ণ জন ॥  
শ্রীমুকুন্দানন্দ রাধামুকুন্দ-পদদাতা ।  
পূর্বোক্তরজাগধর ভক্তি-কল্পলতা ॥  
ষোড়শ স্তবক ভক্তিলতা পুণ্যচর ।

এই গ্রন্থের পুস্তকটি পূর্বের পুস্তকটির মত ॥

স্বভক্ত-কোকিল ভক্তি-রস আনন্দর ।  
অভক্ত কুকাক বিষ-বিষয় ভুঞ্জয় ॥

পূর্ববিভাগ—প্রথম স্তবক ।

প্রথম স্তবকে প্রথম গুর্জারি বন্দন ।  
ততঃ শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ স্বর্ণণ চরণ ॥  
রাগমালা এক পদে আচার্য্য-বন্দন ।  
ষষ্ঠপদে গোরাঙ্গের গুণের কথন ॥  
সপ্ত পদে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণন যেরূপ ।  
চতুর্থ পদেতে রাধা-রূপ রসরূপ ॥  
এক পদে শ্রীযুগল পদের বর্ণন ।  
এই ত ত্রয়োবিংশতি পদের গণন ॥

দ্বিতীয় স্তবক ।

দ্বিতীয় স্তবকে যুগ্ম বিলাস কামদ ।  
তৃতীয় প্রকারে অষ্টাবিংশতি মৃগপদ ॥  
পুনঃ যুগ্মবিলাসেতে নিবেদন পদ ।  
দ্বিতীয় প্রকারে রত্ন বিংশতি স্তবপদ ॥  
অষ্টচত্বারিংশৎ পদ দ্বিতীয় স্তবকে ।  
ভক্তগণ মনোবাঞ্ছা সর্বত পূর্বকে ॥

তৃতীয় স্তবক ।

রাধা পূর্ব অহুরাগ কৃষ্ণরূপ অনুরাগ ।  
রাধা অভিসার কৃষ্ণ মিলন সুযোগ ॥  
একাদশ পদে হৈল এই ত বর্ণন ।  
পরে চতুর্দশ পদ স্তন বিবরণ ॥  
কৃষ্ণপূর্বরাগ রাধা পূর্ব অহুরাগ ।  
দ্বিতীয় গমনান্তে রাধা অভিসার যোগ ॥  
এই হৈল ত্রিংশৎ পদের গণন ।  
তৃতীয় স্তবকে ভক্ত অতীষ্ট পূরণ ॥

চতুর্থ স্তবক ।

চতুর্থ স্তবকে রাধা সুপ্রেম বৈচিত্র্য ।  
নবম পদেতে লীলা বিস্তার মহৎ ॥  
যুগ্ম যুগ্ম পদে যুগ্ম কৃষ্ণপ্রেম-বৈচিত্র্য ।

এই গ্রন্থের পুস্তকটি পূর্বের পুস্তকটির মত ॥

পঞ্চম স্তবক ।

পঞ্চম স্তবকে পূর্ণ যুগল-বিলাস ।

নবম দ্বাদশ পদে সুপ্রেম উল্লাস ॥

ষষ্ঠ স্তবক ।

চতুর্দশ দ্বাবিংশতি পদে নিত্যরাস ।

ষষ্ঠ স্তবকে শুদ্ধ হইল প্রকাশ ॥

পূর্বভাগে এক শত পঞ্চসংখ্যতি পদ ।

রাধাকৃষ্ণপদপ্রদ সুসিদ্ধ সম্পদ ॥

এই ত হইল পূর্ববিভাগ সমাপ্ত ।

উত্তর-বিভাগ লীলা শুনহ বৃত্তান্ত ।

উত্তর বিভাগ—প্রথম স্তবক ।

কৃষ্ণ জন্মোৎসব পুনঃ রাধা জন্মোৎসব ।

প্রথম স্তবকে দ্বিংশৎ পদ অমৃতব ॥

বাৎসল্য শ্রীগোবর্দ্ধন যাত্রা গোষ্ঠাষ্টমী ।

বৎস চারণাদি লীলা ভক্তশিরোমণি ॥

দ্বিতীয় স্তবক ।

দ্বিতীয় স্তবকে ত্রিপঞ্চাশৎ পদ ।

যাহার শ্রবণে ভক্তি সুসিদ্ধ সম্পদ ॥

তৃতীয় স্তবক ।

তৃতীয় স্তবকে দান নৌকার বিলাস ।

অষ্টাবিংশতি দশম পদেতে প্রকাশ ॥

চতুর্থ স্তবক ।

অতঃপর নিত্যলীলা চতুর্থ স্তবকে ।

চতুঃসত্তারিংশৎ পদ সুপ্রেম পূরকে ॥

পুনর্নিত্যলীলা বিস্তারিত শত পদে ।

শ্রবণে হর্লভা ভক্তি হয় প্রভুপদে ॥

পঞ্চম স্তবক ।

পঞ্চমে শ্রীশারদীর মহারাসলীলা ।

সপ্তবিংশতি দ্বাবিংশতি পদে প্রকাশিলা ॥

ষষ্ঠ স্তবক ।

ষষ্ঠ স্তবকে বসন্তলীলা সুবিস্তার ।

বসন্ত পঞ্চমী হোরী তৃতীয় প্রকার ॥

দোলযাত্রা চৈত্রে হোরী দ্বিতীয় প্রকার ।

তৃতীয় প্রকার লীলা শ্রীবসন্তী রাস ।

পুনঃ পুষ্পদোলযাত্রা হইল প্রকাশ ॥

ত্রয়োদশ প্রকারেতে এক শত চতুঃপদ ।

গদমদনাশক প্রাপক শ্রীপদ ॥

সপ্তম স্তবক ।

মাধবে মাধবী বিলাস মাধবী মাধব ।

সপ্তমে পঞ্চম পদ ভব অমৃতব ॥

অষ্টম স্তবক ।

অষ্টমে অষ্টম পদে অভিষেক লীলা ।

ত্রয়োষ্ঠেতে পূর্ণিমা দিনে বর্ণন হইল ॥

নবম স্তবক ।

নবমে হিন্দোলা যাত্রা শ্রাবণ মাসেতে ।

দিবসে শ্রীবাধাকুণ্ডে দ্বাদশ পদেতে ॥

পুনশ্চ শ্রীবৃন্দাবনে রাত্রিতে হিন্দোলা ।

সুবিস্তার পঞ্চদশ পদেতে বর্ণিলা ॥

দশম স্তবক ।

দশম স্তবকে হৈল প্রার্থনা বিস্তার ।

সুঘড় বিংশতি পদে সুপঞ্চ প্রকার ॥

সমাপ্ত হইল এই উত্তর বিভাগ ।

যাথে ভক্ত ভক্তি হয় কৃষ্ণে অমুরাগ ॥

চতুঃশত চতুরশীতি পদের গণন ।

ষট্শত নবপঞ্চাশৎ পদ দ্বিভাগে মিলন ॥

অতঃপর সু-বোড়শ পদ যে লিখিল ।

শ্রীমুকুন্দানন্দে যাহা মুকুন্দ বর্ণিল ॥

ততঃপর বর্ণিল যে অমুকুমণিকা ।

পূর্বোত্তর ভাগস্বরের সংক্ষেপ কাহিকা ॥

\* \* \*

শ্রীমুকুন্দানন্দ গ্রন্থ তোষক মুকুন্দ ।

বৈষ্ণব-দাসামুদাস গাইল মুকুন্দ ॥

ইতি শ্রীমুকুন্দানন্দ নামক গ্রন্থঃ । শ্রীরাধা-

মুকুন্দদেবপ্রীতরে শ্রীরাধামুকুন্দানন্দে বর্ণিতঃ ॥

সমাপ্তঃ ॥

এই পদসংগ্রহ গ্রন্থে সকলরিতা ৭৪ জন

১৬টি স্তবকে সুসজ্জিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে এমন সকল মহাজন পদকর্তার নাম ও পদাবলী রহিয়াছে, বাঁহাদের পরিচয় এখনও সাহিত্যসেবিত্রের নিকট একেবারে নূতন। এই সুন্দর সংগ্রহ-গ্রন্থখানি প্রকাশযোগ্য। এই গ্রন্থের হস্ত-লিপি অতি সুন্দর ও সমুজ্জল—ছাপা হরফের ছায়। এই গ্রন্থখানি মূল গ্রন্থ—ইহার আর অহুলিপি হয় নাই। মাননীয় ব্যারিষ্টার এস. পি সিংহ মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বীরভূমের তদানীন্তন গবর্ণমেন্ট উকীল স্বর্গীয় রমাপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় ‘রতন’ লাইব্রেরীতে উহা উপহার প্রদান করিয়া আমাদের অশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

সংগ্রহকার-রচিত একটি ক্ষুদ্র পদ এই স্থলে উদ্ধৃত হইল,—

বাংসল্য-মিলন,  
ধানসী, সুখই।

নাচিছে কানাই সঙ্গে বলাই  
হেন কালে তথা আয়ল রাই ॥  
ললিতাদি সখী সজ্জেতে করি।  
অনিমিষে হরি-মুখ নিহারি ॥  
নীলগিরি কিবা রজত-গিরি।  
তথায় শোভয়ে সুহেমগিরি ॥  
খেত নীল জন্ম কমলমাঝে।  
সোনার কমল অধিক রাজে ॥  
হেম নীল খেত চন্দ্র উদিত।  
সখীগণ তহি তারা মিলিত ॥  
আদভূত শোভা শ্রীনন্দালয়ে।  
হয় নাই কভু হবার নয় ॥  
নয়নে নয়ন কমল-অলি।  
চাতক পায়ল মেঘ আবলি ॥  
চকোর মিলল চন্দ্র উজরে।  
রাধিকারূপ মুকুন্দ নিহারে ॥

গ্রন্থে লিপিকাল বা সংগ্রহকালের কোন উল্লেখ নাই। মূল গ্রন্থখানি সমগ্র অক্ষর আছে।

৩। নাম-সংকীর্তন।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস।

আরম্ভ—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।  
জয়দৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥  
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন।  
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ গিরি গোবর্দ্ধন ॥

শেষ ও ভণিতা—

শুন শুন ওরে ভাই করি এ প্রার্থনা।  
ব্রজে রাধাকৃষ্ণলীলা করিহ ভাবনা ॥  
ছাড়ি অন্য কথা অন্য ব্যাখ্যান।  
ব্রজে বাধাকৃষ্ণ-সেবা কর অনুরাগ ॥  
এই সব লীলারস যে করে স্মরণ।  
শিরে ধরি বলি আমি তা সবার চরণ ॥  
শ্রীশ্রু-চরণপদে মন করি আশ।  
নামসংকীর্তন কহে শ্রীনরোত্তম দাস ॥

ইতি শ্রীনামসংকীর্তন সম্পূর্ণ। কৃষ্ণার বাসু-  
দেবায় দৈবকীনন্দনায় চ। নন্দগোপকুমারায়  
গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ পত্রসংখ্যা—এক, দুই পৃষ্ঠা;  
তারিখ নাই।

৪। আশ্রয় নির্ণয়।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস।

গদ্য গ্রন্থ। প্রথম দুই পত্র নাই। তৃতীয়  
পত্রের প্রারম্ভ এইরূপ,—

ভাব পরকীয়া। কোন্ পরকীয়া। উজ্জল  
পরকীয়া। কোন উজ্জল। রস উজ্জল। কোন  
রস। প্রেম রস। কোন প্রেম। বিলাস প্রেম।  
কোন্ বিলাস। মধুর বিলাস। কোন মধুর।  
যুগল মধুর। কোন যুগল। শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল।  
সিদ্ধ দেহ রাগাশ্রিকা। রাগাশ্রিকার পাত্র কে।  
শ্রীরাধিকা। সাধকে রাগাশ্রিকা। সিদ্ধে কাম-  
ভুগা। কোন কাম। শ্রীকৃষ্ণকৃষ্ণের কাম। ইত্যাদি

শেষ—

পঞ্চ বাণ। মদন ১ মাদন ই' শোষণ ৩ তন্তন ৪  
মোহন ৫। এই পঞ্চ বাণ বর্তে কোথা।  
দক্ষিণ চক্ষের দক্ষিণ কোণে মদন। মাদন  
কোথা। বাম চক্ষের বাম কোণে। শোষণ  
বর্তে কোথা। কটাক্ষে। তন্তন বর্তে কোথা।  
শৃঙ্গারে। মোহন বর্তে কোথা। সরস পূর্ণতে।  
পঞ্চশুণে মধুর। কৃষ্ণে রতি ষোল আনা।  
লোভ ১০ সাধুসঙ্গ ১০ অনর্থ ১০ লিপ্সা ১০  
রুচি ১০ আসক্তি ১০ ভাব ১০ প্রেম ১।

কামগায়ত্রী মন্ত্র হয় কুবের স্বরূপ।

কামবীজ মন্ত্র হয় রাধিকাব স্বরূপ ॥

লোকনাথ গোস্বামীর পাদপদ্ম করি আশ।

আশ্রয়নির্ণয় কহে নরোত্তম দাস ॥

পত্রসংখ্যা—এক : তারিখ নাই।

### ৫। অজ্ঞাতনামা গ্রন্থ।

এই গ্রন্থে গোস্বামীসংস্থান বর্ণিত আছে।  
গ্রন্থের বা রচয়িতার নাম নাই। পত্রসংখ্যা  
একটি। লেখক সমগ্র গ্রন্থ নকল করেন নাই।  
আরম্ভ এইরূপ,—

১/৭ শ্রীরাধাকৃষ্ণ। নরীন্দ্রী শ্রীমাধবেন্দুপুরী  
গোস্বামী। তন্ত বামে জৈম্বর পুরী। তন্ত বামে  
শ্রীপরমানন্দ পুরী। তন্ত বামে শ্রীবিক্রপুুরী।  
তন্ত বামে শ্রীরঘুনাথ পুরী। তন্ত বামে শ্রীকৃষ্ণ-  
নন্দ পুরী শ্রীসিংহানন্দ পুরী। তন্ত বামে  
শ্রীমুখানন্দ পুরী। পুরী গোস্বামীদের বামে  
ভারতীগণ। ইত্যাদি।

### ৬। ভাব।

গল্প গ্রন্থ। গ্রন্থকারের নাম নাই, পত্রসংখ্যা ১।

আরম্ভ—

চৈতন্য গোস্বামী কোন স্বরূপ। নামের

স্বরূপ। গুরুগোস্বামী কোন স্বরূপ। চৈতন্যের  
স্বরূপ। হরিনাম কোন স্বরূপ। নিভ্যানন্দের  
স্বরূপ। মন্ত্র কোন স্বরূপ। শ্রীরাধিকার স্বরূপ।  
বীজ কোন স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। চরণামৃত  
কোন স্বরূপ। হরিনামের স্বরূপ। ইত্যাদি।

শেষ,—

শ্রীরাধিকা জীউর বয়ঃক্রম। চৌদ বৎসর  
ছুই মাস পনের দিবস। ব্যক্ত যৌবন। নীল বস্ত্র  
পরিধান। তপ্ত কাঞ্চনগোরাঙ্গী। মুখপদ্ম পূর্ণচন্দ্র।  
গলদেশে ঞ্জমুক্তা। নাসিকায় গজমুক্তা। চাঁচর  
কেশের বেণী। কণ্ঠে মুক্তামালা। সিংহ প্রায়  
গজগতি। প্রেমের মূর্তি। ইহা নিবন্ধর ভাবনা  
করিবে। ইতি।

### ৭। রসিক আশ্বাদন নিরূপণ।

গদা গ্রন্থ। প্রথম পত্রের পর খণ্ডিত। গ্রন্থ-  
কারের নাম অজ্ঞাত। আরম্ভ এই;—

নিত্যানুভব বিতরঙ্গ বিলসন আশ্বাদন  
অমুমোদন। রসিক আশ্বাদন নিরূপণ বিবেচয়তি।  
নব নিত্য বৃন্দাবন নবরস আশ্বাদন। শ্রীমুখ  
আচার্য্য হরিন্দাস গোস্বামী গণ। অমুভাবানন্দময়  
রীত। আশ্বাদি যুগল। আশ্বাদক এক। প্রাপ্তি  
স্থখে অমুমোদন। রসের আশ্বাদন। রসের  
নবতা সমগ্র। নবতা প্রকাষে পরিপূর্ণ মন্তব।  
রসের লাবণ্য আছেই। ইত্যাদি।

আরম্ভ,—

আজ্ঞা। নবনুতন স্বভাব নিত্যতা। যে  
অন্তঃকরণে গদার্থ দেখিবেন। সে অন্তঃকরণ  
না হইলে পদার্থ দেখিতে পায় না। অমুভব  
মুরতি। অমুভব প্রীতি। অমুভব ভাবিনী  
অমুভব রিত। অমুভব আনন্দ। অমুভব রঙ্গ।  
অমুভব মিলনী। অমুভব সঙ্গ। নিত্য নুতন ভব-

বিলাস বিলসনী অল্পভব ভোব । নবরঙ্গ রঞ্জিণী  
নবরঙ্গ জোর । নিত্যতা নবরঙ্গ পবসের লালসের  
অন্তঃকরণ সেই পরশ । প্রীতের সময়ে সমতা ।  
অন্তঃকরণ সেই সমতা । সমতাব সমএর সমান  
অন্তঃকরণ প্রীত মন্থ । ইত্যাদি ।

গোবিন্দদাস কবির প্রথম ছত্র এই,—  
বিবহ-অনলে যদি দেহ উপেখবি  
ধোয়বি আপন পরাণ ।  
তোহবি সহচবি কোই না জীবব  
সকলি করাব সমাধান ॥—ইত্যাদি ।

#### ৮। প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা ।

৪৮মিহা—নবোত্তম দাস ।

শেষ বা ষষ্ঠ পত্র । পঙ্খিত । শেষ এইরূপ,—  
রামচন্দ্র কবিরাজ সেই সঙ্গে মোব কাজ  
তাঁর সঙ্গে নিম্ন সব শুল্ল ।  
যদি হয় জন্ম পুনঃ তাঁর সঙ্গে হয় যেন  
নবোত্তম তবে হবে ধন্য ।  
আপন ভজন কথা না কহিয় যথা তথা  
ঠিকতে হইও সাবধানে ।  
না করিহ কেহ রোষ না লইও মোব দোষ  
প্রণমিহ ভক্তের চরণে ॥  
শ্রীগোবিন্দ মোবে যে বলয় বাণী ।  
তাহা বৃষ্টি তাল মন্দ কিছুই না জানি ॥  
শ্রীলোকনাথ প্রভু পাদ ধুয়ে বিলাস ।  
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে শ্রীনবোত্তম দাস ।  
ইতি শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা সমাপ্তা ।  
লিপিব তাবিধ নাই ।

#### ৯। পদাবলী ।

একটি পত্রে গোবিন্দদাস ও চণ্ডীদাসের এক  
একটি করিয়া পদ আছে । চণ্ডীদাস কবির প্রথম  
ছত্র এই,—

মাছুষ মাছুষ সবাই কহএ  
মাছুষ কেমন জন ।  
মাছুষ রতন মাছুষ জীবন

#### ১০। পদাবলী ।

বচস্বিতা—গোবিন্দ দাস ।  
পদসংখ্যা—১, পত্রসংখ্যা—১ ।

#### ১১। পদাবলী ।

বচস্বিতা—বাগদেব ঘোষ ।  
পদসংখ্যা—১, পত্রসংখ্যা—১ । পদের আঙ্ক-  
চরণ এই,—  
দাঁড়য়ে গোড়ির আগে নিতাই কান্দে অনুরাগে  
কহে কিছু গদগদ স্ববে ।  
কিবা নিষ্ঠুরাণী কৈলা জীন্তে বধিঞা বাইলা  
জী পুরুষ নদীয়া নগরে ॥ ইত্যাদি

#### ১২। পদাবলী ।

‘দবর্ভা—চণ্ডীদাস ।

চণ্ডীদাস-বিরচিত—“চৌদ্দ ভুবনে ভুবন তিন”  
ইত্যাদি পদের টীকা প্রদত্ত হইরাছে । পত্র-  
সংখ্যা—১, লিপিকাল—অনুনিখিত । টীকা এই,—

ভুবন তিন—স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল  
পঞ্চম আখর—স্বকীয়া, পবকীয়া  
ছইটি আখর—প্রেম  
তিনটি পরসে—পিরীতি  
নিজ্জর্ন কাননে—ভক্ত-হৃদয়-মন্দিরে  
ছইটি আখর—পদ  
পাঁচেরি পর—পঞ্চ মন

মনসিজরাজ—পরমাখা  
শীতল জলে—পড়েব আসন শীতল  
অষ্টম আখব একত্র যবে— প্রেমভাব রস রতি

### ১৩। হরিশ্চন্দ্র রাজার উপাখ্যান।

রচয়িতা—কবিচন্দ্র দ্বিজ।

আরম্ভ—

শ্রীহরি। অথ হরিশ্চন্দ্র রাজার উপাখ্যান।  
অতঃপর শুন হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান।  
কেবা দাতা দাতা আছে হরিশ্চন্দ্রের সমান।  
কৌসিক নামেতে মুনি \* \* \* দান।  
ফলফুলযুক্ত বৃক্ষ নন্দন সমান।  
সেই বনে এক দিন আসি বিজ্ঞাধরী।  
নাচে গায় কুতুহলে নানা খেলা করি।

মধ্য,—

কল্পণা করিয়ে রাণী সাধু প্রতি বয়।  
মায়ে পোএ রূপা কবি বাথ মহাশয়।  
মা ছাড়া না হবে শিশু বাছা ছাড়া আমি।  
তনয়েব অন্ত যত সব জান তুমি।  
এত শুনি সদাগর বাণী প্রতি বলে।  
সেরেক তণ্ডুল আমি দিব সন্ধ্যাকালে।  
থাক বা না থাক আমি এই বেলা কই।  
অপর না পাবে কিছু সেরেক চালা দই।  
কয় নয় মনেতে ভাবিএ আগে দেথ।  
সেরেক চালা চুই জন অতি স্নেথে থাক।  
জানি এ তাহার মতি রাণী বলে।  
মায়ে পোয়ে হবে মোর সেরেক চাউলে।  
বাণী বলে মহাশয় কহি পুনর্বার।  
থাকিব তোমার ঘরে বিনয় আমার।  
ভেষজি রীতের নই ভয় তেজি কই।  
করিব সকল কৰ্ম তিন কৰ্ম বই।  
পদসেবা বাস্ত ভানা উজ্জিষ্ট সংকার।  
এই তিন কৰ্ম থিলে সব মোর জার।

সদাগর বলে তোমায় কহি বিবরণ।  
কবে দিবে সব পূজার স্থানের মার্জ্জন।  
রোহিতাশ্রম যোগাইবে কুহুম সকল।  
সাবধানে আনিবেক শ্রীফলের দল।  
এত শুনি রাজার রমণী দিল সায়।  
সেবিয়া বাম্বীকি ব্যাস কবিচন্দ্র গায়।

শেষ,—

রাজা কয় মহাশয় তব কথা ব্রহ্ম।  
তুমি মোক্ষ তুমি স্বর্গ তুমি ধর্মার্থ।  
বিবরিয়া যত কথা কহিলেন তারে।  
রোহিতের রাজপাটে অভিষেক করে।  
মুনিবর ছষ্ট হৈয়া রাজ্য দিল তারে।  
হরিশ্চন্দ্র আজ্ঞা পেয়া দিলেন পুরে।  
তান দান করি রাজা সরযুর তীরে।  
অধিকার সহ রাজা গেলা স্বর্গপুরে।  
আকাশে ছন্দুভি বাজে পুষ্প বিবরণ।  
গন্ধর্বেতে গীত গায় তুষ্ট দেবগণ।  
একচিত্তে শুনে যেই এই উপাখ্যান।  
অন্তে মুক্তিপদ পায় হরিশ্চন্দ্রে গান।  
এত দূরে হরিশ্চন্দ্র পালা হৈল সায়।  
অভিমত বব পায় যে জন গাওয়ায়।  
যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং। লিখকো মোঘ  
নাশ্তি। ভীমস্তাপি রণে ভজ্য মুনিনাথ মতিব্রহ্ম।  
বিলিখিতং শ্রীরঘুনাথ বহু সাং ধন্য পরগণে বীরভূম  
সন ১২৫১ সাল তাঃ ২৫ আশ্বিন।

পত্র সংখ্যা— ২৫ ; পুথিখানি সম্পূর্ণ আছে।

### ১৪। ধামালী ও পদাবলী।

রচয়িতা—লোচনদাস ও চণ্ডীদাস।

লোচনদাস-বিরচিত ধামালী শ্রেণীর পদ-সকল  
সংগ্রহযোগ্য। বৃন্দাবন হইতে একটি অতি  
কুদ্র সংগ্রহ একবার প্রকাশিত হইয়াছিল। এই  
সময় লোচনদাস-বিরচিত, দামতীর, ধামালী, শ্রেণীর

পদ সংগ্রহ করা কর্তব্য। এই পদগুলি স্বাভা-  
বিকতা ও কবিত্ব-গুণে বিশেষরূপ চিত্তাকর্ষী।  
বর্তমান পুথিতে ১১টি লোচনদাসের ধামালী এবং  
৪টি চণ্ডীদাসের পদ আছে। প্রথম পত্রের  
ধামালী পদটি এই,—

না যাও আশ্রানের বাড়ী খাও মোর মাথা ।  
শ্রীমতী রাধিকা সঙ্গে না কহির কথা ॥  
কাল বিহানে এসেছিল আশ্রানদের বুড়ী ।  
আমার সাক্ষাতে কত দিলেক গালাগালি ॥  
তর্জন গর্জন করি নানা কথা বলে ।  
হেট মুখে রৈলাম বাপু বাক্য নাইথ চলে ॥  
শুন গো মা যশোমতী বল নাইগো তোর ডরে ।  
জোর করে বেণু কেড়ে রাখলেক গা ঘরে ॥  
মিছা করে বলে মাগী ফিসাদ দিঞাছে ।  
আমি উহাদের বর চুকেছি তার সাক্ষী আছে কে ॥  
সাঁজের বেলা স্বরকে আসি চরাইঞা দেখু ।  
একলা পেঞা পথের মাঝে কেড়ে নিলেক বেণু ॥  
দৌসর নাইক সাথে বেণু নিলেক কেড়ে ।  
কেমন করে লোচন সাক্ষী দিলেক মিছা করে ॥

পত্রসংখ্যা—৫ ।

### ১৫। পদাবলী ।

পদকর্তা—১ গোকুল চান্দ, ২ কিশোরী দাস,  
৩ জ্ঞানদাস ও ৪ দৈবকীনন্দন ।  
পত্রসংখ্যা—২, পদসংখ্যা—৬ ।

### ১৬। পদাবলী ।

পদকর্তা—১ দৈবকীনন্দন, ২ জ্ঞানদাস,  
৩ চণ্ডীদাস, ৪ গোবিন্দদাস ।  
পত্রসংখ্যা—৩, পদসংখ্যা—৭ । লেখক শ্রীবেণী-  
দেবদাস, সাংসদগড়ভাঙ্গা ।

### ১৭। পদাবলী ।

পদকর্তা—দুর্গাপ্রসাদ দ্বিজ ।  
ভণিতা—  
দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ বলিছে পদতলে ।  
মন বেন রহে গুরুচরণ-কমলে ॥  
পদসংখ্যা—১, পত্রসংখ্যা—১ ।

### ১৮। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকা ভক্ষণ ।

রচয়িতা—অজ্ঞাত ।  
আরম্ভ,—  
শুন ভাই সভাজন করি নিবেদন ।  
ভুলিলে শ্রীমৎ সুখ পাপ বিমোচন ॥  
এক দিন শিশু সঙ্গে শ্রীন্দনন্দন ।  
খেলাবশে কৈল প্রভু মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥  
এক শিশু যশোদারে কৈল নিবেদন ।  
তোমার কাহাইয়া করে মৃত্তিকা ভোজন ॥  
শুনিয়া যশোদা দেবী ধাইল সত্বরে ।  
উপনীত হৈল আসি যথা গদাধরে ॥  
হারে হোরে বলিঞা যশোদা ধৈল হাতে ।  
মৃত্তিকা ভক্ষণ কর কেনে কিছু না পাও খেতে ।  
দধি দ্রব্ব নলী ছানা আছে ভাণ্ড ভরা ।  
লোকে শুনে কি বলিবে শুন যে পাগলা ॥  
\* \* \* \* \*  
মিছামিছা করিঞা বলএ শিশুগণ ।  
মৃত্তিকা না খাই গালি দেহ অকারণ ॥  
শুন গো মা যশোমতি করি নিবেদন ।  
তোমার সাক্ষাতে দেখ মিলিএ বদন ॥  
মায়া করি মুখ যে মিলএ চক্রপাণি ।  
বিশ্বরূপ বদনে দেখিলা নন্দরাণী ॥

ইত্যাদি ।

কুড় সন্দর্ভ—তিন পত্র ।

লিপিকাল ১২১২ সাল, ১০ই চৈত্র ।



১৯। তাড়কাবধ।

রচয়িতা—রসিক কবি।

কুড় সন্দর্ভ। পত্রসংখ্যা—৬। প্রথম পত্র  
নাই। শেষ ও ভণিতা এই,—

জয় জয় রঘুনাথ তাড়কা কৈল বধ ॥  
শ্রীরামের শিরে দেবে পুষ্প বরিষণ ॥  
হুকুমি বাজএ নাচএ দেবগণ ॥  
মুনি এস্তা রামের শিরে করএ আশীষ ॥  
ধনধাত্ত তবা হয় \* \* \* ॥  
কোলাকুলি ছুটি ভাট কৈল সেইখানে ॥  
সেই চরণে আশ করিঞা রসিক কবি তণে ॥  
ইতি সন ১২১৩ সাল, তাং ৩০ শ্রাবণ ॥

২০। তাড়কাবধ।

রচয়িতা—রসিক কবি।

খণ্ডিত পুণি। পত্রসংখ্যা—৩; ১২ সংখ্যক  
পুথি দ্রষ্টব্য।

২১। ধমুক ভঞ্জন।

রচয়িতা—অজ্ঞাত।

কুড় সন্দর্ভ। পত্রসংখ্যা—৩; ২য় পত্রটি নাই।  
আরম্ভ এই,—

শ্রীবিষ্ণুমিত্র মুনি মিথিলা হইতে।  
অবোধা। নগরে আইল্যা রঘুনাথকে নিতে ॥  
দিব্য মালা চাপার কলা লঞা রামের তরে।  
উত্তরিল গিয়া মুনি দশরথের ঘরে ॥  
পাদ্য অর্থ দিল রাজা বসিতে আসন ॥  
আজ্ঞা কর কোন কাজে এলা তপোধন ॥  
মুনি বলে তুমি রাজা আগমনকাম ॥  
জনকরাজা পাঠাইলা নিতে তোমার রাম ॥  
জনকরাজা বজ্র করে তুমি নৃপবর ॥  
বজ্র নষ্ট কবে রাজ্য ধারিত নিশাচর ॥

ইত্যাদি। তাং ৩২ আষাঢ়। সন নাই।

লিখিতং শ্রীনন্দদাস বৈষ্ণব।

২২। অজ্ঞাতনামা পুথি।

রচয়িতা—নিধিরাম দ্বিজ।

ভণিতা ও শেষ এই,—

ভণে দ্বিজ নিধিরাম পুথিবে মনের কাম ॥

এই নিবেদন তুয়া পার ॥

ময়ন সময়ে আসি তোমার সলিলে (?) বসি

শ্রীধাম ভাবিতে প্রাণ যায় ॥

ইতি সন ১২১৩ সাল ২৫ আষাঢ়। শ্রীরাম  
রাম অহে রাম শ্রীরাম কমলাপতি। অধমেন  
কুপানাথ হে নাথ শরণং গতি ॥ সারসান বরারোহা  
নগে ভাগ মনা হিজা। জাহিনা মগভাগেন  
হারোরা বন মারসা ॥ পত্রসংখ্যা—৪।

২৩। শঙ্খাসুর বধ।

রচয়িতা—শঙ্কর।

এই কুড় প্রাচীন সন্দর্ভটি ৪র্থ পত্রের পর  
গণ্ডিত। আরম্ভ এই,—

রাম রাত্রি পোহাইল প্রতুষ বিহান।

সভা করি বসিলা কৃষ্ণ কমলোচন ॥

মথুরার লোক বৈসে অতীব সুন্দর।

পড়িঞা সুনিয়া তারা সুন্দর উত্তর ॥

পণ্ডিত-সভাতে মুখ বসিতে না পারে।

হংসমধ্যে বক যেন শোভা নাহি করে ॥

শেষ ও ভণিতা,—

তাহা শুনি শঙ্খাসুর তেজ বড় কৈল।

মুখ মেলি খাইতে এসে কৃষ্ণ চড় মালা ॥

চড় ঝাঞা শঙ্খাসুর পলাইঞা যায়।

নন্দের নন্দন কৃষ্ণ পঞ্চাং গৌড়ার ॥

সুলাহা হলা রীরের সমুদ্র ভিতর ॥

যেহাডিকো ঘরে তারে দেব পদাধর ॥

মরণ সময়ে অমর দিলেন উত্তর ।  
মুনির পুত্র আছেন গোসাঞী যমের বরাবর ॥  
এ বোল বলিঞা অমর হইল অজ্ঞান ।  
কর প্রহায়ে তার বধিলা পরাণ ॥  
শআমর-বধ-কথা কহেন শকর ।  
এ শোকসাগরে পার কর গদাধর ॥

ইত্যাদি ।

২৪। বৈষ্ণব-বন্দনা ।

রচয়িতা—দৈবকীনন্দন ।

ছয় পত্রের পর ঋজিত । ১৪০ সংখ্যক পুথি  
দ্রষ্টব্য ।

২৫। সত্যনারায়ণ ব্রতকথা ।

রচয়িতা—বিকল চট্ট ।

এই গ্রন্থকার-বিরচিত সত্যনারায়ণ কথা এত-  
দক্ষলে প্রচলিত আছে । বর্তমান পুথিখানি  
একটি প্রাচীন পুথির আধুনিক অমূল্যি মাত্র ।  
পত্রসংখ্যা—২৬ ।

আরম্ভ,—

আগেতে বলিব আমি প্রধান পুরুষ ।  
জ্যোতির্ময় হেন ভাবি যাহার স্বরূপ ॥  
যার তিন গুণে হৈলা ব্রহ্মা হরি হর ।  
তাহার চরণে মোর প্রণাম বিস্তর ॥  
তবে তু বলিব আমি দৃঢ় করি মন ।  
একদণ্ড স্থলতস্থ গজেন্দ্র-বদন ॥  
করজোড়ে ভক্তি করি করিয়া সেবন ।  
স্নেহকলিধর বেবা করএ ভ্রমণ ॥  
অমেক প্রণাম করি বৈকুণ্ঠনিবাসী ।  
ভুবনে করিলা খেলা হঞা গর্ভবাসী ॥

\* \* \* \* \*  
বন্দনা করিতে যত দেবতা এড়ার ।

নবদীপে বন্দ প্রভু শতীর নন্দন ।  
হরিনামে ত্রাণ কৈল অখিল ভুবন ॥  
হইল ভুবনে নাম সত্যনারায়ণ ।  
যেদ্রুপে করিল লীলা করি নিবেদন ॥  
বেদ পূর্বে নেত্র দিহ তাহার পূর্বে রস ।  
তার পূর্বে চন্দ্র আলা কৈল দিগদরশ ॥  
তার ঘরে ভাদ্র মাসে হয় অভিলাষী ।  
বৃধবারে আরম্ভিল তিথি দ্বাদশী ॥  
পিতামহ রমানাথ তাত বারাগসী ।  
রচিল বিকল চট্ট হয় অভিলাষী ॥

শেষ,—

ভুলিলে আপদ নাশ হুঃখ যায় দূরে ।  
সত্যনারায়ণ বিনা কে তরাইতে পারে ॥  
যেবা পড়ে যেবা শুনে যে জন পড়ায় ।  
ভবসিন্ধু পার হয়ে বিষ্ণুলোকে যায় ॥  
ভাক্কাটুটা পদ কিম্বা ছন্দ ভাঙ্গা হয় ।  
আপনি করিবে রক্ষা সত্য মহাশয় ॥  
হরিধ্বনি কর সবে তরিবে দুর্গতি ।  
সত্যনারায়ণ পূজা ব্রত সম্পূর্ণ হৈল পুথি ॥

গ্রন্থের রচনাকাল ১৬৩৪শক (বা ১৭১২ খ্রীঃ) ।  
গ্রন্থকারের পিতার নাম বারাগসী, পিতামহ রমা-  
নাথ । অত্র পরিচয় নাই । এই গ্রন্থখানি এ  
যাবৎ অপ্রকাশিত । ইহার বিস্তৃত বিবরণ পরে  
প্রকাশিত হইবে ।

২৬। সত্যনারায়ণ ।

রচয়িতা—বিদ্যেশ্বর ষিঙ্গ ।

পত্রসংখ্যা—৬ ; প্রাচীন গ্রন্থের আধুনিক  
প্রতিলিপি ।

আরম্ভ,—

প্রথমহ নারায়ণ সত্য ভগবান ।  
হুঃখ দায়িত্বা থণ্ডে ভবে পরিভ্রাণ ॥  
হেন প্রভু শিরে বন্দো করিয়ে ভক্তি ।

প্রথমহো লক্ষ্মীপতি গুরুড-বাহন ।

বৃষভবাহন বন্দো দেব পঞ্চানন ॥

\* \* \*

ব্রহ্মপুত্রকূলে গ্রাম নাম কাশীপুর ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বসতি প্রচুব ॥

সেই গ্রামে সদানন্দ বৈদিক ব্রাহ্মণ ।

প্রথম প্রকাশ তথা সত্যনারায়ণ ॥

যেহ্মপে সত্যের সেবা প্রকাশ হইল ।

পুৰাণ প্রবন্ধ কর সংক্ষেপে বচিল ॥

ভণিতা,—

১। পুৰাণ প্রবন্ধ বচিল আনন্দে  
কহিল পুস্তক বায় ।

সংক্ষেপে কহিল আনন্দ বাঁড়ল  
দ্বিজ বিবেচনায় গায় ।

২। সংক্ষেপে বচিল ইহা দ্বিজ বিবেচনায় ।  
পাঁচালী প্রবন্ধে পদ ভতি মনোহর ।

শেষ,—

কলিযুগে নারায়ণ লতা অবতাব ।

ভক্তিতে করিলে হয় কলুষ সংহার ॥

পরিভ্রাণ নাহি ভাই নাবায়ণ বিনে ।

দ্বিজ বিবেচনায় ভণে সত্যের চরণে ॥

হরি হরি মুখ ভরি বল সর্ব জন ।

সমাপ্ত হইল কথা সত্যনারায়ণ ॥

২৭। সত্যনারায়ণ ।

রচয়িতা—বামচন্দ্র চক্রবর্তী ।

পত্রসংখ্যা—১৭। দ্বিজ বামচন্দ্র বীরভূম  
জেলার অন্তর্গত ইন্দ্রগাছা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ  
করেন। এই গ্রন্থখানি এ যাবৎ অপ্রকাশিত  
রহিয়াছে ।

আমন্ত,—

ঐশ্বমে গণেশ বন্দ্য পাক্ষীভীষক ।

বন্দ্য দেব নারায়ণ সংসারের সার ।

পাপ উদ্ধারিতে যুগে যুগে অবতার ॥

বৃষভে শঙ্কর বন্দ্য ভালে শোভে শশী ।

পরিধান বাঘছাল শ্মশান নিবাসী ॥

দশভুজা কবে অসি কেশরীবাহিনী ।

শৈলবাহুস্তা বন্দ্য জগতজননী ॥

ইত্যাদি ।

মধ্য,—

ককণা বাগ—ত্রিপদা ছন্দ ।

ঘাটে না দেখিয়া পতি শোকাকুল হঞা অতি

উচ্চৈঃস্ববে কান্দে সাধুশ্রুতা ।

দ্বাদশ বৎসর পরে প্রাণনাথ আইলা যবে

তাহে বাদ সাধিল বিধাতা ॥

আমি অভাগিনী অতি হাংরাইলাম প্রাণপাত

এত তুংখ লগাট আমাব ।

নিবাহ কবিঞা মোবে গেল প্রভু দেশাত্তবে

পন দেখা না চাইল আব ॥

শেষ,—

দিনাক্ষে যে জন নারায়ণ বলি ডাকে ।

নিমানে চড়িয়া অস্তে যায় সে গোলোকে ॥

ইন্দ্রগাছা গ্রামেতে নিবাস হয় যার ।

দ্বিজ শ্রীবামচন্দ্রে ভণে মধুর পয়াব ॥

হবি হরি মুখ ভরি বল বকুগণ ।

সমাপ্ত হইল কথা সত্যনারায়ণ ॥

ইতি সত্যনারায়ণকথা সমাপ্ত ॥

প্রতিলিপি আধুনিক ।

২৮। নিকুঞ্জবিলাস সত্যনারায়ণকথা ।

বচয়িতা—নিকুঞ্জলাল চক্রবর্তী ।

গ্রন্থকার-লিখিত মূল গ্রন্থ। পত্রসংখ্যা—১৬ ॥

গ্রন্থকার, ২৭ নং পুথিরচয়িতা বামচন্দ্র চক্র-  
বর্তীর পুত্র। নিবাস—বীরভূম অন্তর্গত লখোদর-

আরম্ভ,—

আগেতে বন্দিব আমি দেব গজানন ।  
করিমুখ চতুর্বাহু মুখিবাহন ॥  
যার নাম নিলে ভবে বিষ় বিনাশন ।  
তাঁহার অমূল্য বন্দ দেব যজানন ॥  
মহাবলবন্ত হয় ময়ূরবাহন ॥  
তাব পর বন্দ মাতা দেবী ভগবতী ।  
হরজায়া কৈলাসিনী শঙ্করী পার্বতী ॥  
যাব নাম নিলে ভবে বিপদনাশিনী ।  
বন্দ সেই সিদ্ধমাতা মহিবর্ম্মদিনী ॥  
ইত্যাদি ।

ভাণ্ডা,—

তত্ত্বহীন মদ্বহীন অতি দুর্বাচাৰ ।  
নিজগুণে প্রভু মোবে কবহ উদ্ধার ॥  
ভজন পুজনহীন হীন ব্যবহাৰ ।  
কিৰূপে পূজিব প্রভু চরণ তোমার ॥  
অতি মৃঢ় শ্রীনিবুদ্ধ কবিল রচন ।  
বদন ভরিয়া চরি এল সর্বজন ॥

মধ্য,—

করুণা রাগ—ত্রিগদী ছন্দ ।  
অধামুখী সুকুমারী কান্দে অতি বোল করি  
কোথা গেলে প্রাণের জঁখর ।  
কি বলিব বিধাতারে দিয়ে কেন নিলে ফিবে  
অজাগিনী কবি একেশ্বর ॥  
গিয়াছিল প্রাণনাথ ভুগেছিলাম শোকতাপ  
• দিয়ে পুনঃ বিগুণ বাড়ালে ।  
হাবারেছিলাম নিধি হবে নিয়েছিল বিধি  
হিরা মোর হহিত অনলে ॥  
ইত্যাদি ।

শেষ,—

আমি পূজ্য দেব নাম পূর তাহে মিত্রতান  
হেন গ্রামে দ্বিভৈরব বসতি ॥  
ত্রিগদী পরায় আমি ছন্দের ত্রিগুণ ॥

হরি হবি মুখ ভরি বল সর্বজন ।

সমাপ্ত হইল কথা সত্যানুবাচন ॥

ইতি শ্রীনিবুদ্ধবিলাস সত্যানুবাচনকথা সমাপ্ত ।

২৯ । পদাবলী ।

পদকর্ত্তা—নরোত্তম দাস ।

পদসংখ্যা—১, পত্রসংখ্যা - ১ ।

৩০ । নাটিকা-নির্ণয় ।

রচয়িতা—অজ্ঞাত । পত্রসংখ্যা—১ ।

আবস্ত,—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ । অত্র বাসকসজ্জা ।  
কুঞ্জগৃহে সুরতেব শয্যা সজ্জা কবে ।  
রমণ উৎসুকা মহা আরতি অন্তরে ॥  
তাম্বল পুষ্পগন্ধ কবেন বচন ।  
বাসকসজ্জাতে সেই নাটিকা গগন  
অত্র উৎকণ্ঠিতা ।

নিবুদ্ধ ভিতবে পুষ্প সজ্জাদি সাজিয়া  
কান্দে সন্তান-হেতু পথ নিরখিয়া ॥  
শ্রীকৃষ্ণেব অংগমনে বিলম্ব যদি হয় ।  
উৎকণ্ঠিতা সে নাটিকা জানিহ নিশ্চয় ॥

ইত্যাদি। এইরূপে বিপ্রলক্সা, খণ্ডিতা, কলহাস্তরিতা,  
স্বাধীনভর্তৃকা ও প্রোষিতভর্তৃকাব সূত্র বর্ণনের পর  
শেষ পত্রখানি ছিন্ন ও সঙ্কুচিত হইয়াছে ।

৩১ । কলঙ্ক-ভঞ্জন ।

রচয়িতা—কবিচন্দ্র ।

পত্রসংখ্যা—১০, লিপি অস্পষ্ট ও অসুন্দর ।

১০ম পত্রের পর খণ্ডিত । পুস্তকের অধিকাংশী—  
শ্রীবৈকুণ্ঠ ঘোষা, সাং পছিন্নাভা ।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ । অথ কলঙ্ক ভঞ্জন লিখ্যতে ।  
বন্দ্য বলে বনে কেনে জাব তায় ঘরে ।

কোই রঙ্গ করে সেই নিজেই না জানি ।  
সভাকার বস্ত্র ধরি করে টানাটানি ॥  
রাধা বলে এই আমি করিলাম আশুসার ।  
বস্ত্র ধরিবেক কৃষ্ণ এত অহঙ্কার ॥

ইত্যাদি ।

ভগিতা,—

- (১) শশধর পানে চান রাধা কমলিনী ।  
শ্রাম-কলঙ্কিনী হব বর দেহ তুমি ॥  
এতেক বিলাপ করি হইলা অচেতন ।  
রাধার তাপের কথা জানে কোন জন ॥  
কবিচন্দ্র বলে রাধার আর কেহ নাই ।  
রাধারে রাখিতে কেবল আছেন কানাই ॥
- (২) যশোদা দিলেন পুত্র রাধিকার কোলে ।  
রাধার কোলে বসেন কৃষ্ণ কবিচন্দ্র বলে ॥

৩২ । দ্বাদশ পদ্মমালা গ্রন্থ ।

রচয়িতা—‘কৃষ্ণদাসের দাস ।’

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি ৩ পত্র পরিমিত । সুন্দর  
লিপি ; সমগ্র গ্রন্থ অক্ষয় ।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণভাং নমঃ । দ্বাদশ পদ্ম লিখ্যতে ।

এক দিন দুর্গাদেবী বিরল মন্দিরে ।  
অতি সে নির্জন স্থানে মনে ধ্যান করে ॥  
স্থিরগতি বাধ্য শুরু অঙ্গ নাহি নড়ে ।  
শতেক জলের ধারা বুক বেয়ে পড়ে ॥  
নিত্যতে মগন মন হয়ে ইতজ্ঞান ।  
অথশু রসেতে মগ্ন তহু মন প্রাণ ॥  
হেন কালে দেখে জয়া দিকরা হুজনে ।  
দেবীয়ে দেখিয়ে দোহে ভাবে মনে মনে ॥  
দোহে কহে এ কি এ কি আশ্চর্য্য এ কথা ।  
আপনা আপনি কেনে কান্দে জগজ্জাতি ॥

দ্বাদশ পদ্মের কথা শুনি সাবধান ।

কোন পদ্মে কার হিত কিবা গুণ ধরে ।

সাধন করিলে নিত্য বস্ত্র দিতে পারে ॥

সর্বোপরে অক্ষয় সরোবর নাম ।

তার মধ্যে সহস্রদল পদ্ম বিরাজমান ॥

শুরুবর্ণ পদ্মমধ্যে শ্রীমণিমন্দির ।

পরমাত্মা বিরাজে তথা গতি অতি ধীর ॥

নীলপদ্ম অষ্টদল তার পরে স্থিতি ।

আত্মারামেশ্বরের হয় দেখানে বসতি ॥

এইরূপে একে একে সবুজ পদ্ম, নালিন্দা পদ্ম,  
নেত্রপদ্ম, মুখপদ্ম, হস্তপদ্ম, নাভিপদ্ম, দুই প্রফুল্লপদ্ম  
ও দুই কোরকপদ্মের নির্দেশ করিয়াছেন ।

শেষ,—

বৈধী কিম্বা রাগাঙ্গুগা জানি অহুসারে ॥

সহজ মাহুয় জানি দেখিলে করণ ।

কহিলে প্রত্যয় নহে বলে বহু জন ॥

নতুবা যতেক করে সব সর্বনাশ ।

তামা দিয়া রক্ত নিবে ভাবে কৃষ্ণদাসের দাস ॥

ইতি দ্বাদশ পদ্মমালা গ্রন্থ সমাপ্ত ॥ যথাদৃষ্টং  
তথা লিখিতং । লিখ্যতে দোশ নাস্তি না । লিখিতং  
শ্রীমদ্বিনাশচন্দ্র বিশ্বাস, সাং বিবাটী জেলা হুগলী ।  
পাঠক শ্রীনবকুমার দাস মহান্ত, সাং নিজ বর্দ্ধমান  
জেলা বর্দ্ধমান । মোং সিউড়ী । সন ১২৭৮ ।  
১২ই মাঘ ।

৩৩ । কলাবতী সত্যনারায়ণ ।

রচয়িতা—অজ্ঞাত ।

পত্রসংখ্যা—১১ ; লিপিকাল ১১৫৬ সাল,  
১৬ই আশ্বিন ; ১৬৭১ শক । হস্তলিপি—দেব  
নাগরাক্ষরের অক্ষর ।

আরম্ভ,—

প্রণবক নায়ায়ণ সত্যনারায়ণ ।

প্রণমহ লক্ষীপতি গরুড়বাহন ।  
বৃষভবাহন বন্দো দেব পঞ্চানন ॥  
হংসপৃষ্ঠে প্রণমহ দেব প্রজাপতি ।  
সিংহবাহনে বন্দো দেবী ভগবতী ॥  
ইত্যাদি ।

শেষ,—

সত্যের পাঁচালী যে বা শুনে ভক্তি করি ।  
ইহলোকে সুখ ভোগ অস্তে বিফলপুরী ॥  
সত্যের ক্রসাদ যে বা ভক্তি করি খায় ।  
বিষম সন্ধটে সেই পরিভ্রাণ পায় ॥  
ভক্তিভাবে যে বা জন সত্যসেবা করে ।  
কোনই আপদ নাই নারায়ণের বরে ॥  
লিখিতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণ দেবশর্মা । পাঠক

শ্রীখোসাল শর্মা ।

৩৪ । রাগাঙ্গিকা তন্ত্র ।

রচয়িতা—অজ্ঞাত ।

গত গ্রন্থ । পত্রসংখ্যা—৩১ । সুস্পষ্ট, সম্পূর্ণ  
ও অক্ষুণ্ণ গ্রন্থ । এই গ্রন্থখানির এবং পরবর্তী ৩৫,  
৩৬ ও ৩৭ নং পুথির প্রতি পত্রের পার্শ্বে “প্রণালী-  
পদ্ধতি” এই নাম লিখিত আছে । লিপিকাল  
উল্লেখ নাই । অনুমান—শতাব্দিক বর্ষ পূর্বের ।  
আরম্ভ,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রোদয়ঃ নমঃ । আশ্রয় কি ।  
শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥ আলম্বন কি । সাধুসঙ্গ ॥ উদ্বী-  
পন কি । হয়িনাম ॥ কোন আশ্রয় । নাম  
আশ্রয় । মন্ত্র আশ্রয় । ভাব আশ্রয় । প্রেম  
আশ্রয় । রস আশ্রয় । এই পঞ্চ প্রকার আশ্রয় ॥  
দেশ কাল পাত্র ॥ কোন দেশ । শ্রীকৃষ্ণাবন ॥  
কাল কি । হাপর যুগ ॥ পাত্র কে । শ্রীকৃষ্ণ ॥  
শ্রীকৃষ্ণের কোন বর্ণ । ভাস্করবর্ণ ॥ কোন বস্ত্র ।  
নীতাঙ্গর বস্ত্র ॥ বয়ঃসন্ধি কি । ১৪০০ সাড়ে  
পঞ্চদশ বর্ষ ॥ শ্রীমতী রাধিকার কোন বর্ণ ।

বয়ঃসন্ধি কি । ১৪০০ সাড়ে চতুর্দশ বর্ষ ॥ কোন  
ভাব । মধুর ভাব ॥ ইত্যাদি ।

শেষ,—

মুখ্য রাগাঙ্গিকা হই প্রকার । কামরূপা ।  
সধকরূপা । কামরূপা বলি কারে । শ্রীমতী রাধি-  
কাদি গোপীগণ ॥ কামাঙ্গুগা বলি কারে । গোপী-  
ভাবে যে ভজে ॥ সধকরূপা বলি কারে । সধা  
বাৎসল্য ভাবে যে ভজে ॥ রাগাঙ্গুগা বলি কারে ।  
রাগাঙ্গিকার অনুসাবে যে ভজে ॥ এই রাগা-  
ঙ্গিকাতন্ত্র সম্পূর্ণ ॥

৩৫ । ধাম-নির্গয় ।

রচয়িতা—অজ্ঞাত ।

গত গ্রন্থ । পত্রসংখ্যা—১, সুস্পষ্ট, সম্পূর্ণ  
ও অক্ষুণ্ণ গ্রন্থ । লিপিকাল উল্লেখ নাই । অনু-  
মান—শতাব্দিক বর্ষ পূর্বের ।

আরম্ভ,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রোদয়ঃ নমঃ ॥ অর্থ শ্রীকৃষ্ণের  
চারি ধাম ॥ শ্রীকৃষ্ণাবন । গোলোক । মথুরা ।  
দ্বারকা ॥ এই চারি ধাম মুক্ত ॥ শ্রীকৃষ্ণাবনের  
পাত্র কে । শ্রীকৃষ্ণ নন্দনন্দন ॥ গোলোকের পাত্র  
কে । স্বয়ং ভগবান ॥ মথুরার পাত্র কে । বাহুবদেব  
সকর্ষণ ॥ দ্বারকার পাত্র কে । প্রহ্লাদ অনিরুদ্ধ ॥  
এই চারি নায়ক চারি ধামে বসে ॥ রতি তিন  
প্রকার । সমর্থ রতি । সমজসা রতি । সাধা-  
রনী রতি । এই তিন প্রকার রতি ॥ ইত্যাদি ।

শেষ,—

মথুরাতে তিন পোরা ঐশ্বর্যলীলা । এক  
পোরা মাধুর্যলীলা ॥ তার মধ্যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-  
নন্দনের লীলা শ্রীকৃষ্ণাবনে মাধুর্য ॥ নারায়ণের  
লীলা ঐশ্বর্যসমূহ । পুতনাকে বধ করিলেন ।  
কংসকে দমন করিলেন । কুবলয়া হতীকে দমন  
করিলেন । বকাসুরকে দমন করিলেন । কালীর

এবং গোবর্দ্ধন ধারণ করিলেন ॥ এবং দশ অবতার  
মন্ত্র কুর্ন্ব এই সকলকে ঐশ্বর্য্য বলি ॥ ত্রীমুদ্রা-  
বনে সখ্য বাৎসল্য মধুর এই তিন ভাবের লীলাকে  
মাধুর্য্য বলি ॥

৩৬। অষ্ট রস।

রচয়িতা—অজ্ঞাত।

গল্প গ্রন্থ। সুস্পষ্ট, সম্পূর্ণ ও অক্ষুণ্ণ গ্রন্থ।  
পত্রসংখ্যা—২। লিপিকাল উল্লেখ নাই; অল্পমান  
শতাব্দিক বর্ষ পূর্বের।

আরম্ভ,—

অথ রস অষ্ট প্রকার ॥ কি কি অষ্ট প্রকার।  
অভিসারিকা। বাসকসজ্জা। উৎকণ্ঠিতা। বিপ্র-  
লম্বা। খণ্ডিতা। কলহাস্তরিতা। স্বাধীনভর্তৃকা।  
প্রোষিতভর্তৃকা। এই অষ্ট প্রকার। মুখ্য দুই  
প্রকার। বিপ্রলম্ব। সন্তোগ ॥ বিপ্রলম্ব চারি  
প্রকার। সন্তোগ চারি প্রকার ॥ এই অষ্ট  
প্রকার ॥ বিপ্রলম্ব চারি প্রকার কি কি। পূর্-  
ব্রাগ, মান, প্রেমবৈচিত্র্য, প্রেবাস। এই চারি  
প্রকার বিপ্রলম্ব ॥ সন্তোগ চারি প্রকার কি কি।  
সংক্লিষ্ট সন্তোগ। সম্পূর্ণ সন্তোগ। সর্দ্ধার্ন সন্তোগ।  
সম্বন্ধিমান সন্তোগ। এই চারি প্রকার সন্তোগ ॥  
অমিলাকে বিপ্রলম্ব বলি। বিপ্রলম্বকে বিষ বলি।  
মিলাকে সন্তোগ বলি। সন্তোগকে অমৃত বলি ॥  
এই দুই প্রকার বিষামৃত ॥ ইত্যাদি।

শেষ,—

অত্র প্রোষিতভর্তৃকা।

বুদ্ধাবন হৈতে কৃষ্ণের মধুরা গমন।

প্রোষিতভর্তৃকা রস কহিল কারণ ॥

এই অষ্ট রস সম্পূর্ণ ॥ ইতি ॥ প্রণালীপদ্ধতি ॥

৩৭। অষ্ট সখী-লক্ষণ।

গদ্য পদ্যময় গ্রন্থ। পত্রসংখ্যা ১। লিপিকাল

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ॥ অথ অষ্টরসে অষ্টসখী  
লক্ষণং ॥

ললিতা বিশাখাশ্চৈব চিত্রা চম্পকলতিকা।

রত্নদেবী সুদেবী চ ভুজবিজ্ঞেন্দুলেখিকা ॥

অভিসারিকা অবস্থাতে ললিতা সুন্দরী।

রাখয়ে রাধার প্রাণ অতি যত্ন করি ॥

আপনে বাসকসজ্জা হয়েন নারিক।

সহায় করেন দেবী চম্পকলতিকা ॥ ইত্যাদি।

\* \* \*

অত্র নায়কের গুণ ছেয়ানই প্রকার ॥ ধীরো-  
দাত। ধীরললিত। ধীরশাস্ত। ধীরোদ্ধত। অমু-  
কুল। দক্ষিণ। শঠ। দুষ্ট। এই অষ্ট নায়কের  
গুণ মুখ্য ॥

শেষ,—

ধীবোধিতের এই কহিল কারণ।

পুনশ্চ কহিবে চারি নায়কের গুণ ॥

ইহার পর খণ্ডিত।

৩৮। রসভক্তি-লহরী।

রচয়িতা—রাধাকৃষ্ণ দাস।

গ্রন্থখানির আকার ১৬ পত্র বা ৩১ পৃষ্ঠা।  
এ যাবৎ অপ্রকাশিত। এই গ্রন্থের বিস্তৃত বিবরণ  
৩য় বর্ষ (১৩২০ সাল ফাল্গুন, ৬৪২ পৃষ্ঠা) 'বীরভূমি'  
পত্রিকায় প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা সত্তর প্রকাশিত  
হওয়া উচিত। গ্রন্থখানির লিপি সুস্পষ্ট ও সুন্দর।  
লিপিকাল উল্লেখ নাই—অল্পমান শত বর্ষ পূর্বের ॥

এই "রসভক্তি-লহরী" গ্রন্থ, সমপ্রতিপাদ্যমূলক  
গোবিন্দী গ্রন্থ "ভক্তিরসামৃত-সিদ্ধ"র তুলনায়  
বিরাম "সিদ্ধ"র একটি "লহরী" মাত্র। এই গ্রন্থ-  
খানিতে "ভক্তিরসামৃতসিদ্ধ" ও "উজ্জলনীলদর্পিনী"  
প্রভৃতি ভক্তিরসবিষয়ক গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত  
কয়েকটি মাত্র প্রদর্শনের, ভাষা-কথার সংক্লিষ্ট

রসাত্তসিদ্ধ", "উজ্জলনীলমণি", "সিদ্ধান্তচন্দ্রামৃত নাটক", "চম্পককলিকা", "কৃষ্ণকর্ণামৃত" ও "চৈতন্তচরিতামৃত" প্রভৃতি গোষ্ঠাঙ্গিগ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

আরন্ত,—

অজ্ঞানতিমিরাক্রান্ত ইত্যাদি শ্লোকের পর—

শ্রীগুরুচরণ বন্দো অতি শুদ্ধ মনে।

অজ্ঞান-তিমির নাশ কৈল যেই জনে ॥

জ্ঞানাজন দিয়া কৈল কৃষ্ণময় দান।

হেন গুরুপাদপদ্মে করিয়ে প্রণাম ॥

এই গুরুবন্দনা-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—

শ্রীপাট অধিকা বন্দো হঞা প্রাণিপাত।

যেখানে বিরাজে প্রভু অখিলের নাথ ॥

জয় জয় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত গোষ্ঠাঞী।

ধার বশ হঞাছিল চৈতন্ত নিতাই।

শ্রীনিমাইচাঁদ ঠাকুর প্রভু যে আমার।

জন্মে জন্মে বিকাইল চরণে তোমার ॥

কৃপা করি মোরে প্রভু মঙ্গ দান কৈল।

সেই মন্ত্রে রাধাকৃষ্ণ স্বরূপ দেখাইল ॥

ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, বথায় গৌরাজ মহাপ্রভুর অমুচর গৌরীদাস পণ্ডিত চৈতন্ত-বিগ্রহ স্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই অধিকা গ্রামনিবাসী নিমাইচাঁদ ঠাকুর গ্রন্থকারের কণ্ঠধার গুরু ছিলেন এবং তাঁহার শিক্ষাগুরু ছিলেন—পৌতা-ধর বৈরাগী গোষ্ঠাঞী। তাঁহার সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—

শিক্ষাগুরু বন্দো মোর আলম্বনকর্তা।

ধাঁহার কৃপাতে হৈমু কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞাতা ॥

হৃদয়ে যতক অন্ধকার ছিল মোর।

তাহা নাশি দীপ্তিমান করিল উজোর ॥

হৃদমধ্যে তিহো মোর বসাইল দর্পণ।

যে দর্পণে করে কৃষ্ণ-প্রেম আকর্ষণ ॥

শিক্ষাগুরু শ্রীপৌতাধর বৈরাগী গোষ্ঠাঞী।

১১১

তার পাদপদ্ম বন্দো মন্তক উপরি।

যেহো মোরে শিক্ষা দিল বৈরাগ্য-মাধুরী ॥

রাধাকৃষ্ণ-লীলারস প্রেমতত্ত্ব আর।

ক্রমে ক্রমে শিক্ষা দিল করিয়া বিস্তার ॥

গ্রন্থকার এইরূপ ভাবে ভক্তিতত্ত্বে রীতিমত

ভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াও গ্রন্থমধ্যে এইরূপ ভাবে বৈষ্ণবী বিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন,—

(১) আমি ক্ষুদ্র জীব তাহা কি কহিতে জানি।

সাধু মোহান্তের মুখে যেই কথা শুনি ॥

সংক্ষেপে কহিল ব্রজের মহিমা কথন ॥

(২) সাধু মোহান্তের মুখে যে কৈলু শ্রবণ ॥

হৃদ করি এই তত্ত্ব করি যে রচন ॥

ইত্যাদি।

ভগিতা এইরূপ,—

(১) শ্রীপদ্মমঞ্জরী-পাদপদ্ম করি আশ।

চরণে শরণ মাগে রাধাকৃষ্ণ দাস ॥

(২) জগত নিন্তার কৈল দিয়া প্রেম-রস।

তাহে মন না ডুবিল রাধাকৃষ্ণ দাস ॥

বিষয়-নির্দেশ,—

গ্রন্থখানি সর্বসমেত ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত।

(১) প্রথম অধ্যায়ে গুরু, বৈষ্ণব, গোষ্ঠামী

প্রভৃতির বন্দনা। (২) দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রবর্ত,

সাধক ও সিদ্ধ দশায় ভক্তগণের আশ্রয় ও রাগ

(আশ্রয়, আলম্বন ও উদ্বাপন) নির্ণয় এবং দেশ,

কাল ও পাত্র-বিচার। শাস্ত্র, দাস্য, সখ্যাদির পঞ্চ-

ভাবের পাত্র ও গুণ বর্ণন। সমর্থা ও সমঙ্গসা রতি

নির্দেশ ও তৎসমুদয়ের গুণপরিচয়। (৩) তৃতীয়

অধ্যায়ে রাগ, ভক্তি ও প্রেম। রাগাঙ্গিকা—

মুখ্য ও গৌণ এবং কামরূপা ও সখ্যরূপা পরিচয়।

(৪) চতুর্থ অধ্যায়ে—পঞ্চগুণ ও পঞ্চবাণ—গৌর-

লীলা-মাহাত্ম্য—রাধাভাব—প্রকট ও অপ্রকট-

লীলা—গৌরলীলার কাল-নির্দেশ। (৫) পঞ্চম

অধ্যায়ে—নবদীপ ও বৃন্দাবনের একত্ব নিরূপণ—

নরলীলা—গৌরলীলার কারণ—বন্দন-মন্তিকা।



অভিসারিকা ইত্যাদি অষ্ট রস। বিশ্রলভ ও  
সন্তোষ—প্রত্যেকে চতুর্বিধ—অষ্ট রসের লক্ষণ—  
অষ্ট রসের অষ্ট সখী নির্দেশ। (৬) বর্ষ অধ্যায়ে  
মন্দের মহত্ব—কামগায়ত্রী তত্ত্ব। ২৪॥ অক্ষর  
চক্রেয় নির্ণয়। কামবীজ বিচার। ২৫॥ অক্ষর  
চক্রেয় নির্ণয়। অষ্ট পদ্য লক্ষণ ও সংহাননির্দেশ।  
অমুরাগের মহত্ব, বর্ণ, বস্ত্র ও বয়ঃসঙ্কিতত্ত্ব।  
সমাপ্তি।

শেষ এই,—

গলে শোভে বনমালা দেখিতে সুন্দর।

ময়ূর-পুচ্ছ শোভে তাহে চূড়ার উপর ॥

ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম রূপ দেখিতে সুন্দরে।

কিছুক মুরলীধারী শোভে তুই করে ॥

যখন করয়ে কৃষ্ণ মুরলীর ধ্বনি।

যাহা শুনি লুন্ হৈল যতেক গোপিনী ॥

এই ত কহিল কিছু বর্ণ বস্ত্র শোভা।

যাহার দরশে করে সর্ব মনলোভা ॥

শ্রীপদ্মমঞ্জরী-পাদপদ্ম করি আশ।

চরণে শরণ মাগে রাখাক্ষর দাস ॥

ইতি শ্রীরসভক্তিলাহরী গ্রন্থ সম্পূর্ণ ॥

এই গ্রন্থখানি প্রকাশযোগ্য করিয়া সম্পাদন  
করিয়া রাখিয়াছি।

৩৯। চম্পক-কলিকা।

রচয়িতা—অজ্ঞাত।

পত্রসংখ্যা—১২; সুন্দর লিপি—সমগ্র গ্রন্থ  
অক্ষর। লিপিকাল উল্লেখ নাই—অনুমান, শতা-  
ধিক বর্ষ পূর্বে।

সনাতন গোষাধী গৃহ ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন  
ধামে শ্রীকৃষ্ণ গোষাধীর সহিত মিলিত হইয়া বৃন্দা-  
বন পরিভ্রমণ করেন। তদনন্তর গোবর্দ্ধনে উপস্থিত  
হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রার্থনামত সনাতন গোষাধী তত্ত্ব-

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণৈতেজস্তচ্ছারনমঃ। অথ জী ব গোষা-  
ধীর স্মরণী টাকা অনুসারে পদবর্ণ্যং স্মরণীয়ং  
কুর্যাৎ তত্র ॥ ইতি ॥ বন্দেহং শ্রীগুরো ইত্যাদি।

অষ্ট বৎসর আগে শ্রীকৃষ্ণ গেলা বৃন্দাবন।

সনাতন থুঞা হেথা স্থির নহে মন ॥

রাত্রি দিনে ভাবে রূপ গৌরাক্ষ-চরণ।

সনাতন সঙ্গে প্রভু করাহ মিলন ॥

এই বাঞ্ছা করি মনে ফিরে বৃন্দাবনে।

যুগলকিশোর পদ করি আরাধনে ॥

পাতসার উজীর হঞা ছিলা সনাতন।

রূপের লাগিঞা সদা স্থির নহে মন ॥

গোবাক্ষ-পদারবিন্দ করি আরাধন।

বিষয়-বন্ধন মোর করহ মোচন ॥ ইত্যাদি।

মধা,—

গোবর্দ্ধনে প্রণাম করি বসিলা তুই ভাই।

সেই স্থানে জিজ্ঞাসিলা শ্রীকৃষ্ণ গোষাধী ॥

শুন শুন মহাশয় করি নিবেদন।

কহ দেখি নিতা কথা করি যে শ্রবণ ॥

কেমতে বা নিত্য রহে কাহার উপর।

কাহা হইতে উদ্ভব হয় কহত সকল ॥

কোন বস্তু হয় সেই কিসের গঠন।

চক্ষুর্হ্য গতি তথা নাহি কি কারণ ॥

পবনের গতি নাহি মনের গোচর।

কোনরূপে পাই তাহা কহ নরেশ্বর ॥ ইত্যাদি।

শেষ,—

সাধকে শুনিঞা কাণে রাখিবে নয়ানে।

বিনা গুরু উপদেশে না জানে কোন জনে ॥

সাধ্য বস্তু সাধন বিনে কেহ নাহি পার।

সাধ্য সাধন এই কহিল নিশ্চয় ॥

সাধ্য সাধন এই কহিল তোমারে।

ইহার অধিক নাহি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ॥

তদ্বাথে ভারিত মঞ্জরী পরিচয়।

ইতি শ্রীকৃষ্ণ সনাতন মুখাগ্রবাচ উপাসনা বস্ত  
সমাপ্ত ॥ শ্রীচম্পককলিকা গ্রন্থ সমাপ্ত ॥

৪০। স্বরূপ-বর্ণন।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস।

পত্রসংখ্যা—৮। স্তব্ধর লিপি—সমগ্র গ্রন্থ ;  
ছন্দ—অক্ষর। লিপিকাল—১২৫১ সাল, এই  
মাঘ।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ চৈতন্তচন্দ্রায় নমঃ।  
জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।  
জয়ধৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥  
জয় শ্রোতাগণ শুন হঞা একমন।  
গৌরচন্দ্র অবতার হৈলা যে কারণ ॥  
অধৈত শ্রীনিত্যানন্দ আর ভক্তগণ।  
সবেই আইলা জীব করিতে তারণ ॥  
কলিয়ুগে পাপে লোক হইবে বিনাশ।  
তেই লাগি সঙ্গে সব হইলা প্রকাশ ॥  
আপনে আইল গৌর শুন তার কথা।  
শুনিতে লাগএ শ্রুত লীলামৃত-কথা ॥  
ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্রজে হইলা অবতার।  
পরম স্তম্ভরা রাধা সবাগণ আর ॥  
তা সভা লইআ কৈল স্তব্ধের উল্লাস।  
অবশেষে কিছু আছে করিতে প্রকাশ ॥  
তিন বস্ত অভিলাষ লইল পূরণ।  
সেই হেতু অবতীর্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥  
গৌরদেব রূপ অঙ্গে করিলা ধারণ।  
সেই তিন বস্ত এবে কৈল আচ্ছাদন ॥  
যে সময়ে যেই ভাব পড়ি যায় মনে।  
আত্মদেয়ে রামানন্দ স্বরূপেব সনে ॥  
আর এক পূর্বের কথা শুন মন দিয়া।  
অষ্ট যুগধরী সঙ্গে জয়লা আসিয়া ॥  
অষ্ট অষ্ট করি হয় চৌষটি গণন।  
এই ভবন ভবন মলি আর সর্বজন ॥

অত্যন্ত নিগূঢ় কথা শুন সর্বজন।  
বিস্তার না কর ইহা রাখিহ গোপন ॥  
ললিতার সখীরত্ন রেখা তার নাম।  
শ্রীআচার্য্য রত্ন নাম কহিল আখ্যান ॥ ইত্যাদি।  
শেষ অংশ একটু বিস্তারিত ভাবে উদ্ধৃত  
হইল,—  
শ্রীগৌরঙ্গ লীলা করিলা বিস্তারণ।  
তথাপি উল্লাস বাঢ়য়ে অমূল্য ॥  
তবে রাধাকৃষ্ণলীলা করিএ লিখন।  
সভে মৌল আচ্ছা দিল করিতে বর্ণন ॥  
এক দিন আচ্ছা কৈল ছয় মহাশয়।  
বলহ গোবিন্দলীলামৃত রসময় ॥  
এমন নয়াল প্রভু নাহিক ভুবনে।  
রাধাকৃষ্ণ-লীলা পাই বাহার স্মরণে ॥  
অবশেষে এই গ্রন্থ করিতে ঘটন।  
প্রভুর নিষেধ হইল না করিহ বর্ণন ॥  
আমার অভাগ্য-কথা শুন সর্বজন।  
প্রাণত্যাগ নাহি হয় কতক কারণ ॥  
সভে মেলি এক দিন রহিএ নির্জনে।  
গৌরলীলা অপ্রকট শুনিলাম কানে ॥  
শ্রীগোপাল ভট্ট আর আচার্য্য শ্রীনিবাস।  
তার স্থানে রহি সদা বৃন্দাবনে বাস ॥  
লোকনাথ গোসাঞীর শিষ্য তাঁর কহি মাষ।  
ঠাকুর নরোত্তম তিহৌ অতি অমূল্য ॥  
আচাৰ্য্যিতে আইলা সভে প্রভুর আশ্রিতে।  
কোথাকারে গেল সভে না পাই দেখিতে ॥  
তথাপি এ প্রাণ মোর শরীরে রহিল।  
শেষ পরিচ্ছেদে লীলা বর্ণন করিল ॥  
এক দিন দুখে কুঞ্জে রহি তিন জন।  
আচ্ছা হইল শ্রীকৃষ্ণের শুনহ বচন ॥  
মোর ভ্রাতৃপুত্র আছে শ্রীজীব গোসাঞী।  
এছের অধিকারী তিনি তাহারে আনাই ॥  
শ্রীজীব আনানে গ্রন্থ অধিকার দিল।  
গোবিন্দ গোপাল নাথ ভূগা বহু কৈল ॥

অনেক সুন্দর গ্রন্থ কৈল মহাশূর ।

নিত্য লীলা স্থাপন বাথে ব্রজরস পুর ॥ -

শ্রীরূপ শ্রীব্রজলীলা করিলা বিস্তার ।

পরকীয়া মত বাহা করিল প্রচার ॥

পূর্বে সেই ব্রত তাহা গ্রন্থে বিবরণ ।

নিজগ্রন্থ স্বকীয়া করি তাহা আচরণ ॥

একে এই দুঃখ আরে এ সব কখন ।

লজ্জা হয়ে প্রাণ মাত্র করিএ ধারণ ॥

এক দিন নিবেদন করিল তাহারে ।

শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইল তোমার উপরে ॥

নিজ জনে কৃপা করি কিছু গ্রন্থ সার ।

গোড় দেশে নঞা তাহা করিল বিস্তার ॥

তিহ কৃপা কৈল গ্রন্থ এই তিন জনে ।

নমস্করি গোড় দেশ করিলা গমনে ॥

শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় তারা রাখাক্ষলীলা ।

সুখে গোড়বাসী লোকে তাহা আচরিল ॥

শ্রীকৃষ্ণ রঘুনাথ-পদে যার আশ ।

স্বরূপ বর্ণন কিছু কহে কৃষ্ণদাস ॥

লিখিতঃ শ্রীমোহানন্দ রায়, সাং সিউড়ী ।

পাঠক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ রজক, সাং সিউড়ী । ইতি  
সন ১২৫১ সাল, তারিখ ৫ মাঘস্র ॥

৪১। স্বরূপ-বর্ণন ।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস ।

পত্রসংখ্যা—৮ । সুন্দর ও সুস্পষ্ট লিপি ;

সম্পূর্ণ ও অক্ষুণ্ণ গ্রন্থ । লিপিকাল উল্লেখ নাই

৪০ নং গ্রন্থ অপেক্ষা প্রাচীন । উভয় গ্রন্থই এক ।

৪২। চাটু পুষ্পাঞ্জলি ।

রচয়িতা—অজ্ঞাত ।

শ্রীমদ্রূপ গোস্বামি-বিরচিত 'চাটু পুষ্পাঞ্জলি'

নামক সংস্কৃত গ্রন্থের পদ্মভূবাদ । পত্রসংখ্যা—৪;

সুস্পষ্ট লিপি—অক্ষুণ্ণ গ্রন্থ । লিপিকাল—১২৫১

আরম্ভ,—

নবগোরোচনা গৌরী ইত্যাদি শ্লোকের পর,—

নব গোরোচনা-হ্রাতি শ্রীঅঙ্গে শোভয়ে অতি

নীল পট্টশাড়ী শোভে যার ।

ভূজঙ্গিনী জিনি বেণী কণি-বিরাজিত মণি

রত্নগুচ্ছ শোভে অতি তার ॥

জিনি উপমার গণ তুলনা নাহিক সম

শোভে যার শ্রীমুখমণ্ডল ।

চোরস কপাল ঠাম জিনিয়া নবীন চান্দ

কঙ্করী তিলক বলমল ॥

এক একট মূল সংস্কৃত গ্রন্থের শ্লোক ও তাহার

উত্তরূপ পদ্মভূবাদ প্রদত্ত হইয়াছে ।

শেষ,—

চাটু পুষ্পাঞ্জলি এই স্তবরলী

যে জন করয়ে গান ।

বৃন্দাবনেস্বরী তারে কৃপা করি

দাসীপদ দেহ দান ॥ ২৪

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিনা বিরচিতঃ শ্রীচাটু-

পুষ্পাঞ্জলি নাম গ্রন্থ সম্পূর্ণ । শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের

জয়তাং কৃষ্ণায় নমঃ । পাঠক শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ

রজক, সাং সিউড়ী ; সন ১২৫১ সাল, তারিখ ৭ই

ভাদ্র ।

৪৩। কল্যাণেশ্বরীর শঙ্খপরিধান ।

রচয়িতা—জগন্মোহন দ্বিজ ।

কুদ্র সন্দর্ভ । পত্রসংখ্যা—৬ ; সম্পূর্ণ গ্রন্থ ।

আরম্ভ,—

/৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ । অথ কল্যাণেশ্বরীর

বন্দনা ।

শ্রীশুকচরণ-পদ্ম মস্তকে ধরিয়া ।

ব্রাহ্মণের পদয়েণু ভূষণ করিয়া ॥

বিঘ্ননাশ গণপতি নম বন্দি শিরে ।

যার কৃপা-লেশে সর্ব বিঘ্ন নাশ করে ॥

নম নম বন্দ দেবী কল্যাণীর চরণে ।

পূর্বে বাড়ী সেনপাহাড়ী ছিলে মা জননী।

শ্রামরূপা নাম ধর গহনবাসিনী ॥

সেই শ্রামরূপা মুক্তি কল্যাণেশ্বরীতে।

মাএর প্রভাব শুন শুন একচিন্তে ॥

সুগুণপুরের পশ্চিমে এক ক্রোশ অন্তরে।

কল্যাণী মা বিরাজমান গহন ভিতরে ॥

পূর্বদ্বারী মন্দিরেতে কল্যাণী বিরাজে।

চক্রমালা করে আলা মাকে ভাল সাজে ॥

মধ্য,—

শাঁখারী ব্রাহ্মণ ডাকে কোথা গো জননী।

মূল্য দিবার ভয়ে মা কি লুকাইলে তুমি ॥

দেখরা জানিতে পেরে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।

কেমনে সেজেছে শজা দেখা গো আমারে ॥

এত বলি তিনবার ক্রকার করিল।

দেহের মাঝে হস্ত তুলি শজা দেখাইল ॥

শজা দেখি দ্বিজবর একদৃষ্টে চার।

ও রূপের তুলনা কিছু বর্ণন না যায় ॥

শেষ,—

এত বলি কহে দ্বিজ মূল্য লও তুমি।

বিপ্র বলে দিক্ থাক্ মূল্য নিব আমি ॥

শাঁখারি ব্রাহ্মণ কৈঁদে পড়ে সেই তাঁই।

খেদ রইলো মাকে কিছু বলতে পেলাম নাই ॥

অনেক ক্ষণ খেদ করি দৌড়ে গেল ঘরে।

দ্বিজ জগন্মোহন বলে তাঁড়াইলে মোরে ॥

ইতি কল্যাণেশ্বরীর শজা পরিধান বর্ণনা নাম সমাপ্ত। হলধক শ্রীতিনকড়ি মণ্ডল, সাং লম্বোদর-পুর—পাঠক শ্রীনিরুজবিহারী চক্রবর্তী, সাং লম্বোদরপুর—ইতি সন ১২৯৩ সাল, তাং ৪ অগ্রহায়ণ। প্রাচীন গ্রন্থের আধুনিক প্রতিলিপি ॥ (২৩১ খ্রষ্টাব্দ)

৪৪। তুলসীচরিত্র।

রচয়িতা—ভগীরথ দ্বিজ।

পত্রসংখ্যা ৩; সম্পূর্ণ গ্রন্থ; ক্ষুদ্র সন্দর্ভ।

ধ্যায়ের প্রথমে ‘বড়ারি রাগ’, ‘শ্রীরাগ’ ইত্যাদি রাগ নির্দেশ আছে। গ্রন্থের প্রতিপাঠ বিষয়,—

বিপ্র জনের স্থানে করিঞা পরিহার।

তুলসী-চরিত্র কিছু করিএ প্রচার ॥

যেন মতে তুলসী আইল পৃথিবীতে।

তার কথা কহি কিছু শুন একচিন্তে ॥

গ্রন্থারম্ভেই আছে,—

রসিক লোকের আগে বৈসে নানা রঙ্গে।

মন দিয়া শুন কিছু তুলসী প্রসঙ্গে ॥

কংসারি পণ্ডিতের পুত্র নামে ভগীরথ।

পদ্মপুরাণে কহিয়াছেন তুলসীর মহত্ত্ব ॥

ভণিবা এইরূপ,—

দ্বিজ ভগীরথ কথা কহে পদধ্বন্দে।

রচিল পাঁচালী ছন্দ পয়ার প্রবন্ধে ॥

অন্তত্বে,—

দ্বিজ ভগীরথ কহে হরিপদযুগ নহে

বিষম রসে মন নাহি রহে ॥

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে ‘প্রহ্লাদচরিত্র’ নামক সন্দর্ভ-রচয়িতা দ্বিজ কংসারি নামক এক ব্যক্তির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগীরথের পিতা কংসারি পণ্ডিত ও দ্বিজ কংসারি অভিন্ন কি না, সম্প্রতি তাহা নির্ণয় করিবার সুযোগ দেখিতেছি না।

‘তুলসী-চরিত্র’-রচয়িতা ভগীরথ দ্বিজবিরচিত পদ্মপুরাণ গ্রন্থের পরিচয় আমরা এ পর্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে নারায়ণদেব-রচিত ‘পদ্মপুরাণ’ বাতীত অপর কোন ‘পদ্ম-পুরাণের’ সন্ধান প্রাপ্ত হই নাই। এই গ্রন্থখানির অনুসন্ধান করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

মধ্য,—

তুলসীর সেবা কৈলে হরয়ে পাতকী।

যার এক পত্র পাইলে দেবগণ সুখী ॥

তুলসী সেবিতো যেই করে আশ।

দানকর্ম পিতৃকর্ম যত কর্ম করি ।  
তুলসী বিহনে কোন কর্ম করিতে না পারি ॥  
গন্ধাক্ষেত্র গোদাবরী কাশী বারাণসী ।  
কেহ তুষ্ট নহে কিন্তু বিনা সে তুলসী ॥  
তুলসী কাষ্ঠের মালা যেবা অঙ্গে ধরে ।  
যমের যাতনা নাই তাহার শরীরে ॥ ইত্যাদি ।

শেষ,—

ভক্তি করি যেবা শুনে তুলসী পাঁচালী ।  
ধনে পুত্রে বাড়ে তার ভয় ঠাকুরালি ॥  
ব্রাহ্মণে শুনিলে তার পুত্র লাভ হয় ।  
শূদ্রে শুনিলে তার যমের নাহি ভয় ॥  
ধাক্কাক অস্ত্রের কাঙ্ক্ষ যম শস্য ডরে ॥  
ইহা জানিয়া তুলসী পূজিবে ঘরে ঘরে ॥  
গঙ্গা আর তুলসী একই সমতুল ।  
কাক জল কাক লইবেক ফল ॥  
ইহা জানিয়া যেবা পূজে নারায়ণ ।  
অন্তকালে যার সেই স্বরগ ভুবন ॥  
তুলসী পাঁচালী নর শুনে সাবধানে ।  
ইহার আলাপে পাবে বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥

৪৫। নারদ-সংবাদ ।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস ।

পত্রসংখ্যা—২৬ ; সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ ।

কাল—১২৫১ সাল, ২০শে অগ্রহায়ণ ।

আরম্ভ,—

অথ নারদ-সংবাদ আরম্ভ ॥

নম নম নম প্রভু নম নারায়ণ ।  
কীরৌদ সায়রে বটপত্রের শয়ন ॥  
নম নম সত্য যুগে মৎস্ত অবতার ।  
বেক্রপে করিলা প্রভু বেদের উদ্ধার ॥  
নর নম করপুটে কস্তুর মুরতি ।  
পৃষ্ঠ পরে বেক্রপে ধরিলা বহুবলী ॥  
নম নম বরাহ বশনে কিত্তিধারী ।

নম নম বিরাট নৃসিংহ অবতার ।  
হিরণ্যকশিপু যেহো করিলা সংহার ॥

ইত্যাদি ।

মধ্য,—

নারদ কহিল পুনঃ জুড়ি ছুই হাথ ।  
আর এক জিজ্ঞাসি কহিবে জগন্নাথ ॥  
কোন অবতার হঞা কি কর্ম করিলে ।  
কোন হেতু কোন যুগে কি দেহ ধরিলে ॥  
দশ অবতার কথা কহ বহুরায় ।  
শ্রীমুখে শুনিতে মোর বড় ইচ্ছা হয় ॥  
হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ শুনে তপোধন ।  
কহিব তোমারে সব অপূর্ব কথন ॥  
প্রথমে শুনহ আদির সৃষ্টির উৎপত্তি ।  
যাহে হইল ব্রহ্মা বিষ্ণু হর শক্তি ক্ষিত্তি ॥  
বধন আছিলাম আমি কীরৌদ সায়রে ।  
বটপত্রে সজ্জা মোর জলের উপরে ॥ ইত্যাদি ।  
এইরূপে সুখবন্ধের পর এত্রে দশাবতারের

বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে ।

ভগিতা,—

শ্রীশুকচরণ পাদপদ্ম কবি আশ ।  
পুরাণ প্রমাণ রচিলেন কৃষ্ণদাস ॥

শেষ,—

শুব করি নারদ করেন প্রশিষাত ।  
জয় জয় বহুবল জয় জগন্নাথ ॥  
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর ।  
স্বাবর জলম তুমি মর্ত্য ধরাধর ॥  
তোমাতে উৎপত্তি সব তোমাতে বিলয় ।  
আজ্ঞায় সৃজন হয় নিমিষে মিলয় ॥  
দীনহীন আমি তব কি জানি মহিমা ।  
পঞ্চমুখ চতুর্মুখ নাহি পায় সীমা ॥  
এতক বলিয়া হুনি বিদায় হইল ।  
লক্ষীনারায়ণ মোহে মলিনে রহিল ॥  
শ্রীশুক গোবিন্দ-পদ মনে করি আশ ।

ইতি নারদসংবাদ সমাপ্ত। পাঠক শ্রীলক্ষী-  
নারায়ণ রজক, সাক্ষি সিউড়ী, পরগণে খটকা।  
লিখিতঃ শ্রীমহানন্দ রায়, সাং সিউড়ী, পরগণে  
খটকা; সন ১২৫১ সাল ত্যাং ২৬ অগ্রহায়ণ তিথি  
প্রতিপদ বার মঙ্গলবার রচনা ষেড় প্রহরের সময়  
সমাপ্ত হইল। ইতি।

৪৬। নারদ-সংবাদ।

বচয়িতা—কৃষ্ণদাস।

পত্রসংখ্যা—২৫। প্রথম ও শেষ পত্র নাই;  
৪৫ সংখ্যক পুথিব অমূল্যলিপি। ২ পত্রের আরম্ভ,—

যে রূপে যে কর্ম কৈলা ভগবান ॥  
বৃন্দাবন কৃষ্ণলীলা আছেয়ে বর্ণনা।  
যে কথা শ্রবণে ঘুচে যমের যন্ত্রণা ॥  
চতুর্দশ শাস্ত্র আর আঠার পুরাণ।  
কিঞ্চিত্ত কিঞ্চিত্ত ইথে আছেয়ে প্রমাণ ॥  
সৃষ্টির সৃজন আর পালন প্রলয়।  
ব্রহ্মা বিষ্ণু হরশক্তি জন্মেব নির্ণয় ॥

মধ্য,—

এতেক বলিঞা রাজা হাতে খড়া করি।  
চলি গেলা যথা সেই ব্রাহ্মণের পুরী ॥  
রাজ্যারে দেখিঞা দ্বিজ কাপে থরে থর।  
মহাকোপে বলে রাজা শুনে রে বর্কর ॥  
মোর আজ্ঞা না মানিঞা নাহি দিল ধন।  
এখনি খড়্গোতে তোয় বধিব জীবন ॥  
এউ বলি দ্বিজ কৈল খড়্গের প্রহার।  
হুইধান করি বিপ্রে করিল সংহার ॥

শেষ,—

দশ অবতার-কথা নিজ বিবরণ।  
কহিল তোমায়ে মুনি সে সব কথন ॥  
শুনিঞা নারদ মুনি হরষিত হঞা।  
হরি হরি বলি নাচে ছবাহ তুলিঞা ॥  
প্রোষে পুলকিত ভক্ত লক্ষ লক্ষ নয়ন।

শ্রীগুরু-গোবিন্দ-পাদপদ্ম করি আশ।  
পুরাণ প্রমাণ রচিলেন কৃষ্ণদাস ॥

৪৭। বিজয় পাণ্ডব কথা।

রচয়িতা—কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

পত্রসংখ্যা—২২। প্রথম ও শেষ পত্র নাই।  
আদি, সভা, বন, বিরাট, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ—  
এই কয় পর্ক আছে। অতি প্রাচীন গ্রন্থ, আড়াই  
শত বৎসরের কম নহে। শেষ পত্র না থাকায়  
লিপিকাল জানা গেল না।

আরম্ভ,—

দিনেকে শুনিতে পারি পাঞ্চালি রচিঞা।  
এমত প্রবন্ধ কিছু আনহু করিঞা ॥  
তাহার আদেশ আমি মন্তকে ধরিয়া।  
পরমেশ্বর বিষএ কবীন্দ্র পাঞ্চালী রচিল।  
সঙ্গীতাদি ন লক্ষ সতে ত্রিংশত।  
মহামুনি ব্যাসদেব রচিল ভারত ॥  
ষষ্টি লক্ষ তিন শত সহস্র কৈল শ্লোক।  
নারদ মুনি পঠেস্ত শুনেন দেবলোক ॥  
পঞ্চদশ লক্ষ শ্লোক পিতৃলোকে শুনি।  
পিতৃলোক স্থানে পঠেস্ত জে ব্যাস মহামুনি ॥  
সপ্তদশ লক্ষ শ্লোক হরিল রাক্ষসে।  
বিভীষণ শুনে তাহা পরম হরিষে ॥  
চতুর্দশ লক্ষ গেল পাতাল ভুবন।  
বলির সভাতে পঠে মুনি সনাতন ॥  
কুবের মাগিঞা লইল শ্লোক লক্ষ তিনে।  
মৈত্রেয় পঠেন তথা বিষ্ণুরাণী শুনে ॥  
এক লক্ষ সঙ্গীত মনুষ্যে প্রতিষ্ঠিত।  
মুনি বৈশম্পায়ন কইল পৃথিবী বিজিত ॥  
জন্মেজয় রাজা সর্কশাত্রে অবতার।  
দৈবের ব্যাস মুনি আছিল সভাতে তাহার ॥  
যথারিষি পুজিঞা বলিলা নরপতি।

ভণিতা,—

(১) বিজয় পাণ্ডব নাম পুণ্যকথা অল্পশ্লোক

অমৃত বর্ষে নিতি নিতি ।

লঙ্করের আদেশ মাথে কবীন্দ্র করি বোড়হাতে

সভাপর্ক বিরচিল ইতি ॥

(২) বিজয় পাণ্ডব-কথা আনন্দ-লহরী ।

শুনিলে অধর্ম খণ্ডে পরলোক তরি ॥

বনপর্ক কথা এই সমাধান ।

বৈশম্পায়ন কহে জনমেজয় স্থান ॥

মধ্য,—

মৃত্তিকা শঙ্কর গড়ি পূজে মহেশ্বর ।

এক পুষ্পমালা দিল শিবের উপর ॥

সেই পুষ্পমালা দেখি কিরাতে মাথে ।

সঙ্গম হইয়া বীর রহে আচম্বিতে ॥

এত অপরাধ কৈল পত্নীর চরণে ।

কমা কর বারেক লই গো (৭) শরণে ॥

এত বলি অর্জুন বীর স্তব স্তুতি কৈল ।

সেবকবৎসল দেব হাসিতে লাগিল ॥

তুষ্ট হইয়া ললাটে আনল দেখাইল ।

তাহা দেখি অর্জুন বীর স্তব স্তুতি কৈল ॥

পাণ্ডবপত্নী অস্ত্র শিব ধনজ্ঞ এ দিল ।

যেই অস্ত্রে সকল ভুবন সাংহারিল ॥

মন্ত্র দিএল অন্তর্ধান হইল মহেশ্বর ।

অর্জুনের মনে হইল হর্ষ বিস্তর ॥

সাক্ষাতে দেখিলু পরশিলু মহেশ্বর ।

ধন্য জীবন মোর ধন্য কলেবর ॥ ইত্যাদি ।

শেষ পত্র,—

আগন প্রেতিজ্ঞা ভীম করিলেক মনে ।

খড়্গাভাথে করিএল ধাইল ততক্ষণে ॥

এই হুংসানের করহ রক্ষণ ।

কে আছ করহ আসি এহার পরিত্রাণ ॥

রজস্বলা দ্রৌপদী আনিলে চলে ধরি ।

এত বলি ভীমসেন বিক্রম অপার ।

খড়্গা লইএল হৃদয় যে করিলা বিদার ॥

বিজয় পণ্ডিত-বিরচিত মহাভারতের সহিত

অনেক স্থলে কবীন্দ্র-রচিত ‘বিজয় পাণ্ডবকথা’

গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে মিল রহিয়াছে। এই গ্রন্থ

সম্বন্ধে পৃথক প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইবে ।

৪৮। নারদ-সংবাদ ।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস ।

পত্রসংখ্যা—২০। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। ৪৫ ও ৪৬

সংখ্যক পুথির অনুলিপি। লিপিকাল ১২৭৭

সাল। কাক্তন।

৪৯। বৈষ্ণব-বন্দনা ।

রচয়িতা—দৈবকীনন্দন ।

পত্রসংখ্যা—৭। সম্পূর্ণ গন্থ। লিপিকাল

উল্লেখ নাই ।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ-কৃপাময়ী ।

সর্বোৎকৃষ্টবতী সর্বভক্তজনপ্রিয়ী ॥ ইতি ।

ধন গোরাচান্দ মোর প্রাণ গোরাচান্দ ।

শচীর দুলাল গোরা অখিলের প্রাণ ॥

মিনতি করিএল তুণ ধরিএল দশনে ।

নিবেদন করে। গুরু বৈষ্ণব-চরণে ॥

মধ্য,—

প্রেমের আলয় বন্দো সেন শিবানন্দ ।

জাতি প্রাণধন যার গৌরগদঘন ॥

বন্দিব মুকুন্দদত্ত ভাব স্তম্ভচিত ।

ময়ূরের পাখা দেখি হইল মুচ্ছিত ॥

প্রেমের আলয় বন্দো নরহরি দাস ।

নিরন্তর যার চিন্তে গোরাচ বিলাস ॥

শেষ,—

স্বরূপ লইল গুরু বৈষ্ণব-চরণে ।

বৈষ্ণব-বন্দনা পড়ে শুনে যেই জন ।  
অন্তরে মলিন ঘুচে শুদ্ধ হয় মন ॥  
প্রভাতে উঠিঞা পড়ে বৈষ্ণব বন্দনা ।  
কোন কালে নাছি পায় কোনই যন্ত্রণা ॥  
দেবের হৃদে প্রেম ভক্তি সেই লভে ।  
দৈবকীনন্দন কহে সেই সব লোভে ॥

ইতি বৈষ্ণববন্দনা সম্পূর্ণ ॥

৫০। রামায়ণ আদি কাণ্ড ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস ।

পত্রসংখ্যা—২২ । শেষ পত্র নাই । লিপিকাল  
উল্লেখ নাই ।

আরম্ভ,—

১/৭ শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ ॥  
গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী সভার উপর ।  
জানকী সঙ্ঘাতে বসিলেন গদাধর ॥  
মূর্ত্তিমান তপোবন তরু যে প্রকাশ ।  
তাহাবে বেড়িয়া আছে সুবর্ণ আওয়াস ॥  
সুবর্ণ আওয়াস সুবর্ণ সিংহাসন ।  
তাহার বীরাসনে বসিলা নারায়ণ ॥  
পারিজাত পুষ্প তাথে অতি মনোহর নাম ।  
তার মধ্যে বীরাসনে বসিলা শ্রীরাম ॥

মধ্য,—

সম্প্রতি জটায়ু দোহে গরুড়-নন্দন ।  
বাহার বিক্রমে কাঁপে চৌদ ভুবন ॥  
সম্প্রতি পুত্র হইল সুপরস ।  
জটায়ুর পুত্র হইল গিধিনী সারস ॥  
সকল পক্ষের রাজা হইল বিহঙ্গম ।  
চরিতে জায় পক্ষ হাবর জঙ্গম ॥

শেষ,—

পুত্র প্রসবিলা কন্তা কাঁপে বহুমতী ।  
পুত্র প্রসবিলা বারি হইল পিরীতি ॥  
আখড়াশালে জেআ গাঁএ মাথে রেণু ।  
পত্রের সংখ্যা পেন্দা নাম খইল রেণু ॥

বশিষ্ঠ মূনির সনে রাজা করিআ যুক্তি ।  
মুনি বলেন তোমার পুত্র হইল চক্রবর্তী ॥

৫১। কালিকা-মঙ্গল ।

রচয়িতা—ভারতচন্দ্র ।

পত্রসংখ্যা—৭ ; খণ্ডিত ।

আরম্ভ,—

১/৭ শ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

শ্রীকালিকামঙ্গল লিখাতে ।

আমার প্রাণ কেমন করে না দেখি তাহারে ॥ ক্র ॥

ভাটমুখে শুনিল বিজ্ঞার সমাচার ।  
উখলিল হৃদয়ের সুখ-পারাবার ॥  
বিজ্ঞার আকার ধ্যান বিজ্ঞা নাম জপ ।  
বিজ্ঞালাভ বিজ্ঞালাভ বিজ্ঞানাম তপ ॥  
হায় বিজ্ঞা কোথা বিজ্ঞা কবে বিজ্ঞা পাব  
বিজ্ঞার প্রভাবে কবে বর্জমান যাব ॥

ভণিতা,—

হৃদয়ে দেখিঞা পড়ে ঘোমটা খসিঞা ।  
ভারত কহিছে সাক্ষি পর লো আটিআ ॥

মধ্য,—

মেলানি বলিছে আমি ছুথিনী মেলানি ।  
বাড়ী মোর ঘোটাবেড়া থাকি একাকিনী ॥  
নিয়মিত ফুল রাজার বাড়ীতে যোগাই ।  
ভালবাসে রাজরাণী সলা আমি যাই ॥  
কান্দাল দেখিঞা যদি ঘৃণা নাহি হয় ।  
তবে আসি কর বাসা আমার আলয় ॥

শেষ,—

লক্ষ্মী সরস্বতী যদি এক ঠাঞী হয় ।  
দেবরাজ দেখে যদি নাগরাজ কর ॥  
কিঞ্চিৎ কহিতে তবু পারে বা না পারে ।  
বে কিছু কিঞ্চিৎ কহি বুঝি অনুসারে ॥  
বিনোদিয়া বিনোদিনী বেণীর শোভায় ।  
সাপিনী পাপিনী তাপে বিবরে লুকায় ॥



৫২। চৈতন্য-ভাগবত—আদি খণ্ড।

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস।

পত্রসংখ্যা—২৬। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

১৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ।

আজ্ঞামূলধিতকুঞ্জো কনকাবনাতো

সকীভনৈকপিতরো কমলায়তাক্ষো ॥ ইত্যাদি।

তবে বন্দো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহেশ্বর।

নবদ্বীপে অবতার নাম বিশ্বস্তর ॥

আমার ভক্তের পূজা আশা হৈতে বড়।

সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈল দড় ॥

ইত্যাদি।

ভণিতা,—

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দচন্দ্র প্রভু জ্ঞান।

বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

মধ্য,—

সর্ব শুভকরণ নাম করণ সময়ে।

গীতা ভাগবত বেদ ব্রাহ্মণে পড়এ ॥

দেবগণে নরগণে করয়ে মঙ্গল।

হরিধ্বনি শজা ঘণ্টা বাজয়ে সকল ॥

শেষ পত্র,—

নদীয়ার সঙ্গতি বা কে বলিতে পারে।

অসংখ্য লোক এক ঘাটে মান করে ॥

কতক বা শাস্ত দান্ত গৃহস্থ সন্ন্যাসী।

না জানি কতক শিশু মিলে তথা আসি ॥

শ্রীগুরুচরণ-পদ্ম

কেবল তকতি-সদ্য

বন্দো যুক্তি সাবধান মনে।

যাহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়ে বাই

কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় বাহা মনে ॥

গুরুমুখপদ্ম-বাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য

আর না করিব মনে আশা।

শ্রীগুরুচরণে রতি সেই সে উত্তমা গতি

যে প্রসাদে পূরে সর্ব আশা ॥

মধ্য,—

ব্রজপুর-বনিতার

চরণ আশ্রয় সার

কর মন একান্ত করিয়া।

অন্ত বোল গগুগোল নহে যেন উতরোল

রাখ প্রেম হৃদয়ে ভরিয়া ॥

পাপ পুণ্যময় দেহ

সকল অনিত্য এহ

ধন জন সব মিছা ধক।

মরিলে যাইবে কোথা নাথে না পাইবে বুঝা

তবু কর নিত্য কার্য মন্দ ॥

শেষ,—

শ্রীগোরাঙ্গ মোরে যে বলাইলেন বাণী।

তাই কহি ভাল মন্দ কিছুই না জানি ॥

শ্রীলোকনাথ প্রভু-পদ হৃদে করি আশ।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস ॥

ইতি প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা গ্রন্থ সমাপ্ত। লিখিতঃ

শ্রীমোহনন্দ রায়, পাঠক শ্রীলক্ষ্মীকান্ত রঙ্গক ইতি

সন ১২৫১ তাং ১৭ ভাদ্র শুক্রবার তৃতীয়া রাত্রি

এক প্রহরের সময় সমাপ্ত।

৫৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস।

পত্রসংখ্যা—৮। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল

১২৫১ সাল।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচৈতন্যপ্রায় নমঃ

অজ্ঞানভিমিরাক্ত ইত্যাদি ॥

৫৪। অজ্ঞাতনামা গ্রন্থ।

রচয়িতা—অজ্ঞাত।

পত্রসংখ্যা—৫৫ শব্দের পর খণ্ডিত। এই গ্রন্থে

বৈষ্ণবের বাহ্যাত্মা বর্ণিত হইয়াছে। সংস্কৃত শ্লোক

প্রচুর পরিমাণে উদ্ধৃত করিয়া তাহার পরামর্শ

বাহ্য প্রদত্ত হইয়াছে।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীচরণ ভরসা ॥  
 আনন্দে বোলহ কৃষ্ণ ভজহ বৃন্দাবন ।  
 বৈষ্ণব গোসাঞীর পায় মহাইঞা মন ॥  
 বৈষ্ণব ঠাকুর বড় করুণার সিদ্ধ ।  
 ইহলোক পরলোক দুই লোকের বন্ধ ॥  
 বৈষ্ণবের গুণ শুনি অপার মহিমা ।  
 আপনে না পারে প্রভু দিতে বার সীমা ॥  
 বৈষ্ণব দেবতা মোর বৈষ্ণব ধ্যান ।  
 বৈষ্ণব ঠাকুর মোর বৈষ্ণব মোর জ্ঞান ॥  
 বৈষ্ণবের পদধূলি লাগুক মোর গায় ।  
 সবংশে বিকাইলু বৈষ্ণবের পায় ॥ ইত্যাদি ।

মধ্য,—

ভজনের গুণে হয় কৃষ্ণের আত্মনি ।  
 ইহা যে নিন্দয়ে জন্মে চণ্ডালের যোনি ॥  
 অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হয় চণ্ডাল সমানে ।  
 ইহার প্রমাণ দেখে নারদ প্রমাণে ॥  
 পদ্মপুরাণে দেখে আর ভাগবতে ।  
 অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ নাহিক পরশিতে ॥  
 নিগম আগম আর শাস্ত্র পুরাণে ।  
 অবৈষ্ণব হইলে হয় চণ্ডাল সমানে ॥  
 মুনি হয় চণ্ডাল নারদেতে লেখে ।  
 বিস্মৃতকৃত চণ্ডাল দ্বিজের অধিকে ॥

শেষ পত্র,—

এক বৈষ্ণবের যদি তুষ্ট করে মন ।  
 প্রভু কহে আমি হেন হয় কোটি গুণ ॥  
 যত তুষ্ট নহি আমি শালগ্রাম সেবার ।  
 বড় তুষ্ট হই আমি বৈষ্ণব-সেবার ॥

৫৫ । দ্রোগপর্ব ।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস ।

৩ পত্রের পর লিপিকর আর অঙ্গের হয় নাই ।

আরম্ভ,—

অথ দ্রোগপর্ব লিখাতে ।  
 মুনি বলে শুন শুন পরীক্ষিতেরি তনয় ।  
 সমরে পড়িলা যদি ভীষ্ম মহাশয় ॥  
 দশ দিন যুদ্ধ করি অতি ঘোর রণে ।  
 আপন ইচ্ছায়ে তেজিল পরাণে ॥  
 ভীষ্ম যদি পড়িলা আকুল হৃষীকেশন ।  
 হাহাকার করি সভে করএ রোদন ॥  
 ইত্যাদি ।

শেষ,—

মহাভারতের কথা অতি অল্পপাম ।  
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

৫৬ । গোবিন্দ-মঙ্গল ।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস ।

৩য় পত্রের পর খণ্ডিত । গ্রন্থখানিতে প্রহ্লাদ-  
 চরিত্র বর্ণিত আছে ।

আরম্ভ,—

১৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥  
 প্রথমে বন্দিব শ্রীশ্রীর চরণ ।  
 অজ্ঞান-তিমির নাশ কৈল জেবা জন ॥  
 জীব জেনে শুনে কৃষ্ণ না করে ভাবনা ।  
 পুনঃ পুনঃ হয় জীবের গর্ভের বন্ধনা ॥  
 একবার জনমিয়া আরবার মরি ।  
 তথাপিহ কৃষ্ণ নাম ভজন না করি ॥  
 হইয়া মাঘের গর্ভে পায় দারুণ ব্যথা ।  
 তখন মনে পড়ে জীবের সপ্ত জন্মের কথা ॥

মধ্য,—

কেহ যুঠ্ কী মায়ে কেহ দেহ ধর ।  
 সভামধ্যে প্রহ্লাদ হইল যেন চোর ॥  
 সকল কাড়িয়া নিল পরাইল কোপীন ।  
 ঘর ছাড়ি গৃহী যেন হইল উলাসীন ॥  
 অভয়ণ কাড়ি নিল দুয়ে গেল বেশ ।  
 গার কাড়ি প্রহ্লাদের পোড়ে মধ্যদেশ ॥

রাধা কৃষ্ণ নাম শিশু অন্তরে ধোয়।

গোবিন্দমঙ্গল গীত কৃষ্ণদাসে গায় ॥

শেষ পত্র,—

মনমধ্যে প্রহ্লাদের নাহি কৃষ্ণ বই।

যে বিজ্ঞ পড়্যাছি আমি শুন তাহা কই ॥

কি করিব পড়া শুনে কি করিব আনে।

হরি বই প্রহ্লাদের নাহি অত্ত মনে ॥

৫৭। গোবিন্দ-মঙ্গল।

রচয়িতা—কবিচন্দ্র দ্বিজ।

খণ্ডিত—প্রথম ও শেষ পত্র নাই। দাতাকর্ণ

ও বৃষকেতু উপাখ্যান।

মধ্য,—

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এক কোথা হইতে আইল।

তোমার বাপাকে সত্য করাইল ॥

করাতে চিরিয়া পুত্র করহ ছেদন।

উন্নর পুরাণা নাস করহ ভক্ষণ ॥

বৃষকেতু বলে মাগো নিবেদি চরণে।

ইহার লাগিয়া মা গো কান্দ কি কারণে ॥

পিতা মাতা দুই জনে বাক্য শুনিয়া।

ব্রাহ্মণে সম্ভট কর আমারে কাটিয়া ॥

এত দিনে হইল মোর সার্থক জীবন।

ব্রাহ্মণ আমার মাস করিবে ভোজন ॥

ব্যাহিতে মরণ হৈলে কুমি ভয় হয়।

গোবিন্দমঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্রে কয় ॥

৫৮। কলক ভঞ্জন।

রচয়িতা—কবিচন্দ্র দ্বিজ।

খণ্ডিত। প্রথম দুই ও শেষ পত্র নাই।

মধ্য,—

যশোমতী বলে বাপু কহ কিবা চাই।

কি ঔষধি দিলে মোর ঝাচিবে কানাই ॥

বৈষ্ণব বলে এই ঝাচি বড় করি বাসি।

অবিলম্বে আমি এক নুতন কলসি ॥

যশোমতী কলসী বৈষ্ণবে আনি দিল।

তাহাতে সহস্র রত্ন কলসীতে কৈল ॥

বৈষ্ণব বলে যশোমতী মোর বাক্য শুন।

একজন পতিব্রতা ডাক দিয়া আন ॥

যশোদা ডাকেন তবে করি ষাওয়া ধাই।

পাত্র পড়ি জল আন বাঁচুক কানাই ॥ ইত্যাদি।

ভগিতা,—

( ১ ) দ্বিজ কবিচন্দ্রে কন ব্যাসের আদেশে।

স্বপ্নে যারে কৈলা কৃপা ব্রাহ্মণের বেশে ॥

( ২ ) যশোদা দিলেন কৃষ্ণ রাধিকার কোলে।

কোলে বসিলেন কৃষ্ণ কবিচন্দ্র বলে ॥

৫৯। আশ্চর্য্য পর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

প্রথম চারি পত্র নাই এবং ৯ম পত্রের পর খণ্ডিত।

মধ্য,—

হেন কালে তথা ভোজের ছুহিতা

পাই সব সমাচার।

তেজিয়া নন্দির হইল বাহির

তেজি পুত্র পরিবার ॥

তপস্বিনী বেশে আসি অন্ধ পাশে

প্রণমিয়া কহে বাণী।

শুন কুরুপতি তোহর সঙ্গতি

কাননে জাইব আমি ॥

সঙ্গে লহ মোরে যাবে ষথাকারে

আমি তব অনুগত জন।

তোমার প্রসাদে তরিব আপদে

করিব শ্রীকৃষ্ণ ভজন ॥

শুনিয়া রাজন আশ্বাসি বচন

কুন্তীরে দিলেন তবে।

শুনি ভোজহুতা হইলা হর্ষবুতা

গাছারি ছই অন্তরে ॥

ভারত কোমল

শ্রবণ মজল

(২) অতিকায় লক্ষণে হইল সম্ভাব।

সাধুজন পরকাশ।

লঙ্কাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কুন্তিবাস।

কৃষ্ণপাদাম্বুজ

কৃষ্ণপাদাম্বুজ

শেষ পত্র,—

বন্দি কহে কাশীদাস ॥

হুম্মান উপরে রাম আরোহণ হঞা।

অন্ত্র ভণিতা—

আসি রণস্থলে রাম উত্তরিলাসিঞা ॥

(১) ভারত আশ্চর্য্য পূর্ব্ব অপূর্ব্ব কথন।

লক্ষণ বলেন আইস বাছা রাবণ-নন্দন।

পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস বিবচন ॥

তোমা দেখি আইলা রাম পতিতপাবন ॥

(২) শ্রবণে পরমস্থত পাপের বিনাশ।

রাম দেখিঞা অতিকায় জয় জয় বোলে।

আশ্চর্য্য পূর্ব্বের কথা কহে কাশীদাস ॥

আসিঞা পড়িল বীর রামের পদতলে ॥

দয়ার ঠাকুর রাম ভক্ত নিছেন কোলে।

অতিকাকে কোলে করি রাম মধুর বাক্য বলে ॥

তুমি আমার ইহা জানে সর্ব্বজনে।

তোমাৰি কারণে আমার লঙ্কা আগমনে ॥

৬০। লঙ্কাকাণ্ড—অতিকায় যুদ্ধ।

বচয়িতা—কুন্তিবাস

সপ্তম পত্রের পর ঋজিত। প্রাচীন লিপি।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীগণেশায় নমঃ।

সরস্বতী মাতায় নমঃ। অতিকায় যুদ্ধ লিখাতে ॥

শ্রীশ্রীরাম লক্ষণপূর্ব্বজং ইত্যাদি।

ভগ্নপাইক আসিয়া কহে রাবণ সাক্ষাতে।

যুবিল রাক্ষস সব রামের সাক্ষাতে ॥

এত শুনি লক্ষ্মণের মনে ভাবে ব্যথা।

ডাক দিঞা বলে অতিকায় বীর কোথা ॥

বাপ কাতর হইলে পুত্রের বড় দুখ।

\* \* \* করে রাবণ সম্মুখ ॥

বিস্তর তপ কৈলে বাপ অমর হবার তরে।

তোমাকে ছাড়িঞা থুড়া অমর হইলা ব্রহ্মার

বরে ॥

অমর হইল থুড়া আপনায় শুণে।

ব্রহ্মার বরে থুড়া সকল শাস্ত্র জানে ॥

ধর্ম্মে ধার্ম্মিক থুড়া বিচারে পণ্ডিত।

ধর্ম্মজ্ঞান তোমাকে বুঝাইল রাজনীত ॥

ভণিতা :—

(১) কুন্তিবাস পণ্ডিত জন্মিলা শুভকর্ণে।

৬১। স্বর্গারোহণ কথা।

বচয়িতা—(অনুলিখিত)

প্রথম ছই পত্র নাট। পত্রসংখ্যা—১১। লিপি-

কাল ১১২০ সাল।

তৃতীয় পত্রের আরম্ভ,—

মুনিগণে বিদায় দেন হরি।

মুসল লইঞা প্রভাসেতে যাত্রা করি ॥

ঘসিঞা পাবাণে কয় করিল মুসলে।

অন্নমাত্র বলি ফেলাইঞা দিল জলে ॥

রাখব বোয়ালি তাহা করিল গয়াস।

ব্রহ্মশাপ হইতে তাহা না হইল বিনাশ ॥

পড়িল বোয়ালি বন্দী ধীরের জালে।

কিনিয়া লইল তাহা বেয়াধের ছেলে ॥

মধ্য,—

রাক্ষসীর মূর্ত্তি দেখি দ্রৌপদী কম্পিত।

বৃক্ক লঞা ভীমসেন খাইল তুরিত ॥

গাছ ফেলি মারিলেন রাক্ষসীর দাতে।

দোহাতিয়া বাড়ী মায়ে রাক্ষসীর মাথে ॥

পড়িল রাক্ষসী বৃক্কের প্রহায়ে।

সে পৰ্কত ছাড়ি যান কালকেতু গিরি ।

কালকেতুগণ যথা দেবের বউরি ॥

অৰ্জুন মারিল কত কালকেতুগণ ।

দেবের অবধ্য তারা মহা যোদ্ধাগণ ॥

কালগিরি ছাড়ি গেলা গিরি ভদ্রেখর ।

হাহা হহ দৈতা আছে তাহার উপর ॥

শেষ,—

প্রভু বলেন নরপতি না করিহ শোক ।

বন্ধু বান্ধবের দেখসিঞা মুগ ॥

বচন বলিতে মাত্র হইল প্রকাশ ।

বন্ধুগণ মহারাজা দেখে নিজ পাশ ॥

ভীমার্জুন দেখিলেন নকুল সহদেব ।

দ্রৌপদী সতী মহাপথে অক্সসেব (৭) ॥

ভীম পিতামহ দেখি বড় পাইল লাজ ।

চরণ ধরিঞা নম্র হইলা মহারাজ ॥

কুরুক্ষেত্রে মৈল যত করি রণ ।

সবারে দেখিল রাজা বিষ্ণুর সদন ॥

একে একে সম্ভাষা করে দিঞা আলিঙ্গন ।

পুনঃ প্রশমিলা প্রভুর চরণ ॥

ধর্মের নন্দন ধর্ম্যে হইলা লিপ্ত ।

স্বর্গারোহণ-কথা এই হইল সমাপ্ত ॥

যথাদিষ্টং তথা লিখিতং । ত্রিকো নান্তি দোষকঃ ।

ভীমস্তাপি রণে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ । লিখিতং

শ্রীআসানন্দ দাস । সাঃ লবোদর পুর । ইতি সন

১১১০ সাল তারিখ ১৪ ভাদ্র বার বৃহস্পতি ।

৬২। দুর্গাপঞ্চরাত্র ।

রচয়িতা—জগদ্রাম ও তৎসুত রামপ্রসাদ ।

পত্রসংখ্যা—১১৪ ; সম্পূর্ণ ও সম্পষ্ট গ্রন্থ ।

লিপিকাল—১২৪২ সাল ।

গ্রন্থখানি বটী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী

এই পাঁচ পালার বিভক্ত । ইহার মধ্যে প্রথম

তাহার পুত্র রামপ্রসাদের রচনা । জগদ্রাম রায়

অষ্টকাণ্ডীয় রামায়ণের রচয়িতা ।

আরম্ভ,—

১৭ শ্রীশ্রীকাশীধর গোস্বামী প্রভুজীউকি জয় ।

সর্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে শিব ইত্যাদি ।

কর্যো দুর্গা পঞ্চরাত্র অতিশয় সুপবিত্র

পঞ্চ দিন গান রাত্র দিনে ।

বেব বরণের দিনে পূর্কাহে শুভ লক্ষণে

আরম্ভ করিব এ বিধানে ॥

ঘট করি সংস্থাপন গণেশ আদি আবাহন

ইন্দ্র আদি দশ দিকপালে ।

ভাস্করাদি গ্রহগণে ক্রমে পূজে জনে জনে

সকল রচনা সেই কালে ॥ ইত্যাদি ।

\* \* \* \* \*

গণেশ বন্দনা আগে তার পর অমৃতরাগে

বন্দনা গাইবে শ্রীহর্যায় ।

এই গান পঞ্চ দিনে ক্রমে গাবে সাবধানে

যত দিন বটে যে প্রকার ॥

ষষ্ঠীকর ষষ্ঠ দিনে প্রথম দিবস গানে

সপ্তমী বিধান দ্বিতীয়াতে ।

অষ্টমী তৃতীয় দিবা তার গান সীমা যেবা

গাইবে পরম আমোদেতে ॥

নবমী চতুর্থ দিনে দিবানিশি জাগরণে

বিজয়া দশমী পঞ্চ রাত্রে ।

পঞ্চ দিনে সাত গান তেই হল অভিধান

দুর্গা পঞ্চরাত্রি সুপবিত্র ॥

তগিতা,—

(১) ভাবি দুর্কাদল ভ্রাম রচে বিজ জগদ্রাম

অমৃতপাশ দুর্গা-পঞ্চরাত্রি ।

প্রাণ পরিত্যাগ কালে জিহবা যেন রাম বলে

এই বর দেব মোর প্রীতি ॥

(২) বিজ জগদ্রাম পায় ভাবিয়ে কবানী ।

(৩) জগদ্রামমুত রামপ্রসাদেতে গায়।  
মোর মনোরথ পূর্ণ কর তারা নায় ॥  
সুচারু চরণে তোর লএছি শরণ ॥  
বালক বেদনা মাতা করহ হরণ ॥

শেষ,—

গুণধাম জগদ্রাম দ্বিজ পিতাপদে।  
অসংখ্য অসংখ্য নতি করিএ আমোদে ॥  
যাহার আঞ্জাতে হল কাব্যের উদয়।  
যার অনুগৃহে মোর শ্রীরাম সদয়।

\* \* \* \* \*

দ্বাবিংশতি বরষ মোর বয়ঃক্রম যবে।  
এ কাব্য রচিল পিতা-আদেশেতে তবে ॥  
শিশুমতি মূর্খ অতি কাব্য-বসহীন ॥  
স্বগুণে গ্রহণ কর পণ্ডিত প্রবীণ ॥  
ভুজয়ঙ্গু রস চন্দ্র শক পরিমাণে।  
মাধব মাসেতে গুরু পক্ষ শুভ দিনে ॥  
সুরস দিবস প্রতিপদ গুরুবারে।  
কার্তিক তারকাঙ্কা সোভাগ্য সুন্দরে ॥  
কাব্য দুর্গা পঞ্চরাত্র কাব্য সাজ হৈল।  
সভাজনে শাস্ত মনে হবি হরি বল ॥

\* \* \* \* \*

জগদ্রামমুত রামপ্রসাদেতে গায়।  
সীতারাম পদে ভক্তি দেহ তারা মায় ॥  
৭৯৩৩১২৮৫১২৪১১৥ ইতি সমাপ্ত ত্রীতর্গাপঞ্চ-  
রাত্র ॥ দুর্গাপঞ্চরাত্র সমাপ্ত ॥ সন ১২৫১ সাল।  
পাঠক শ্রীসতিকান্ত মজকুর্নী ॥

দেবী প্রসাদেতে লিখি করিএ যতন ॥  
লিখনের দোষ যদি থাকে কিছু ইথে।  
স্বগুণেতে ক্ষমা করি প্রীতি হবে যাথে ॥  
মনের চঞ্চল গতি যদি দোষ রয়।  
তখাচ সন্তোষ সব হবে মহাশয় ॥

৬৩। দণ্ডীপর্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

৩৬ পত্রের পর খণ্ডিত। সুস্পষ্ট লিপি।

আরম্ভ,—

১৭ ত্রীশীহরি। অথ দণ্ডীপর্ব লিখিতে।  
রাম রাম বল ভাই গোবিন্দ বল মুখে।  
তরিবে শমনদায় বৈকুণ্ঠ যাবে মুখে ॥  
এ হেন জনম পেঞা হেলে হারাইলে।  
মমুষ্য দুর্লভ জন্ম পেঞা হেলে হারাইলে ॥  
মায়ামদে মত্ত হঞা কৃষ্ণ পানরিলে।  
কৃষ্ণপদ না সেবিয়া সব মজাইলে ॥  
মমুষ্য দুর্লভ জন্ম বহুভাগ্যে পাই।  
ভজহ ত্রীশুর কৃষ্ণ বৈষ্ণব গোসাঞী ॥  
একাদশ ভারতের অমৃত ভাবিত।  
শুকদেব বলে রাজা শুনে পরীক্ষিত ॥  
দণ্ডী নৃপতির কথা সংক্ষেপে শুনিল।  
বিস্তারিঞা শুনাবারে বড় ইচ্ছা হইল ॥  
কোন দেশে দর করে দণ্ডী নৃপমণি।  
বিস্তারিঞা সেই কথা কহ দেখি শুনিল ॥

ভণিতা,—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।  
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

মধ্য,—

কৃষ্ণ বলে অভিমত কহ কিবা কথা।  
এমন সময়ে কেন আদিয়াছ হেথা ॥  
আমার পরম শত্রু দণ্ডী নরপতি।  
তাহাকে রাখিয়া ভীম গর্ষ করে অতি ॥  
বড়ই অধিক প্রিয় দণ্ডী আমা হৈতে।  
তিলমাত্র আমাকে সংশয় নাহি চিতে ॥  
এতেক প্রমাদ হৈল দণ্ডীর কারণ।  
দণ্ডী হৈতে আমার সহিত হবে রণ ॥  
এতেক ভীমের গর্ষ হৈল কি দেখিয়া।  
মোর সঙ্গে যুদ্ধ করে দণ্ডীকে রাখিয়া ॥

ভাঙ্গিব ভীমের গর্জ করিয়াছি মনে ।  
 মোর শত্রু দণ্ডী রাজা রাখে কোন জ্ঞানে ॥  
 দণ্ডীকে মারিয়া আমি নিব তুরঙ্গণী ।  
 কি করিতে পারে ভীম দেখিব এখনি ॥  
 যদি ভীমসেন চাহে ভাল আপনার ।  
 দণ্ডী সহ তুরঙ্গিণী আশুক আমার ॥  
 কৃষ্ণের বচন শুনি অর্জুন কুমার ।  
 বিনয়পূর্ব্বকে বলে কথা আপনার ॥

শেষ,—

পাণ্ডবের বন্ধু কৃষ্ণ জানে জগজ্জনে ।  
 তবে কেন এ ক্রোধ কর নারায়ণে ॥  
 তোমা বিনা পাণ্ডবের আর কেবা আছে ।  
 বল কৃষ্ণ পাণ্ডব সব যায় কার কাছে ॥  
 জৌ গেছে রক্ষা কৈলে পাণ্ডবের ভয় ।  
 হিড়িম্বের হাতে রক্ষা কৈলে দয়াময় ॥  
 বক-ভয়ে পাণ্ডবেরে রাখিলে আপনি ।  
 গন্ধর্ষের হাতে রক্ষা কৈলে চক্রপাণি ॥  
 পাঞ্চালে পাঞ্চালী পাইল তব কৃপাবশে ।  
 লক্ষ নৃপ জিনিলাম পঞ্চালের দেশে ॥  
 পাঞ্চাল নগরে পাঞ্চালীর স্বয়ম্বরে ।  
 অবহেলে জিনিলাম লক্ষ নৃপতিরে ॥

৬৪। অন্নপূর্ণামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর

বা কালিকামঙ্গল ।

রচয়িতা—ভারতচন্দ্র ।

পত্রসংখ্যা—৬৭। সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ ।

লিপিকাল ১২৩৯-৪০ সাল ।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীচূর্ণা । সন ১২৩৯ ॥ শ্রীশ্রী ৬ অন্নপূর্ণা-  
 মঙ্গল । অথ বিদ্যাসুন্দর লিখ্যতে ॥

ভাট হুখে শুনিয়া বিদ্যার সমাচার ।

উখলিল সুন্দরের সুখ-পারাবার ॥ ইত্যাদি ।

মধ্য,—

যত সখীগণ বিরস বদন  
 রাণীর কাছেতে যায় ।  
 করি ষোড় পাণি নিবেদয়ে বাণী  
 প্রণাম করিয়া পায় ॥ ইত্যাদি ।

শেষ,—

বিদ্যারে সুন্দর লয়া কালিকা কৌতুক হয়  
 কৈলাসশিখরে উত্তরিল।

কালিকামঙ্গল সাথ ভারত ব্রাহ্মণ গায়  
 রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কহাইলা ॥

ইতি বিদ্যাসুন্দরের কথা সমাপ্ত ॥ যথা দিষ্টঃ  
 তথা লিখিতঃ । লিখকো দোষ নাস্তি ॥ ভীম-  
 স্যাপি ইত্যাদি ।

ইতি সন ১২৪০ সাল তাং ১৪ বৈশাখ  
 ব্রহ্মস্পতিবাব এই পুস্তক শ্রীমধুসূদন দাস সা-  
 গোপীনাথপুর । পাতা তালিকা ৬৭ সাতমটি ।

৬৫। দ্রোণপর্ব্ব ।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস ।

পত্রসংখ্যা—৭৫। সম্পূর্ণ গ্রন্থ । লিপিকাল  
 ১২৬৮ সাল ।

আরম্ভ,—

১৭ শ্রীচবি । অথ দ্রোণপর্ব্ব লিখ্যতে ॥

মুনি বলে শুনি পরীক্ষিতের তনয় ।

সমরে পড়িল যদি ভীষ্ম মহাশয় ॥

দশ দিন যুদ্ধ করি অতি ঘোর রণে ।

আপন ইচ্ছায় তিহ তেজিল জীবনে ॥

ভগিতা,—

দ্রোণপর্ব্ব সুধারস অপূর্ব্ব আখ্যান ।

কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

শেষ,—

এত শুনি আনন্দিত কোরব কুমার ।

যুদ্ধ নিবারণা গেল স্থান আপনার ॥

পাণ্ডবের দলে হৈল আনন্দ অপার ।

সবে বলে কুরু আজি হইল সংহার ॥

বাঘের যতেক শব্দ না যায় লিখন ।

আনন্দেতে নৃত্য করে নটনটীগণ ॥

রত্ন-সিংহাসনে বৈসে ধর্মের নন্দন ।

ব্রাহ্মগণ সহ আইল আনন্দিত মন ॥

বৈশম্পায়ন বলে জনমেজয় শুনে ।

এত দূরে দ্রোণ পর্ব হৈল সমাধানে ॥

কাশীরাম দাস কহে শুনে যেই জন ।

অন্তকালে হয় তার বৈকুণ্ঠগমন ॥

গোবিন্দের লীলা-রস কে বর্ণিতে পারে ।

কাশীরাম দাস কহে রচিঞা পরারে ॥

ইতি দোণপর্ব সমাপ্ত ॥ যথা দিষ্টং ইত্যাদি

সন ১২৬৮ সন তা: ৩০ অগ্রহায়ণ সমাপ্ত হইল ॥

৬৬। পদাবলী ।

রচয়িতা—চণ্ডীদাস ।

পত্রসংখ্যা—২৬। খণ্ডিত। পুথিখানি অতি প্রাচীন—এক ধোপার বাড়ীতে প্রাপ্ত। ইহাতে সর্বসমেত চণ্ডীদাসের ১২১টি পদ আছে। এই পদাবলীর মধ্যে অনেকগুলি পদ একবারে অপ্রকাশিত।

এই পুথিখানিতে কেবলমাত্র চণ্ডীদাস কবির পদ সংগৃহীত আছে। পদগুলি পর্যায়ানুসারে বিভক্ত আছে; যথা,—(১) শ্রীকৃষ্ণ পূর্বরাগ, (২) শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়ানাং পূর্বরাগ, (৩) শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পত্নী, (৪) কলহাস্তরিতা ইত্যাদি। একটি পদ এই স্থলে উদ্ধৃত হইল,—

অথ প্রোষিতভর্তৃকা ।

শুভনে কুজনে যে জন না জানে

তাহারে বলিবে কি ।

অন্তরের বেধন

যে জন জানয়

সই, কহিতে বাসিয়ে ডর ।

বাহার লাগিঞা সকলি ছাড়িলাম

সে কেনে বাসএ পর ॥ঞা

কামুর পীরিত কহিতে কহিতে .

পাকুর যদিরা পুড়িয়া মুখ ।

বিচার করিয়া যে জন না খায়

পরিণামে পায় ছপ ॥

চণ্ডীদাসে কয় শুন লো সুন্দরী

এ কথা বর্ণিবে পাছে ।

পরাণ বন্ধ সনে গিরীতি করিঞা

কেবা কোথা ভাল আছে ॥ ৯।০৭ ।

পরিষৎ হইতে যে চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, তদতিরিক্ত অপ্রকাশিত কয়েকটি পদ এই প্রাচীন গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। আমরা ‘চণ্ডীদাসের পদাবলী’র সম্পাদক শ্রদ্ধাশ্রী যুক্ত নীল-রতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অপ্রকাশিত পদাবলীর একটি অমূল্য উপহার করিয়াছি। সেগুলি পরিশিষ্ট-রূপে সংযোজিত হইয়াছে। ৪র্থ বর্ষ, আশ্বিন সংখ্যা ‘বীরভূমি’ পত্রের কতকগুলি অপ্রকাশিত পদ প্রকাশিত হইয়াছে।

৬৭। জিজ্ঞাসা-পত্র ।

রচয়িতা—অমূল্যধিত ।

গত গ্রন্থ । পত্রসংখ্যা—১; লিপিকাল উল্লেখ নাই।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রার নমঃ। অথ জিজ্ঞাসা পত্র ॥ তোমার বিষয় কি। কৃষ্ণ বিষয় ॥ সাধ্য কি। সিদ্ধ দেহ ॥ সাধন কি। প্রেম ভক্তি ॥ ভাব কি। প্রেমোন্মাদ ॥ স্বভাব কি। প্রকৃতি ॥ কোন রূপ। উজ্জল গৌর ॥ দর্শন কি। আনন্দ উদ্ভব ॥ ব্যবসা কি। শৃঙ্গার কোতুক ॥ কোন সম্প্রদায়। উজ্জল।



শেষ,—

মণিমণিবৎ সমার্থা রতি । সমার্থা রতি  
মজ্জিষ্ঠারঙ্গ ॥ সমজ্ঞসা রতি কুম্ভম রাগ । সাধারণী  
রতি নীল রাগ । পূর্ণ । পূর্ণতর । পূর্ণতম ॥ ইতি  
দ্বিবিধা পূর্ণস্ত ॥ দ্বারবত্যাশ্চ মাথুরে পূর্ণ ॥ মথুরা  
পূর্ণতম ॥ সদা নিত্য বিরাজে ব্রজমণ্ডলে ॥ ইতি  
জিজ্ঞাসাপত্র সম্পূর্ণ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ ।

শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥

এই ছয় প্রভুর করি চরণ বন্দন ।

যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ ॥

৬৮ । নিগম গ্রন্থ ।

রচয়িতা—গোবিন্দ দাস ।

পত্রসংখ্যা—৮ ; সম্পূর্ণ গ্রন্থ । লিপিকাল—

১১৭৫-সাল, ৩০ ভাদ্র ।

আরম্ভ,—

/৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচন্দ্রায় নমঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত নিত্যানন্দ অবতাব ।

আপনার গুণে সব জীব কৈল পার ॥

বন্দিএ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত চূড়ামণি ।

পদ্মাবতী-সুত বন্দ নিত্যানন্দমণি ॥

যাহা হইতে পাইল জ্ঞান-অঞ্জন ।

শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ বলরাম ॥

বলরাম নিত্যানন্দ ॥

আপনার গুণে জীব দিল প্রেমধন ।

গোলোক ছাড়িলা প্রভু প্রেমার কারণ ॥

তে কারণে আইলা প্রভু গউড় ভুবনে ।

কত উপকার করিঞাছে গউড় জীবগণে ॥

ইত্যাদি ।

মধ্য,—

এখন কহিএ কিছু শুন দিরা মন ।

ভক্তের বশ হঞা আমি রহিতে না পারি ।

তে কারণে যাব আমি নবদ্বীপ পুরী ॥

বৃন্দাবনে যার সঙ্গে করিলাম বিলাস ।

সেই ভক্ত লঞা নবদ্বীপে পরকাশ ॥

এ কথা শুনিঞা নারদ তপোধনে ।

দণ্ডবত করিল কত প্রভুর চরণে ॥

পবিত্র করিলে মোরে শুন চূড়ামণি ।

তোমার ভজন প্রভু মোরা কিবা জানি ॥

শেষ,—

আপনার গুণে যদি প্রভু করেন দয়া ।

তবে সে পাইতে পারি তোমার পদছায়া ॥

এই কাবাগারে মোর গতি নাঞি ।

অপরাধ ক্ষমা কর বৈষ্ণব গোস্বামী ॥

সংসারে যত তার ধূলি করো পান ।

তবে এ সংসারে আমি পাই পরিভ্রাণ ।

কহেন গোস্বিন্দদাস ভক্ত অরে ভাই ।

কেবল দয়ার নিধি বৈষ্ণব গোস্বামী ॥

সকল ভুবনে মোর আর কেহ নাঞি ।

বড় আশ্রয় দেখে থাকে যেই জন ।

যুগ যুগান্তরে হুথ না পাই কখন ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত নিত্যানন্দ অবতারে ।

কলিয়ুগে প্রেমদান তা সভারে করে ॥

এই নিগম গ্রন্থ সমাপ্ত ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তদেবং ।

নারায়ণপরা বেদাঃ নারায়ণপরাংকরাঃ । নারায়ণ-

পরা মুক্তি নারায়ণ পরাগতি ॥ যথা দিষ্টং তথা

লিখিতং লোখিকো দোষ নাস্তিকঃ ॥ ভীমভূপি

রণে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম । সন ১১৭৫ সাল সম

এগারস পঁচত্বরি সাল । লেখিতং শ্রীউহর মণ্ডল

সাক্ষীম হিজলগড়া । হা কৃষ্ণ করুণাসিকু নীনবজ্জ

জগতপতে । সংসারে সাগরে ঘোরে লক্ষ লক্ষ

নমস্ত তে ॥ নারায়ণ জগন্নাথ দেব দেব জগতপতে ।

সংসারে সাগরে ঘোরে লক্ষ লক্ষ নমস্ত তে ॥

তারিখ ৩০ ভাদ্র ।

৬৯। রসকারিকা

রচয়িতা—অনুলিখিত।

পত্রসংখ্যা—৪, সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপি অতি  
অসুন্দর; লিপিকাল উল্লেখ নাই—অনুমান শত বর্ষ  
পূর্ব।

আরম্ভ,—

/৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥ বন্দেহং  
শ্রীগুরুশ্রীযুতপদকমলং ইত্যাদি।

বাহা হৈতে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান হয়।  
সেই বস্তু সাধে ভক্ত জানিহ নিশ্চয় ॥  
রাধাকৃষ্ণ ভজে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র নিঞা।  
জ্ঞানকাণ্ড জপ তপ দূরে তেয়াগিঞা ॥  
কায়মনবাক্য নিষ্ঠা হয় কৃষ্ণ ধ্যানে।  
তবে কেনে নাঞি পায় ব্রজসিদ্ধ জনে ॥  
রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি নহে অসুগত বিনে।  
শতযুগ প্রাপ্ত হয় শাস্ত্রের প্রমাণে ॥ ইত্যাদি।

মধ্য,—

প্রবর্ত রাগেতে এই করহ ভাবন।  
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবসেবা হয় নিষ্ঠ মন ॥  
নামাশ্রয় ভাবাশ্রয় আর রসাস্রয়।  
এ তিন সাধনে কার কাহা প্রাপ্তি হয় ॥  
মনের স্বরূপ কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের পতি।  
মন্ত্রসিদ্ধ হইলে হয় সেই ধাম প্রাপ্তি ॥

অথ প্রবর্ত সাধক সিদ্ধ।

প্রবর্ত রাগের প্রাপ্তি শ্রীগুরুচরণ।  
সাধক ভাবের প্রাপ্তি হয় সখীগণ ॥  
সিদ্ধ ভাবের প্রাপ্তি সেবা অনুকরণ।  
এ তিন ভাবের হয় এ তিন কৰ্ম ॥

শেষ,—

\* \* \* বিহি সকলি ছাড়িব।  
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা অন্তরে চিস্তিব ॥  
উপাসনা ভক্ত যার অন্তরে জাগর।

ইতি রসাস্রয়কারিকা সম্পূর্ণ। যথা দিষ্টং  
তথা লিখিতং।

৭০। পারিজাত-হরণ।

রচয়িতা—রসিকশেখর।

পত্রসংখ্যা—১০ পত্রের পর খণ্ডিত। লিপিকাল  
উল্লেখ নাই। লিপি অস্পষ্ট ও অসুন্দর।

আরম্ভ,—

/৭ শ্রীহরি। পারিজাতহরণ লিখ্যতে।  
অত্র কথা ছাড়ি শুন করি নিবেদন।  
যে রূপে করিলা হরি পারিজাত হরণ ॥  
হরিরসে যেই কথা কহে শুকমুনি।  
এমন সুন্দর কথা কোথাও না শুনি ॥  
এমন সুন্দর কথা গেরায়া যাব গীতে।  
বড়ই জলভ কথা শুন এক চিতে ॥

ভগিতা,—

- (১) শ্রীরসিকশেখর-বাণী শুনে মহিপানে।  
রসের রসিক বাক্য শুনে কুতূহলে ॥
- (২) শ্রীরসিক কহে শুন...ভাই।  
অন্তকালে চলে যাবে ঘোচে যমদায় ॥
- (৩) শ্রীকবি রসিক কন হঞা একমন ॥  
তত্ত্ব জনার সঙ্গে মাগিছে প্রেমধন ॥

মধ্য,—

মুনি বলে পাণ্ড অর্ঘ্য নাহি প্রয়োজম।  
দূত হঞা আইলাম আমি শুনহ বচন ॥  
এক পারিজাত ফুল দিঞাছিলা শিবে।  
সে ফুল আমারে দিলা গীত অনুরাগে ॥  
আমি তবে দিলাম ফুল দেব জগন্নাথে।  
গোবিন্দ দিলেন ফুল কক্ষিণীর হাতে ॥  
দাসীমুখে সভ্যভাষা সে কথা শুনিঞা।  
তিন দিন হল্য আছে অভিমান হঞা ॥  
গোবিন্দ তোমার ছোট আমি বড় ভাই।

— রসিকশেখর দ্বারা রচিত। ইত্যাদি।

শেষ পত্র,—

যে ফুল না পান শিব দেব নারায়ণ ।  
দেখ গিঞা কৃষ্ণলীল ফুলের ভাবন ॥  
আমারে বধিঞা ফুল দিলে দয়াময় ।  
এ শরীরে প্রাণ রাখা আর উচিত নয় ॥

—

৭১। আত্মজিজ্ঞাসা ।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস ।

গত গ্রন্থ, পত্রসংখ্যা—১। সম্পূর্ণ গ্রন্থ ।  
লিপিকাল ১১৯৮ সাল ।

আরম্ভ,—

১/৭ শ্রীকৃষ্ণ ॥ বৃন্দাবন ভেঁমতি গোলকনাথের  
প্রকাশ । শাস্ত্রেক জানি বৈভব গোলকবিলাস  
নিত্য । বৃন্দাবননাথকে ভাবেন । ইহ অযোনি-  
সম্ভব । নিত্য বৃন্দাবন । কে স্বতসিদ্ধ । নিত্য  
বৃন্দাবন । কোথা । সর্বোপরি । প্রমাণ কি ইত্যাদি ।

শেষ,—

রসপান করিবে যে সেই সে পাইবে ।  
রসের মরম জানি প্রভুরে ভুজাবে ॥  
প্রভুর স্মৃতি স্মৃতি হইঞা সেবে যেই জন ।  
অবশ্য পাইবে সে নিত্য বৃন্দাবন ॥  
সেই রস আশ্বাদিতে মোর বড় আশ ।  
আত্মজিজ্ঞাসাতত্ত্ব কহেন কৃষ্ণদাস ॥  
ইতি আত্মজিজ্ঞাসা গ্রন্থ সম্পূর্ণ । ইতি সন  
১১৯৮ সাল, তারিখ ১০ বৈশাখ ।

—

৭২। রাবণের চৌতিশা ।

রচয়িতা—রামকৃষ্ণ দাস ।

পত্রসংখ্যা—৪, সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ ।

আরম্ভ,—

১/৭ শ্রীহরি ॥

ক কর অবধান রাবণ কর অবধান । ১ ।

গ গরবে হরিলো রামের সীতা রূপবতী । ৩।  
ঘ ঘরে বসি আপনাকে বলায় অযোধ্যাপতি ॥৪।  
ঙ ঙ বটেন রামচন্দ্র যমের দোসর । ৫।  
চ চাতুরী বুঝিবেন ওর রণের ভিতর ॥ ৬।

শেষ,—

র রণে ফিরেন রাম শত্রুর কারণ । ২৯  
স সত্যকথা কহি ওরে শুন রে রাবণ ॥ ৩০  
ষ ষাংগর পার বনিতার শুনেছিল কথা । ৩১  
শ শঙ্কনে রাজ্য কর কহিলাম সর্ব্বথা ॥ ৩২।  
হ হরিলে রামের সীতা শুন নিশাচর । ৩৩।  
ক্ষ ক্ষমা কৈল এত দিনে তোরে গদাধর ॥৩৪।  
রামকৃষ্ণদাস কয় শুন মন দিয়া ।

কান্দে দোলা করি সীতা দিয়া আইস গিয়া ॥

ইতি রাবণের চৌতিশা সমাপ্ত ॥ লিখিতং  
শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র সেন । সাং সগড়ভাঙ্গা । পাঠক  
শ্রীবিপ্রচরণ ধাবক । রজক । সাক্ষম সগড়ভাঙ্গা ।  
১২৩৪ সাল ।

—

৭৩। যমসংহিতা ।

রচয়িতা—শঙ্কর দাস ।

পত্রসংখ্যা—১৫। সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ ।

আরম্ভ,—

প্রণতি করিয়া ভাই শুন সর্ব্বজন ।  
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম বল অমূল্যন ॥  
তীর্থযাত্রা হোম আদি নানা দান করি ।  
তথাপি না পাইবেক লভিতে শ্রীহরি ॥  
ভকতবৎসল প্রভু দয়াল ঠাকুর ।  
কলি যুগে হরিনাম শুনিতে মধুর ॥  
বন্ধু বান্ধব দেখ পুত্র পরিবার ।  
মৃত্যুকালে সঙ্গে দেখ না যায় কাহার ॥  
প্রাণ ছাড়ি দেহ পড়ি রহে সর্ব্ব ঘরে ।  
পুত্র পরিবার বলে চালাই স্বপ্নে ॥  
ধরাধরি করি লয় আশান নিকটে ।

মধ্য,—

শুন শুন ওহে নর বল হরি হরি ।  
কৃষ্ণ বিষ্ণু জনার্দন কেশব মুরারি ॥  
গোবিন্দ মাধব রাম জয় স্বয়ীকেশ ।  
যে নাম শুনিলে নাহি থাকে পাপলেশ ॥  
কোট কোটি ব্রহ্মা যার উদ্দেশে ধোয়ায় ।  
পঞ্চ মুখে সদাশিব যার গুণ গায় ॥  
চারি বেদে যাহার গুণের অন্ত নাহি পায় ॥  
লক্ষী সরস্বতী যাহার চরণ ধোয়ায় ॥ ইত্যাদি ।

শেষ,—

ধন জন পুত্র দেখ সকলি অসার ।  
পরিণামে সংহতি দেখ কেহ নহে আর ॥  
পথের পরিচয় দেখ সকল বন্ধগণ ।  
এতক জানিচা ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥  
হরি গুরু বৈষ্ণবপদ এই মাত্র সার ।  
ইহার চরণ বিহু গতি নাহি আর ॥  
কহে শঙ্কর দাস মনেতে ভাবিঞা ।  
শ্রীগুরু বৈষ্ণবপদ শিরেতে ধরিঞা ॥  
ইতি । যথা দিষ্টং ইত্যাদি । সন ১২৩৪ সাল ।

৭৪ । নারদ-সংবাদ ।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস ।

পত্রসংখ্যা—১৬ । সম্পূর্ণ গ্রন্থ । লিপিকাল—  
১২৫০ সাল । ৪৫ ও ৪৬ সংখ্যক পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।  
অভিন্ন গ্রন্থ ।

আবস্ত,—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ॥

অথ নারদসংবাদ লিখ্যতে ॥  
নম নম নম প্রভু আদি সনাতন ।  
ক্ষীরোদ সাগরে বটগন্ধেতে শয়ন ॥  
নম নম সত্য যুগে মন্ত্র অধতার ।  
সেবকগণ করিল এত সেবকসেবিতার ॥

মধ্য,—

আত্মাসিঞা দেবগণে বিদায় করিঞা ।  
চারি অংশে জন্ম নিলাম ভূতলে আসিঞা ॥  
অমূল্য নগরে সুরথ নৃপবর ।  
ধার্মিক পুরুষ অজ রাজার কুমার ॥  
অপুত্রকা ছিল রাজা তিন পাটরাণী ।  
কৌশল্যার গর্ভে জন্ম লইলাম আমি ॥

শেষ,—

এত বলি মুনি গেলা বিদায় হইয়া ।  
মুখে হরিধ্বনি করি বীণা বাজাইয়া ॥  
শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদপদ্মে করি আশ ।  
নারদসংবাদ কথা কহে কৃষ্ণদাস ॥  
ইতি নারদসংবাদ সমাপ্ত ॥ যথা দিষ্টং ইত্যাদি ॥  
সন ১২৫০ সাল ৪ বৈশাখ বেলা তিন দণ্ড  
হইতে সমাপ্ত হইল ।

৭৫ । শ্রীরামের চৌতিশা ।

রচয়িতা—নারায়ণ সেন ।

পত্রসংখ্যা—৫ । সম্পূর্ণ গ্রন্থ ।

আবস্ত,—

১৭ শ্রীহরি । রামচন্দ্রের চৌতিশা ।

ক কপালে যে লেখা রাম যাবেন বনবাস ।  
কৌশল্যা রাণী শুনি ছাড়িল নিশ্বাস ॥  
খ খুরপা বাণকে কে মারিল মোর বৃকে ।  
খান খান হইলা বাণ রক্ত উঠে মুখে ॥  
গ গলায় শোভিত রামের গুণ কর্তৃহার ।  
গহন কাননে রাম করিবেন বিহার ॥

শেষ,—

ব্রহ্মহত্যা মুক্ত হইল রাজা দশরথ ।  
বিমানে চাপিঞা রাজা গেলা স্বর্গপথ ॥  
ভগিল নারায়ণ সেন স্ববর্ণবণিক্ জাতি ।  
সরস্বতী-কুপা বিহু না হয় শক্তি ॥  
কোট পরগাম মোর শ্রীগুরুর পায় ।

ইতি রামচন্দ্রের চৌতিশা সমাপ্ত ॥ যথা দিষ্টং  
ইত্যাদি। লিখিতং শ্রীনদেরচান্দ সেন। পাঠক  
শ্রীবিপ্রচরণ মুজকুরী ॥

৭৬। কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

রচয়িতা—মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ।

পত্রসংখ্যা—১৬৪। শেষ অংশ খণ্ডিত।

প্রাচীন গ্রন্থ।

আরম্ভ,—

১/৭ ক্রীতীদ্রুগী ॥

শুন ভাই সভাজন কবিরেব বিষচন  
এই গীত হইল যেন মতে।

উরিয়া মায়ে বেশে কবির শিরর দেশে  
চণ্ডিকা উরিলা আচখিতে ॥

সহর ছিলামা রাম তাহাতে সর্জন রাজ  
নিবাসি উসি গোপীনাথ।

তাহার তালুকে বসি দামুতায় চাষ চশি  
নিবাসি পুরুষ ছয় সাত ॥

মধ্য,—

খুলনার বারাবারি গেলেন সাধুর নারি  
খুলনা সাধুরে দেয় গালি।

পাস পড়সি ডাকে নীলা বসিঞা থাকে  
ছবলা ধরিঞা আনে ছলি ॥

সাঞলি বিমলি ধলি ধুলি রাঙ্গা ঢলঢলি  
সুবোশা পিজলা কলাবতী।

কমলা বিমলা মায়া চৌবরি বিমলা জয়া  
আবলখি ভাঙ্গা সিংহাবতি ॥

শেষ পত্র,—

নির্যন্ত—অষ্ট সৃজন ৩। ভৃগুযজ্ঞ ৮। দক্ষ-  
যজ্ঞ ৯। হিমালয়ে জন্ম ১২। কামদেবের মরণ  
১২। শিবের বিবাহ ১৪। গণেশের জন্ম ১৭।  
ইত্যাদি।

৭৭। সত্যদেবের পাঞ্চালিকা।

রচয়িতা—বিষ্ণেশ্বর দ্বিজ।

পত্রসংখ্যা—২৮। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল—

১৬৮৬ শক।

আরম্ভ,—

১/৭ ক্রীহরি ॥ নমো সত্যনারায়ণায় ॥

প্রণমহো নারায়ণ সত্য ভগবান।

যাহার কৃপায় লোক পায় পরিভ্রাণ ॥

প্রণমহো লক্ষীপতি গরুড় বাহনে।

বৃষভ বাহনে বন্দো দেব পঞ্চাননে ॥

হংস পৃষ্ঠে প্রণমহো দেব প্রজাপতি।

সিংহ বাহনে বন্দো দেবী ভগবতী ॥

মধ্য,—

সত্যের কণ্ঠে সাধু কুবুদ্ধি সজিল।

লতা পাতা ভরিঞাছি ডাকিঞা বলিল ॥

যে বলিল সে হউক বলে নারায়ণ।

লতাপাতা হৈল নৌকায় যত ছিল ধন ॥

কতক দূরে সদাগর নৌকা বাহি গেল।

নৌকাতে নাহিক ভার ভাসিঞা উঠিল ॥

শেষ,—

একচিত্তে ভক্তি করি সেবে সত্যনারায়ণ।

অপুত্রকের পুত্র হয় নিধনের ধন ॥

কলিয়ুগে নারায়ণ সত্য অবতরি।

পরম আনন্দে ভাই বল হরি হরি ॥ ৭

যেবা পঠে যেবা শুনে সত্যের পাঁচালি।

সংসারসাগরে তরি যায় ব্রহ্মপুরি ॥

দ্বিজ বিষ্ণেশ্বর বলে সত্যের বচন।

হরিহরপদে মন রাখ সর্বকণ ॥

ইতি শ্রীসত্যনারায়ণদেবন্ত পাঞ্চালিকা

সমাপ্ত। শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৮৬। লিখিতং

শ্রীধোলা দেবশর্মা।

৭৮। জিতাষ্টমীর পাঁচালী বা ব্রতকথা।

রচয়িতা—হরিশ্চন্দ্র দ্বিজ।

পত্রসংখ্যা—১০। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। প্রাচীন  
গ্রন্থের আধুনিক অনুলিপি।

আরম্ভ,—

১। শ্রীশ্রীহর্গা। অথ জিমূতবাহন ব্রতকথা ॥

শুন শুন সর্বজন হইয়া এক চিতে।

জীমূতবাহনকথা হইল ঘেই মতে ॥

শ্রবণে অমৃত পান কর সর্ব জন।

খণ্ডে অশেষ পাণ্ডা জন্মে দিব্য জ্ঞান ॥

বিদিত ভুবনে সম্রাজিত নরপতি।

পিতার শ্রাদ্ধ করেন রাজা হয়ে শুদ্ধমতি ॥

এক দিবস ভূপতি প্রজা ডুকি ঘরে ঘরে।

বাইছার ধাতু দিল প্রতি ঘরে ঘরে ॥

মধ্য,—

শুগালী ভাবিএ মনে কি দিবে উত্তর।

পডিলাম চোর ধরা আজি শুকিনী গোচর ॥

মুখে মাংস সব পড়ে আছয়ে নিকটে।

নিকটে আইলে বড় পড়িবে সন্ধটে ॥

মনে মনে যুক্তি করে কি উপায়ে তরি।

কথা নাহি বাহিরায় উপবাস করি ॥

এই সার যুক্তি করি উত্তর তবে দিল।

সব খেয়ে শুগালীর পাণ্ডা হইল ॥

শেষ,—

ভক্তিভাবে ব্রতকথা শুনে সেই জন।

অপুত্রকের পুত্র হয় বক্ষ্যার নন্দন ॥

সর্বপাপ খণ্ডন করে জিমূতবাহন।

হরিশেতে থাকে সুখে সদা সর্বক্ষণ ॥

উপবাস করি যে জন ব্রত নাহি করে।

রাজরাণী মত হয় জীমূতবাহন বরে ॥

বদন ভরিয়া হরি বল সর্বজন।

হরি পাদপদ্ম হৃদে করিঞা ধারণ।

দ্বিজ হরিশ্চন্দ্র করে পাঁচালী রচন ॥

উল্খনী কর ॥ ইতি জিতাষ্টমীর ব্রতকথা সমাপ্ত।

লিখিতঃ শ্রীনিবুদ্ধলাল ঠাকুর। পাঠক—

শ্রীপদ্মপতি ঠাকুর ॥

৭৯। জন্মাষ্টমীব্রতকথা।

রচয়িতা—রামেশ্বর দ্বিজ।

পত্রসংখ্যা—১০। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। প্রাচীন  
গ্রন্থের আধুনিক প্রতিলিপি।

আরম্ভ,—

এক দিন হস্তিনা নগরে যুধিষ্ঠির।

কৃতাজলি হইয়া জিজ্ঞাসে মহাবীর ॥

দিব্যাসনে গোবিন্দকে বসিয়া আসনে।

ভ্রাতৃগণ সঙ্গে কথা কহে কুতূহলে ॥

কি কারণে অবনীতে জন্ম নিলে তুমি।

অজ্ঞ করে বৃধ-মুখে শুনিয়াছি আমি ॥

মধ্য,—

দৈবকীর কথা পুত্র হৈল মহারাজ।

বুঝিয়া করহ যে উচিত হয় কাজ ॥

শ্রুতবের বার্তা ভূপতি শুনি আচম্বিত।

কারাগারে মহারাজা হইলা তুরিত ॥

বিহ্বল হইয়া কেশ না করে বন্ধন।

কারাগারে মহারাজা দিল দরশন ॥

শেষ,—

এই মতে বিধানে রাজা কৃষ্ণাষ্টমী ব্রত।

জন্ম নাশ হেতু কর প্রাণ কঠাগত ॥

নারায়ণপাদপদ্মে সমর্পিয়া মন।

দ্বিজ শ্রীরামেশ্বর কথা করিল রচন ॥

ইতি জন্মাষ্টমী ব্রতকথা সমাপ্ত ॥ লিখিতঃ

শ্রীনিবুদ্ধলাল ঠাকুর। পাঠক—শ্রীপদ্মপতি ঠাকুর,

সাকিম লাম্বোদরপুর ॥

৮০। অনন্ত-ব্রতকথা।

রচয়িতা—অমূল্যধিত।

পত্রসংখ্যা—২০। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। প্রাচীন  
গ্রন্থের আধুনিক লিপি।

আরম্ভ,—

অথ কথা।

অরণ্যেতে বর্তমান পাণ্ডবচূড়ামণি।  
কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণ জ্ঞান কৃষ্ণ সার জানি ॥  
হেন কালে কৃষ্ণ তথা কৈল আশুসার।  
পাত্ত অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিল তাহার ॥  
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন করি যোড় কর।  
দিনে দিনে চিন্তানলে শীর্ণ কলেবর ॥

মধ্য,—

দাসদাসীগণে সব পলাইয়া গেল।  
দেখিয়ে সে সব মুনি উন্নত হইল ॥  
অনন্তের কোপে মোর হইল সর্বনাশ।  
গৃহ ছাড়ি মুনি গিয়া কৈল বনবাস ॥  
অনন্ত অনন্ত করি অনেক ভ্রমিল।  
কিছুতেই অনন্তের দেখা না পাইল ॥  
পরে মুনি আত্ম বৃক্ষে করেন জিজ্ঞাসা।  
তাহার কথায় মুনি হইলেন নৈরাশা ॥

শেষ,—

যে জনা এ কথা শুনে কিঞ্চি হয় ব্রতে ব্রতী।  
পরলোকে হয় তাদের বিষ্ণুপদে মতি ॥  
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন পাণ্ডবচূড়ামণি।  
মর্ত্তে প্রকাশিলেন ব্রত কোটিল্য মহামুনি ॥  
এত দূরে ব্রতকথা সমাপ্ত হইল।  
অনিভা সংসার কেবল সার হরি বল ॥  
ইতি অনন্তব্রতকথা সমাপ্ত ॥ দক্ষিণাবাক্য।

আশীর্বাদ। বিসর্জন ॥ ইতি লিখিতং শ্রীনিবুজ-  
লাল চক্রবর্তী। পাঠক—শ্রীপদ্মপতি চক্রবর্তী  
সাং লক্ষ্যদরপুর।

৮১। দানপর্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

পত্রসংখ্যা—৪৩। সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ গ্রন্থ।  
লিপিকাল ১২৩৬ সাল। গ্রন্থখানি হরিশ্চন্দ্রের  
উপাখ্যান।

আরম্ভ,—

১/৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ অথ দানপর্ব লিখ্যতে।  
দানপর্বকথা সংসারের সার।  
অশেষ পাতক নাশে শ্রবণে যাহার ॥  
এই মত ভীষ্মের শ্রদ্ধা তর্পণ করিঞা।  
রাজাগণ যায় সব বিদায় হইয়া ॥  
হেন মতে নানা ধর্ম্ম করি ধর্ম্মরায়।  
দ্রাহ্মণ সঙ্গে রাজা নিজালায়ে যায় ॥

মধ্য,—

পুনঃ পুনঃ ব্রাহ্মণী যে নিরীক্ষণ করে।  
পিতা পুত্র দুই জনে আইসে কথো দূরে ॥  
শুভ্রহস্তে দোহে আইলা ব্রাহ্মণি নিকটে।  
ভিক্ষা না হইল আজি পড়িল সঙ্কটে ॥  
অতিথি আইল আজ কি করিব তার।  
আজি বুঝিলাম আমি নাহিক নিস্তার ॥

ভণিতা,—

(১) কাশীরাম দাস ভাবে মনেতে ভাবিয়া।  
ইত্যাদি লোকেতে যেন শুনে মন দিয়া ॥

(২) কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পরায়।  
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥

শেষ,—

দানপর্বকথা লোক শুন একচিত্তে।  
অশেষ পাতক নাশ যার শ্রবণেতে ॥  
শ্রদ্ধা করি শুনে লোক দানপর্বকথা।  
কুষ্ঠব্যাধি দূর হয় ঘুচে সব ব্যাধা ॥  
ধনেধ্যাত্তে পুত্র গোত্র বাড়ি ঠাকুরালি।  
যেই জন শুনে এই অমৃত রসালি ॥  
আর কত কথা আছে ইহার ভিতরে।

ইতি শ্রীদানপর্ক সমাপ্ত ॥ সন ১২৩৬ সাল  
৩ মাঘ। স্বাক্ষরমিদং শ্রীরাজবল্লভ দাসগুপ্ত  
সাং লম্বোদরপুর।

৮৩। বঙ্গহরণ।

রচয়িতা—প্রাণ দাস।

পত্রসংখ্যা—২। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল  
অমুল্লিখিত।

আরম্ভ,—

৮২। ঐশিক পর্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

পত্রসংখ্যা—৫। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। অতি জীর্ণ ও  
অস্পষ্টীকৃত। লিপিকাল—১১৮৯ সাল।

আরম্ভ,—

১/৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ অথ ঐষিক পর্ক লিখাতে।  
পিতা পরাসরো যন্ত ইত্যাদি।  
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিলা মুনির সদনে।  
অতঃপর কি করিলা ভাই পঞ্চ জনে ॥  
পিতামহ কি করিল কহ দ্বৈপায়ন।  
তব ভাষ শুনি মোর স্নিগ্ধ হইল মন ॥

মধ্য,—

অদिति দক্ষের কন্যা কশ্যপগিহিনী।  
পুত্রের কারণে পুজিলেন শূলপাণি ॥  
প্রত্যক্ষ হইএগ বর দিলাউ মাধব।  
মাগিলা অদिति বর যুড়ি দুই কর ॥  
মোর গর্ভে যে হইল পুত্রের উৎপত্তি।  
ত্রিভুবন মধ্যে সেই হব মহামতি ॥

শেষ,—

ঐষিক পর্কের কথা সমাপ্ত হইল এইধান।  
অতঃপর জ্ঞাপর্ক কহি করহ শ্রবণ ॥  
শ্রীমহাভারতকথা ব্যাসের রচন।  
শ্রবণে নির্মল হয় পাপ বিমোচন ॥  
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।  
কাশীরাম দাস করেন ভারত রচন ॥

ইতি মহাভারতে ঐশিক পর্ক সমাপ্ত। যথা  
নির্ভঃ ইত্যাদি। ইতি সন ১১৮৯ সাল, তারিখ  
১৪ শ্রাবণ।

১/৭শ্রীহরি। বঙ্গহরণ লিখাতে ॥

নিশি পরভাতে। যাএগ যত্ননাথে ॥  
বলে যশোমতি। গোকুলের পতি ॥  
ওঠ ওঠ কাহু। উদয় হইল ভাহু ॥  
যত গোপ ছেলা। দেখাএগসি মেলা ॥  
শয়ান উঠিএগ। এসেছে ধাইএগ ॥  
যশোদার বাণী। শুনি যাহুমনি ॥ ইত্যাদি

মধ্য,—

কেহ উর্কমুখে। হস্ত দিএগ বৃকে ॥  
মাথা তুলি চায়। দেখি শ্রামরায় ॥  
কহে গোপীগণ। করিএগ স্তবন ॥  
তুমি দীনবন্ধু। করুণার সিদ্ধ ॥  
কৃপা করি হরি। বঙ্গ দেহ পরি ॥  
শীতে প্রাণ যায়। বঙ্গ দেহ রায় ॥

ভগিতা,—

প্রাণদাসের বাণী। শুন রাধা ঠাকুরাণী ॥

শেষ,—

অন্তরে আনন্দ। হাসে মন্দ মন্দ ॥  
আই মাই মাই। সকলি মিছাই ॥  
তোমাদের বাক্য। কিছু নহে সত্য ॥  
ওদে গো রোহিণী। কিবা বলে বাণী ॥  
তবে গোপীগণ। হইল বিমন ॥  
নিরাস হইএগ। গেলা গোপীগণ ॥  
কবিচন্দ্র ভণে। গোবিন্দ চরণে ॥

ইতি বঙ্গহরণ। লিখিতং শ্রীধনশ্রাম ধাক।  
শেষ অংশে 'কবিচন্দ্র' ভগিতা রহিয়াছে। প্রাণ-  
দাস ও কবিচন্দ্র অভিন্ন কি না, আলোচনার বিষয়।



৮৪। দণ্ডাত্মিকা।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস।

পত্রসংখ্যা—১, প্রথম পত্র নাই। লিপিকাল  
অনুলিখিত। স্পষ্ট ও স্নন্দর লিপি।

আরম্ভ,—

তবে কৃষ্ণচন্দ্র মিষ্টান্ন ভোজন করিলা।

সখীগণ সঙ্গে রাই অবশেষ পাইলা ॥

তবে দুহে প্রবেশিলা শ্রীমণিমন্দিরে।

বেশ ভূষা কৈল দোহে আনন্দ অন্তরে ॥

এই মতে বিলাসরসে গেলা ছয় দণ্ড।

এই ছয় দণ্ড পরে রাই গেলা সূর্য্যকুণ্ড ॥ ২২

সূর্য্যকুণ্ড বাইতে পথে দুই দণ্ড গমন ॥ ২৪

চতুর্বিংশতি দণ্ড পরে দণ্ডেক সূর্য্য আরাধন ॥ ২৫

পঁচিশ দণ্ড পরে রাই গৃহকে বাইতে।

গৃহ প্রবেশিলা চারি দণ্ড গেল পথে ॥ ২৯।

\* \* \* \*

এই বত্রিশ দণ্ড তবে হইল দিবা লীলা।

এই মত রাধাকৃষ্ণ ব্রজে করে খেলা ॥ ৩২

শেষ,—

এই বত্রিশ দণ্ডে দোহে হৈল নিশালীলা।

এই মত রাধাকৃষ্ণ নিত্য করে খেলা ॥

এই ত চৌষটি দণ্ড দিবা রাত্রি লীলা।

এই মত রাধাকৃষ্ণ ব্রজে করে খেলা ॥

রাধাকৃষ্ণলীলা এই कहেন না যায়।

সংক্ষেপে कहিল এই সেবার নির্ণয় ॥

রাগাঙ্গুণা হঞা কর সাধ্য সাধন।

সিদ্ধি দেহে করে নিত্য মানসে সেবন ॥

সাধক যে জন সেবা নির্ণয় করিয়া।

যে সময়ে যেই সেবা করেন চিস্তিয়া ॥

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।

চৌষটি দণ্ডের কথা কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি দণ্ডাত্মিকা সমাপ্ত ॥

৮৫। মঞ্জরী সখী-পরিচয়।

রচয়িতা—অনুলিখিত।

গদ্য গ্রন্থ। পত্রসংখ্যা—১। স্পষ্ট লিপি।  
লিপিকাল উল্লেখ নাই।

আরম্ভ,—

শ্রীরূপ মঞ্জরী : গোরচনা লীলাভঙ্গ : শিখি-  
পিঙ্কনিভাষরা : সার্ক ত্রয়োদশবর্ষীয়া ॥ তাবুল

সেবা ॥.....শ্রীরঙ্গন মঞ্জরী : হরিতাল বর্ণা :

মেঘবসনা : মাসসপ্তমুহুরয়োদশবর্ষীয়া ॥ চম্প-  
পদসেবা ॥

পত্রের শেষাংশে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতীর পঞ্চনাম  
কামগায়ত্রী ও কামবীজ মন্ত্র লিখিত আছে।

পঞ্চ নাম যথা—কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ রাধাকৃষ্ণ ॥

এই শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চনাম ॥

রাধে রাধে গোবিন্দ কৃষ্ণ রাধে ॥ এই  
শ্রীমতীর পঞ্চ নাম ॥

৮৬। মঞ্জরী-সংস্থান।

রচয়িতা—অনুলিখিত।

পত্রসংখ্যা—১। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল  
উল্লেখ নাই।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥ পূর্বাঙ্গিণে  
লাক্ষ্যকুঞ্জ। চিত্রা দেবী। চতুর্দশ সপ্ত মাস বিংশতি

দিবস। চম্পক পুষ্পবর্ণ। টাসপক্ষ বস্ত্র। চন্দন

সেবা। শ্রীরতিমঞ্জরী স্থিতি ॥ এক বর্ণ এক

রূপ ॥১॥.....অগ্নি কোণে পূর্ণেন্দুকুঞ্জ। চম্পক-

লাতা। চতুর্দশ সপ্ত মাস বিংশতি দিবস। বিলাস-

মঞ্জরী স্থিতি ॥ এক কুঞ্জ একরূপ। মাল্য সেবা ॥৮

৮৭। পদাবলী।

পদকর্তা—জগদানন্দ, চণ্ডীদাস, লোচনদাস,

চন্দ্রশঙ্কর গৌরীক দাস, মদনমোহন দাস প্রভৃতি।

পত্রসংখ্যা—১৬। জগদানন্দ-রচিত একটি আরতি-  
বিবয়ক পদ এই,—

আরতি করে নন্দরাণী বালক মুখ হেরি।  
রক্তা ফল স্নাত প্রদীপ পুষ্প-রচিত থারি ॥  
সুন্দরীগণ উলতি দেই শিশুগণে করতালি ॥৩॥  
বন হতে আউএ রাম কানাই ছন ভাই।  
রাখি সিন্ধা বেণু যশোদা মাই কোলে  
নিল দুই ভাই ॥  
মাখন ছেনা দেই ছেনা থাএ রাম কানাই ছন ভাই ॥  
মঙ্গল পুছে নন্দ ঘোষ জগদানন্দ গাই ॥

৮৮। রসভক্তি-লহরী।

রচয়িতা—রাধাকৃষ্ণদাস।

পত্রসংখ্যা—২। খণ্ডিত। ৩৮ সংখ্যক পুথির  
অমূল্যপি।

ভণিতা,—

শ্রীপদ্মমঞ্জরী-পাদপদ্ম করি আশ।

চরণে শরণ মাগে রাধাকৃষ্ণদাস ॥

মধ্য,—

আশ্রয়ের কথা এবে করিয়ে লিখন।

যেমত আশ্রয় হয় করহ শ্রবণ ॥

সেই ত আশ্রয় হয় পঞ্চ প্রকার।

ক্রমে ক্রমে লিখি এবে করিয়া বিস্তার।

নামাশ্রয় মন্ত্রাশ্রয় ভাবাশ্রয় আর।

প্রেমাশ্রয় রসাত্মক পঞ্চ পরকার ॥

এহ পঞ্চ মত হয় আশ্রয় নির্ণয়।

প্রবর্ত সাধক সিদ্ধ তথি মধো হয় ॥

প্রবর্তে করেন হরি নামের আশ্রয়।

মন্ত্রাশ্রয় ভাবাশ্রয় সাধকেতে হয় ॥

সিদ্ধেতে প্রেমাশ্রয় রসাত্মক আর।

প্রবর্ত সাধক সিদ্ধ লিখিল বিস্তার ॥

এই পঞ্চ মত হয় আশ্রয় লক্ষণ।

কোম রাগে কোন আশ্রয় কহিব কারণ ॥

৮৯। শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চনাম ও স্বরূপ।

রচয়িতা—অমূল্যলিখিত।

গণ্য গ্রন্থ। পত্রসংখ্যা—১।

অর্থ পঞ্চনাম—কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ রাধে কৃষ্ণ ॥

(৮৫ সংখ্যক পুথি দ্রষ্টব্য) ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ—সাড়ে চব্বিশ অক্ষরে সাড়ে

চব্বিশ চন্দ্র। হাতে দশ চন্দ্র। পায়ে দশ চন্দ্র।

দুই গণ্ডে দুই চন্দ্র। তিলক চন্দ্র দেড়। মুখ চন্দ্র

এক। অলক। তিলক। অর্ধেক চন্দ্র। একুনে

২৪ চন্দ্র।

শ্রীমতীর স্বরূপ—সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র। হাতে

১০ চন্দ্র। পায়ে দশ চন্দ্র। দুই গণ্ডে দুই চন্দ্র।

মুখচন্দ্র ১। তিলকে ১ চন্দ্র। সিন্দুরের কোণে

১০ চন্দ্র। একুনে ২৪ চন্দ্র ॥

৯০। শ্রীকৃষ্ণচরিত্র-কথা।

রচয়িতা—অমূল্যলিখিত।

পত্রসংখ্যা—প্রথম পত্রের পর খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

১/৭ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নমঃ। শ্রীকৃষ্ণচরিত্রকথা ॥

শ্রীকৃষ্ণচরিত্রকথা শুধুই সুধাময়।

শুনেন রাজা পরীক্ষিত শুকদেব কর ॥

রাজা বলে সাধু সাধু ব্যাসের নন্দন।

শুধাময় কৃষ্ণকথা শুনিব এখন ॥

যহুবংশে জন্মিলা ঠাকুর নারায়ণ।

কি কৰ্ম করিলা কহ ব্যাসের নন্দন ॥

শুকদেব বলে রাজা শুনহ বচন।

ভাগবত কথা শুন জুড়াক শ্রবণ ॥

উগ্রসেন নামে রাজা মথুরা নগরে।

তার পুত্র কংস রাজা হইল দুর্ভাচারে ॥

ইত্যাদি।

৯১। চৈতন্যচরিতামৃত—আদি খণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

পত্রসংখ্যা—৯। খণ্ডিত। অতি প্রাচীন,  
সুন্দর ও সুস্পষ্ট লিপি। লিপিকাল উল্লেখ নাই।

৯২। প্রসাদ-চরিত্র বা গোবিন্দ-মঙ্গল।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস।

পত্রসংখ্যা—৯। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল  
অনুলিখিত। গ্রন্থখানি প্রহ্লাদ-চরিত্র অবলম্বনে  
লিখিত।

আবন্ত,—

গুর্কাদি বন্দনার পর—

জন্ম মাত্র পড়ে জীব মায়া'র বন্ধনে।  
ভজিতে অভয় পদ নাহি পড়ে মনে ॥  
ইহ কাল গেল ভাই পরকাল রাখ।  
বিফল জনম সফল কর কৃষ্ণ বলি ডাক ॥  
ধন বিনা কোন কর্ম নাহি করে নর।  
দেউল আল্লা দেয় দিঘি সরোবর ॥  
যত যত কর্ম করে হঞা ধনবান।  
হুখে কৃষ্ণ বলি ডাকে নহে তাহার সমান ॥

মধ্য,—

কোথা আছ কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু হরি।  
তোমার ছাওয়াল হঞা আমি প্রাণে মরি ॥  
তোমারে ভজিঞা যদি প্রাণে মরি আমি।  
লোকে তোমায় দোষ দিবে লজ্জা পাবে তুমি ॥  
বাঁচি ত মহিমা তোমার তিন লোকে ঘোষে।  
এই বড় লজ্জা পাই শত্রু পাছে হাসে ॥  
কাকালি পর্যন্ত মোর সব গেল পোতা।  
ঠাকুর বৈকুণ্ঠনাথ তুমি গেলে কোথা ॥

শেষ,—

শ্রদ্ধা করি এই কথা যে করে স্মরণ।  
অচিরান্তে দিলে তারে কৃষ্ণের চরণ ॥

হরি হরি বল সবে পাপ দূরে যায় ॥

ইতি ॥ প্রসাদচরিত্র সমাপ্ত ॥

৯৩। গুরুদক্ষিণা।

রচয়িতা—অনুলিখিত।

পত্রসংখ্যা—৪। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল

১২৩৭ সাল।

আবন্ত,—

১/৭ শ্রীশ্রীহর্গা সহায়। নারায়ণ নমস্কৃত্য  
ইত্যাদি।

শুন শুন অত্র কথা করি সমাধান।  
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-কথা করহ স্মরণ ॥  
যেদ্রুপে পড়িলা হরি কমল লোচন।  
সত্য যুগে ত্রেতা যুগে গত অবসান ॥  
দৈবকীর গর্ভে হরি জন্মিলা আপনি ॥  
কংস নাশ হেতু কৈল দেব অবতার।  
কত কত পাতকীর করিলা উদ্ধার ॥

মধ্য,—

গুরু দক্ষিণা দিবেন যে শুন দুই ভাই।  
সমুদ্রে মরিল পুত্র মাগি যে তোমার ॥  
শুন শুন ঠাকুরাণী আমার উত্তর।  
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল আমাকে নহে দূর ॥  
অম্বরী অম্বরী আমি করিব সংহার।  
সমুদ্র ভিতরে দিব তোমার কুমার ॥  
ব্রাহ্মণী প্রবোধ করি রাম দামোদর।  
প্রবেশ করিলা কৃষ্ণ জলের ভিতর ॥  
বরণে ডাকিয়া প্রভু কহেন গদাধর।  
কোথা আছে মুনিপুত্র আনহ সঙ্ঘর ॥

শেষ,—

গুরুকে দেখিঞা যেবা প্রণাম নাহি করে।  
করাত আনিয়া যম তার মুণ্ড চিরে ॥  
চাকুরী করিয়া যেবা দক্ষিণা না দেয়।  
ব্যাস যুনি বলে তার পাপের নাহি দর ॥

গুরুকে বাক্য যেন দত্ত করি কয়।

শকুনী গৃধিনী গর্ভে তার জন্ম হয় ॥

ইতি গুরুদক্ষিণা সমাপ্ত ॥ যথা দিষ্টং তথা  
লিখিতং ইত্যাদি। ইতি ১২৩৭ সাল, তারিখ ২৪  
চৈত্র। পাঠক—শ্রীবক্রনাথ মণ্ডল। সাক্ষিম গণপূর  
মোকাম।

### ৯৪। পদাবলী।

পদকর্তা—রোহিণীনন্দন, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস  
ও লোচনদাস।

পত্রসংখ্যা—১৬। খণ্ডিত। এই সংগ্রহ গ্রন্থ-  
খানি প্রাচীন—ইহাতে রোহিণীনন্দন-রচিত ১৫টি  
পদ সন্নিবেশিত আছে। এই অষ্টাত্তপূর্বনামা  
পদকর্তার অপেক্ষাশিত পদাবলী—বীরভূমি পত্রিকা  
১০২০ সাল চৈত্র সংখ্যা ৬৯২—৯৯ পৃষ্ঠায় প্রকা-  
শিত করিয়াছি।

রোহিণীনন্দনরূত একটি পদ যথেষ্ট উদ্ধৃত  
হইল,—

ও নব গিরীতের বহিহারি যাই। ধ্রু ॥

নব নব নাগর বর ধনি রাই ॥

নব নব অম্বরগ গীরিতে বনে বাই ॥

নব নব দরশন কিশোরী গোরা ॥

নব নব মকরন্দ নবীন ভ্রমরা ॥

নব অম্বরগ তরে নাগর দ্বিভঙ্গ।

নব অম্বরগে ভেল ধনি গোর শ্রাম অঙ্গ ॥

নব অম্বরগ হুহে নাহি ধরে।

নব অঙ্গে নব প্রেম চুঞ্চাইয়া পড়ে ॥

নব অম্বরগে উঠে তরঙ্গ পাথার।

রোহিণীনন্দন তবে গড়ে দেয় তার ॥

### ৯৫। মহাভারত—আদি পর্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

পত্রসংখ্যা—১৮৬। সম্পূর্ণ ও ছুস্পষ্ট গ্রন্থ।

নির্মিতকাল ১১০০ অব্দ।

আরম্ভ,—

/৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ চরণে গতি ॥

যৈন শ্রুতং ভাগবতং পুরাণং ইত্যাদি বন্দনা ॥

বিষয় বিনাশন গৌরীর নন্দন

বন্দো দেবগণরাজে।

ব্রত যজ্ঞ তোমো সবার প্রথমে

সভা আগে যারে পূজে ॥ ইত্যাদি

শেষ,—

পাণ্ডবের বংশলাভ শুনে যেই জন।

তার বংশ বৃদ্ধি হয় ব্যাসের বচন ॥

আয়ু যশ পুণ্যবৃদ্ধি বাড়য়ে সম্পদ।

ভাব অশ্রু বলে কভু না পড়ে আপদ ॥

কাশীরাম দাস কহে শুনে সংসার।

ইহা বিম্ব সংসারেতে অর্থ নাহি আর ॥

ইতি আদিপর্ব সমাপ্ত ॥ পুস্তকমিদং শ্রীরাম-  
হরি দাঁ তন্তু পিতা শ্রীমুরলী দাঁ। সাক্ষিম ইলাম-  
বাজার। স্বাক্ষর শ্রীবৈষ্ণব দাস। সাং খোষ্টমীর  
নবগ্রাম। সন ১১৭৬ সাল তারিখ ৮ মাহ আশ্বিন  
রোজ বৃহস্পতিবার ॥

### ৯৬। নারদ-সংবাদ।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস।

পত্রসংখ্যা—২৩। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল  
১২৩৯ সাল। ৪৫, ৪৬ সংখ্যক পুথির অনুলিপি।

আরম্ভ,—

নম নম নম প্রভু নম সনাতন।

কীর্ত্তন সাংঘের বটপত্রিতে শয়ন ॥

নম নম সত্যযুগে মংস্ত্র অবতার।

ধেয়গুণ করিলা প্রভু বেদের উদ্ধার ॥

শেষ,—

এই আবাননা প্রভু চরণে তোমার।

তুয়া পদে মতি যেন থাকয়ে আমার ॥

এত বলি মুনি গেলা বিদায় হইঞা।

স্বথে হরি ধনি করে বীণা বাজাইঞা ॥

শ্রীগুরুগোবিন্দ-পাদপদ্ম করি আশ ।

নারদ সংবাদ কথা কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি নারদসংবাদ সমাপ্ত ॥.....লিখিতঃ  
শ্রীদীনবন্ধু মণ্ডল । সাং ডামরা, থানা মোড়েশ্বর  
জেলা বীরভূম । সন ১২৩৯ সাল তারিখ ১৭  
অগ্রহায়ণ ।

১৭ । স্বর্গারোহণ পর্ব ।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস ।

পত্রসংখ্যা—৪৬ । সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ ।

লিপিকাল—১২২৬ সাল ।

আরম্ভ—

১/৭ শ্রীশ্রীগোপাল চরণ শরণঃ ॥ স্বর্গপর্ব  
লিখ্যতে ॥

তবে জন্মেজয় রাজা আনন্দিত হঞা ।

মুনিবরে জিজ্ঞাসেন বিনয় করিঞা ॥

পিতামহ চরিত্র শুনিতে কর্ণামৃত ।

তব মুখে শুনিঞা হইলাম পবিত্র ॥

কিরূপে গেলেন স্বর্গ পঞ্চ সহোদর ।

বিস্তার করিঞা মোরে কহ মুনিবর ॥

মুনি বলে শুন রাজা কথা পুরাতন ।

যে রূপে গেলেন স্বর্গ ধর্মের নন্দন ॥

মধা,—

কহেন সকল কথা ধর্মের নন্দনে ।

শুনিঞা চলিল রাজা ভক্তকালী স্থানে ॥

ধর্মরাজে দেখি কত হাসিত বদনে ।

কহিতে লাগিল তব ধর্মের নন্দনে ॥

কোন দেশে ঘর তব কোন মহাজন ।

নারী সঙ্গে কোথাকারে করিছ গমন ॥

তবে পরিচয় দিলা ভক্তকালীর স্থানে ।

পাণ্ডব সে যুধিষ্ঠির আমার আখ্যানে ॥

শেষ,—

একমন হঞা করে ভারত ভ্রমণ ।

ভক্তিতাবে শুনে পাইবে নারায়ণ ॥

ভারত-পঞ্চজ-রবি মহামুনি ব্যাস ।

স্বর্গপর্ব বিরচিত কাশীরাম দাস ॥

এত দূরে স্বর্গ পর্ব হইল সমাপন ।

হরিশ্চন্দ্র বল সব পাণ্ডবের কারণ ॥

যথাদিষ্টং ইত্যাদি ।.....লিখিতঃ শ্রীগদাধর

মিত্র ; সাং গোবিন্দপুর । পরগণে খটকা, জেলা  
বীরভূম.....ইতি সন ১২২৬ সাল ১২শ্রাবণ ॥

১৮ । পদাবলী ।

পদকর্তা—চণ্ডীদাস, গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস,  
ধরনীদাস প্রভৃতি ।

পত্রসংখ্যা—৪০ । খণ্ডিত পুথি : পদগুলি  
পর্যায়ানুক্রমে সজ্জিত । প্রতি পর্যায়ের গোরচন্দ্র  
ও তৎপরে পদগুলি প্রদত্ত হইয়াছে । যেমন  
'রসোদ্যাবের গোরচন্দ্র'—তৎপরে 'রসোদ্যাবের'  
কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদাবলী সন্নিবেশিত আছে ।

পদসংখ্যা—নানাবিক ৩০০ তিন শত ।

১৯ । নারদ-সংবাদ ।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস ।

পত্রসংখ্যা—২৫ । প্রথম পত্র নাই । ৪৫,  
৪৬, ও ৯৬ সংখ্যক পুথির প্রতিলিপি ।

শেষ,—

এই আরাধনা প্রভু চরণে তোমার ।

তুয়া পদে মতি যেন থাকে আমার ॥

এত বলি মুনি গেলা বিদায় হইয়া ।

মুখে হরিশ্চন্দ্র করি বীণা বাজাইয়া ॥

শ্রীগুরুগোবিন্দ-পাদপদ্ম করি আশ ।

নারদসংবাদকথা কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি নারদসংবাদ সমাপ্ত ॥ যথা দৃষ্টং ইত্যাদি

পরগণে খটজা, জেলা বীরভূম। পাঠক শ্রীরাধাকৃষ্ণ  
মণ্ডল সাং ডায়রা; পরগণা মল্লারপুর; জেলা বীর-  
ভূম। ইতি সন ১২২৬ সাল তারিখ ২১  
আষাঢ়।

—

১০০। সত্যনারায়ণকণা।

রচয়িতা—অমর সিংহ দ্বিজ।

পত্রসংখ্যা—১৮। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। প্রাচীন  
গ্রন্থের প্রতিলিপি।

আরম্ভ,—

নমো সত্যনারায়ণায় নমঃ ॥ নারায়ণং নমস্কৃত্য  
ইত্যাদি।

বন্দ গজানন হরগৌরীর তনয়।

সর্ব আগে পূজা যার বেদ শাস্ত্রে কয় ॥

আত্মশক্তি দেবী বন্দ গায়ত্রী বেদমাতা।

গুরুরাজ আদি বন্দ সকল দেবতা ॥

ত্রৈতা যুগে অবতার শ্রীরাম লক্ষণ।

সীতাদেবী বন্দ আর পবনন্দন ॥

মধ্য,—

শাড়াঞা নেহালে নৌকার চারি ভিতে।

রাজার ভাণ্ডারের ধন দেখিলা সাক্ষাতে ॥

ক্রোধ করি কোটাল বলে আপন বেরাদরে।

নৌকা হৈতে নামাইয়া বাকুহ সদাগরে ॥

সাধুকে বান্ধিয়া নিল রাজার নিকটে।

বিচর না কৈল রাজা সত্যের কপটে ॥

সাধুর নৌকাতে ভাড়া ছিল যত ধন।

বলদ শকট বেঞা আনাল রাজন ॥

ভণিতা,—

দেখিলা জামাতা মুখ সদাগর তাজে শোক

সর্ব লোক বল হরি হরি।

ভণে দ্বিজ অমর সিংহ কৃষ্ণকথা মধু ভুজ

পির নয় করপুট করি ॥

শেষ,—

কত দিন পরে সাধুর কাল পূর্ণ হল।

পুত্র জামাতাকে ধন অংশ করে দিল ॥

লীলাবতী সঙ্গে সাধু গঙ্গাবাসে গেল।

অন্তর্গঙ্গাতে সাধুর বিমুখপ্রাপ্তি হৈল ॥

মুখে স্বর্গে গেলা সাধু সঙ্গে লীলাবতী।

সত্যলোকে সদাগরের হইল বসতি ॥

যথা শক্তি লিখি এই হরি গুণগান।

সত্যনারায়ণকথা এই সমাধান ॥

ইতি সত্যনারায়ণ কথা সমাপ্ত ॥ প্রণাম—নমো  
ব্রহ্মণ্যদেবায় ইত্যাদি ॥ আশীর্বাদং দত্তা ঘট-  
বিসর্জনে কুর্ঘ্যাৎ ॥

—

১০১। বৃহদ্বিরাট।

রচয়িতা—সাবল কবি।

পত্রসংখ্যা—১০০। সম্পূর্ণ ও সম্পূর্ণ গ্রন্থ,

লিপিকাল ১২৭৬।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শরণং। অথ বিহদ্বিরাট

পর্ব লিপিতে,—

জন্মেজয় বলে মুনি করি নিবেদন।

হৃষ্যোদন ভরে পূর্বপিতামহগণ ॥

বিরাট নগর মধ্যে রহিল লুকারে।

একই বৎসর বঞ্চে অভ্যাত হইয়ে ॥

কিরূপে পরের ঘরে করিল বঞ্চন।

কোন নামে কোন বেশে রয়ে কোন জন ॥

সেই কথা কহ মুনি করিয়া বিস্তার।

হৃষ্যোদন হুষ্ঠমতি বড় হুয়াচার ॥

মুনি বলে জন্মেজয় তনু সাবধানে।

কৃষ্ণ সহ পঞ্চ ভাই আছে কাননে ॥

অনেক ব্রাহ্মণ আছে করিয়া বেষ্টিত।

আপনে হইয়া মুনি ধর্ম পুরোহিত ॥

সে সকল লঞা রাজা কানন ভিতরে।

ভট্টল বনের অস্ত্র দ্বাদশ বৎসরে ॥

সভে জ্ঞাত আছে তাহা পূর্বের উত্তর ।

রাজা নিয়ম করিয়াছে সভার ভিতর ॥

দ্বাদশ বৎসর মোরা রহিব বিপিনে ।

এক বৎসর অজ্ঞাতে বঞ্চিত ছয় জনে ॥

ইত্যাদি ।

ভণিতা,—

(১) শারদার পাদপদ্ম করিলা স্মরণ ।

রচিল সাবল কবি উৎকল ব্রাহ্মণ ॥

(২) সারদা সেবিয়া মনে চিন্তিয়া উপায় ।

বিরাট পর্ব ভারত কথা সাবল কবি গায় ॥

(৩) ভারতীকে ভাবিয়া ভারত বিরচিল ।

সাবল কবিরে সারদার রূপা ছিল ॥

মধ্য,—

এতেক বচন শুনিয়া তখন

অর্জুন হইল কোতুকা ।

মন্ত্র অভিষেকে পরম কোতুকে

পাশাভেদ নাগ ডাকি ॥

মিল মিছ ভুগে সংগ্রাম দুজনে

ধনু ধরি নিরুপগে ।

গোসিংহ অম্বরে ধনু ধবি করে

শুণ দিলা ততক্ষণে ॥

শুণে শুণ দিল টঙ্কার ছাড়িল

অতি ঘোর শব্দ শুনি ।

ধনুকে অর্জুন তবে দিল শুণ

সবে পরমাদ শুনি ॥

ছাড়িল টঙ্কার সবে চমৎকার

বাক্যযুদ্ধ আগে হৈল ।

গোসিংহ অর্জুনে সংগ্রাম দুজনে

বাণে আচ্ছাদন কৈল ॥ ইত্যাদি

শেষ,—

কল্পা বিজ্ঞা দিয়া তবে মৎস্ত অধিকারী ।

নয়ন ভরিয়া দেখি বল রাম হরি ॥

আনন্দের নাহি সীমা ভাই পঞ্চ জন ।

হইল বিরাট পর্ব এত দূরে সায় ।

সারদাকে ভাবিয়া সাবল কবি গায় ॥

অজ্ঞান বালক শিশু অতি মুঢ়মতি ।

কেবল ভরসা মনে দেবী সরস্বতী ॥

এই সে ভারত-কথা অতি সুধাময় ।

যত শুনি তত মোর তৃপ্তি নাহি হয় ॥

এ কথা শ্রবণে পাণীর পাপ হয় নাশ ।

শ্লোকচ্ছন্দে রচিলেন মহামুনি ব্যাস ॥

সেই অম্বসারে আমি পাঁচালি রচিল ।

এ কথা শ্রবণে পাণীর পাপ হবে গেল ॥

একমনে নর যদি স্মরণ করয় ।

মনের সদগতি হয় নাই স্বমভয় ॥

অনায়াসে তবে সেই শমনের দায় ।

লিখেন সাবল কবি শ্রীহরি রূপায় ॥

আদি রস অম্বসারে লিখিলাম এত ।

এত দূরে বিরাট পর্ব হইল সমাপ্ত ॥

যথা দৃষ্টং ইত্যাদি । লিখিতঃ শ্রীগোরাচাঁদ মিত্র

সাকিম ভূতুড়া । পরগণে খটকা, থানা সিউড়ী ।

নতালকে জেলা বীরভূম ।

ত্রিপদী,—

ভূতুড়াতে বসতি গয়ানাথ মিত্র

গোরাচাঁদাগ্রজ হয় ।

বার পাত থাকিতে সায় হৈল নিশিতে

অম্ববুদ্ধি আমার হয় ॥

বিজ্ঞ মহাশয় যত পড়িবেন শুদ্ধ মত

অশুদ্ধ হইলে শুদ্ধ করিবেন ।

মোর এই নিবেদন শুন শুন সর্বজন

অজ্ঞান বলিয়ে ক্ষমিবেন ॥

আমি অতি মুঢ়মতি কি জানি জ্ঞতি মিনতি

জ্ঞান অম্বসারে কৈল এত ।

স্ববুদ্ধি স্বধীর জন মোর প্রতি দয়াবান

হইবেন বলামাত্র এত ॥

এই পুস্তক নদেই ঘোষের পশ্চিমবঙ্গী ঘরের

প্রহর হইয়াছিল। ইতি সন ১২৭৬ সাল, তাঃ ৯ই আশ্বিন।

১০২। বিরাট পর্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

পত্রসংখ্যা—১০০। সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ গ্রন্থ।

লিপিকাল—১২৬১।

আরম্ভ,—

১/৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ চরণে শরণং। অথ বিরাট পর্ব লিখ্যতে। নারায়ণং নমস্কৃত্য। ইত্যাদি।

জন্মেজয় বলে কহ শুনি তপোধন।

দ্রুঘোদন ভয়ে পূর্বে পিতামহগণ ॥

বিরাট নগর মধ্যে রহিলা অজ্ঞাতে।

এক সম্বৎসর রহিলেন কোন মতে ॥

বৈশম্পায়ন বলে শুন মহারাজ।

দ্বাদশ বৎসর বাস অরণ্যের মাঝ ॥

পঞ্চ ভাই পাণ্ডব পাণ্ডালী সমুদিত।

বহু দিগ্গণ আর ধর্ম পুরোহিত ॥ ইত্যাদি।

মধ্য,—

এতেক বিচার করে কুরুসৈন্যগণ।

সমী বৃকতলে গেলা ইন্দ্রের নন্দন ॥

উত্তরে বলিল তুমি যুদ্ধযোগ্য নহ।

এই সমী বৃক দীর্ঘ উপরে আরোহ ॥

ধনুশ্চেষ্ট গাণ্ডীব আছএ বৃকপরে।

দিব্য যোগ্য ভূণ আছে পরিপূর্ণ শরে ॥

বিচিঞ্জি কবচ ধ্বজ শঙ্খ মনোহর।

বৃকপর চড়ি শীঘ্র আনহ উত্তর ॥ ইত্যাদি।

শেষ,—

আনন্দে বিরাট রাজা কৈল কজ্ঞাদান।

যন্তেক যোতুক দিল নাহি পরিমাণ ॥

সহস্র সহস্র গজ রথ যুখে যুখে।

দাস দাসী গো মহিষ অযুতে অযুতে ॥

বিজগণে দক্ষিণা দিলেন বহুতর।

পুণ্য কথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।

পৃথিবীতে নাহি স্নেহ ইহার সমান ॥

ইহার শ্রবণে যত স্নেহ লভে নর।

ভাদ্রশ নাহিক স্নেহ স্বর্গের উপর ॥

দিব্য জ্ঞান জন্মে হয় পাপের বিনাশ।

পাঁচালীতে সেই কথা করিল প্রকাশ ॥

কাশীরামদাস কহে রচিয়া পয়ার।

অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥

ইতি মহাভারতে চতুর্থ বিরাট পর্ব সমাপ্ত ॥

যথা দৃষ্টং ইত্যাদি ॥ ভীমস্যাপি ইত্যাদি ॥ লিখিতং

শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত। সাকিম পলসাদা। পাঠক

শ্রী.....সাকিম বিরজামপুর নিবাসী। শ্রীকালী-

চরণ দাসেব ভাইপোর বিরাট পর্ব গ্রন্থ পুথি

লিখিলাম। সন ১২৬১ সাল; তারিখ ৯ আশ্বিন

মাসে সম্পূর্ণ করিঞা দিলাম।

১০৩। দানপর্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

পত্রসংখ্যা—৫২। সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ।

লিপিকাল—১২৫৪ সাল।

আরম্ভ,—

১/৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচরণ ভরসা। অথ দান-পর্ব লিখ্যতে।

দানপর্ব কথা কহি সংসারের সার।

অশেষ পাতক নাশে শ্রবণে বাহার ॥

এই মত ভীষ্মের শ্রদ্ধা তর্পণ করিয়া।

রাজগণ বিপ্রগণ বিদায় হইয়া ॥

হেনমতে নানা ধর্ম করি ধর্মরায়।

ভ্রাতৃগণ সঙ্গে রাজা নিজালয়ে যার ॥

ঋষিগণ রাজাগণ বত বিপ্রগণ।

নিজালয়ে গেল বলভদ্র নারায়ণ ॥

বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃত লহরী।



শুনহ সকল লোক না করিহ হেলা ।  
কলি-ভবসাগর তরিতে এই ভেলা ॥  
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার ।  
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥

মধ্য,—

মুনি বলে যুধিষ্ঠির সমত সন্তাপ ।  
জ্ঞাতিবধ কৈল মুক্তি না খণ্ডিবে পাপ ।  
ব্যাধ কহে শুন রাজা ধর্ম অবতার ।  
অন্তরে বধিয়া পৃথ্বী খণ্ডাইলে ভার ॥  
তোমার সহায় সখা দৈবকীকুমার ।  
তিহো যার সহায় আছে কি পাপ তাহার ॥  
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সংসারের সার ।  
সর্বদেবের সার হরি চারি বেদের পার ॥  
বাহার নামেতে যত পাপী হৈল পার ।  
হেন কৃষ্ণ তব সখা ভয় কর কার ॥

ইত্যাদি ।

শেষ,—

কহিল বে দানপর্য্যন্ত অতি উপাখ্যান ।  
ইহা যে শুনে তার হয় দিব্যজ্ঞান ॥  
মহাতারতের কথা অমৃতের ধার ।  
ইহার শ্রবণে পাপীর হয় ত নিক্তার ॥  
দানপর্য্যন্ত কথা লোক শুন একচিত্তে ।  
অশেষ পাতক নাশে যার শ্রবণেতে ॥  
শ্রদ্ধা করি শুনে লোক দানপর্য্যন্ত কথা ।  
কুষ্ঠ ব্যাধি দূর হয় ঘুচে তার ব্যথা ॥  
ধনে ধাত্তে পুত্র পৌত্রে বাড়ে ঠাকুরাল ।  
যেই জন শুনে এই অমৃত রসাল ॥  
আর কত কথা আছে ইহার ভিতরে ।  
দানপর্য্যন্ত কথা যে সমাপ্ত এত দূরে ॥

যথা দ্রষ্টং তথা লিখিতং । লিখকো দোষ  
নাস্তিকং । লিখিতং শ্রীবেণীমাধব মজুমদার সাং  
বীরসিংহপুর কালীর বাটী । ইতি সন ১২৫৪ সাল ;  
তাং ১০ চৈত্রী ।

১০৪ । শাস্তিপর্ব্ব ।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস ।

পত্রসংখ্যা—১৮ । লেখক ইহার পর আর

অগ্রসর হয় নাই ।

আরম্ভ,—

১/৭ শ্রীকৃষ্ণা শ্রী । অথ শাস্তিপর্ব্ব লিখ্যতে ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন ।

শাস্তিপর্ব্ব পুণ্যকথা শুন দিয়া মন ॥

জ্ঞাতির তর্পণ করি ভাগীরথীর জলে ।

শোকাকুল যুধিষ্ঠির উঠিলেন কূলে ॥

অশোচান্তে কৈল রাজা শ্রাদ্ধ শাস্তিদান ।

গঙ্গাতীর ছাড়ি গৃহে না কৈল পয়ান ॥

জাহ্নবীর তীরে কৈল উভয় আলয় ।

তথায় রহিল যুধিষ্ঠির মহাশয় ॥

নারদ কণ্ঠ্য ব্যাস আদি মুনি করি ।

সকলে আইলা তথা তপ পরিহারি ॥

জ্ঞাতি-শোকে যুধিষ্ঠির বাইতে চাহে বন ।

বুঝাইতে আইলেন বত মুনিগণ ॥

যার যেই অংশনে বসিল মুনিগণ ।

পঞ্চ ভাই বসিলেন সহ নারায়ণ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বসিলেন বিজয় মহামতি ।

নানাবিধ শাস্ত্রকথা পাণ্ডব সংহতি ॥

জ্ঞাতি-শোকাকুল রাজার মন নহে স্থির ।

অবিরত চারি ধারা চক্ষে বহে নীর ॥

নিখাস ছাড়িয়া বলে পাণ্ডবের পতি ।

বহুমতী ভোগেতে না লয় মোর মতি ॥

ইত্যাদি ।

১০৫ । প্রহ্লাদচরিত্র বা গোবিন্দ-মঞ্জল ।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস ।

পত্রসংখ্যা—১১ । সম্পূর্ণ গ্রন্থ ।

আরম্ভ,—

১/৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রী । অথ প্রহ্লাদচরিত্র

আরম্ভ,—

হিরণ্যকশিপু হৈল কশ্যপ কুমার ।  
চারি পুত্র হৈল তার পরম সুন্দর ॥  
রূপের তুলনা নাই শুণে অনুপাম ।  
প্রহ্লাদ অমুজ তার খুইল অই নাম ॥  
কন্যাপু জননী হৈতে এ চারি নন্দন ।  
প্রহ্লাদ হইল তার কৃষ্ণ নারায়ণ ॥  
প্রহ্লাদ বৈষ্ণব হৈল পরম সুন্দর ।  
যেন চান্দ বলরাম অতি দীপ্তিকর ॥  
পঞ্চ বৎসরের শিশু হৈল চারি জন ।  
ডাকাইয়া বণ্ডামার্কি বলিছে রাজন ॥  
ইত্যাদি ।

অন্তঃ,—

হিরণ্যকশিপু বলে বচু দর্প করি ।  
হরিকে ভজিলে বেটা কোথা তোর হরি ॥  
এই স্ফটিকের স্তম্ভ দেখি তোর কাছে ।  
ইহাতে কি কহি তোর হরি নাকি আছে ॥  
শুনি প্রহ্লাদের হৈল আনন্দিত মন ।  
এই স্ফটিকের স্তম্ভ হরি ছাড়া নন ॥  
জীবাত্মা থাকেন হরি ভাবেন প্রহ্লাদ ।  
স্তম্ভমধ্যে কহিলাম বড়ই প্রমাদ ॥  
ভকতের বাক্য হরি পালিবার তরে ।  
প্রবেশ করিলা আসি স্তম্ভের ভিতরে ॥  
দেখিব কেমন হরি স্তম্ভ তোর বটে ।  
মুষ্টিক মারিল রাজা সেই স্তম্ভ ফাটে ॥  
মুষ্টিক মারিল স্তম্ভে ক্রোধে নৃপবর ।  
বাহির হইলেন নরসিংহ অবতার ॥ ইত্যাদি ।

শেষ,—

প্রভু বলেন প্রহ্লাদ মনের কথা কই ।  
চিরকাল আমি ভকতের বশ হই ॥  
মোর সনে ভব পিতা যুঝিল বিস্তর ।  
এই দেখ মালা চিহ্ন অজ্ঞেতে আমার ॥  
মোর প্রাণধন তুমি শুন রে প্রহ্লাদ ।

ভাল ভাল বলি প্রভু নিল নিজ পূজা ।  
সেই দেশে প্রহ্লাদে করে করিলেন রাজা ॥  
গোবিন্দমঙ্গল-গীত কৃষ্ণদাস গান ।  
প্রহ্লাদচরিত্র গীত হইল সমাধান ॥

লিখিতঃ শ্রীমাহাইচান্দ রায় । সাক্ষিম ভুরকুনা;  
নিবাস বীরসিংহপুর । পাঠক শ্রীকালচান্দ দাস;  
সাক্ষিম বীরসিংহপুর । ইতি সন ১২৬০ সাল  
তারিখ ১ পল্যে কান্তিক ।

১০৬-১০৭ । মোহমুদগর উপাখ্যান ও

শ্রীরাধার অষ্টোত্তরশত নাম ।

রচয়িতা—অনুল্লিখিত ।

পত্রসংখ্যা—২০ । সম্পূর্ণ গ্রন্থ ।

আরম্ভ,—

অথ মোহমুদগর উপাখ্যান লিখ্যতে ।—  
এক দিন শিব দুর্গা বসিয়া কৈলাসে ।  
রহস্তের কথা কহেন পরম হরিসে ॥  
পার্বতী বলেন নাথ করি নিবেদন ।  
কৃষ্ণভক্তিকথা কিছু করিব শ্রবণ ॥  
শিব বৈল কৃষ্ণকথা শুনহ পার্বতী ।  
একচিত্ত হয় শুন আমার ভারতী ॥  
অভিমত্যা বীরে যদি মারিলেক দ্রোণ ।  
কোন মতে শাস্ত তবে হয় না অর্জুন ॥  
সেই সব কথা মোবে কহ শূলপাণি ।  
তোমার প্রসাদে আমি কৃষ্ণকথা শুনি ॥  
এ কথা শুনিয়া তবে দেব ত্রিলোচন ।  
কহি শুন কৃষ্ণকথা হয় একমন ॥ ইত্যাদি ।

মধ্য,—

কপূর তাধুল রত্নবাটীর উপরে ।  
মালতীর মালা গলে চাঁপা নাগেশ্বরে ॥  
দ্বারেতে কনক হুস্ত পূর্ণ করি জল ।  
উপরে ঢাকিয়া আছেন নেতের আঁচল ॥  
বসেছে সুন্দরীরঙ্গ পালক উপরে ।

বিদগধরূপ তার জগত-মোহিনী ।  
কুন্তলে বিচিত্র চূড়া অলকা দোলনি ॥  
কনকের সিঁথি পাটী গাঁথি মুক্তামালে ।  
মণিময় মুকুতা হলিছে গণ্ডস্থলে ॥  
কপালে সিন্দূরবিন্দু চন্দন প্রলাপ ।  
ভুরুমধ্যে শোভিয়াছে অনন্দের চাপ ॥

অতএব তাহার আমি স্ত্র মাত্র কৈল ।  
যে কিছু বিশেষ স্ত্র মধ্যেই কহিল ॥  
এবে কহি শেষ লীলার মুখ্য স্ত্রগণ ।  
প্রভুর অসংখ্য লীলা সম্যক না যায় কখন ॥  
ইত্যাদি ।

মধ্য,—

ইত্যাদি ।

শেষ,—

সংসার সমুদ্র হয় শুন সর্বজন ।  
মীনরূপে বিহার করয়ে প্রাণিগণ ॥  
মায়া রূপ জাল তাহে আছয়ে বেড়িয়া ।  
দড়ি হাতে বসিয়াছে শমন দাঁড়িয়া ॥  
বেই দিনে ধীবর আকর্ষিবে জাল ।  
সেই দিন সবাকার হবে মৃত্যু কাল ॥  
জাল এড়াইতে ভাই কৃষ্ণনাম ভেলা ।  
নাম চিন্তা নাম ভজ না করিহ হেলা ॥

ইতি মোহমুকার সমাপ্ত ॥ যথা দিষ্টং ইত্যাদি ।

পাঠক শ্রীকালীচাঁদ দাস । সাকিম আড়াইপুর  
ইতি সন ১২৫৫ সাল; তাং ২৫ শ্রাবণ ৮  
আষাঢ় মাস ।

পাণ্ডুবিলয় তবে কৈল সেবকগণ ।  
জগন্নাথ বসিলা গিয়া নিজ সিংহাসন ॥  
সুভদ্রা বলদেব সিংহাসনে আইলা ।  
জগন্নাথের স্নান ভোগ হইতে লাগিলা ॥  
অজ্ঞান মহাপ্রভু লক্ষ্য ভক্তগণ ।  
আনন্দে আরম্ভিল প্রভু কীর্তন নর্তন ॥  
আনন্দে মহাপ্রভুর প্রেম উছলিল ।  
দেখি লোক সব প্রেম-সমুদ্রে ভাসিল ॥  
নৃত্য করি সন্ধ্যাকালে আরতি দেখিল ।  
আইটোটা আসি প্রভু বিশ্রাম করিল ॥  
অবৈতাদি ভক্তগণ নিমন্ত্রণ কৈল ।  
মুখ্য মুখ্য নব জন নব দিন পাইল ॥

ইত্যাদি ।

শেষ,—

চৈতন্ত-লীলামৃত পুর কৃষ্ণলীলা কর্পূর  
ভই মেলি হএত মাধুর্য্য ।  
সাধু গুরু প্রসাদে ইহা যেই আশ্বাদে  
সেই জানে মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য ॥  
এই লীলামৃত বিনে খায় যদি অল্পপানে  
তত্ব ভক্তের হ্রল জীবন ।  
যার এক বিন্দু পানে প্রফুল্লিত অনুমানে  
হাসে গায় করেন নর্তন ॥

\* \* \* \*

শ্রীকৃষ্ণ সনাতন রঘুনাথ জীব চরণ  
শিরে ধরি করি যার আশ ।  
কৃষ্ণলীলামৃতাদিত চৈতন্তচরিতামৃত  
কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস ॥

১০৮ । চৈতন্তচরিতামৃত—মধ্য খণ্ড ।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ ।

পত্রসংখ্যা—১৮৪ । সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ ।

প্রাচীন লিপি—লিপিকাল অনুস্মৃতিত ।

আরম্ভ,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তজন্মায় জয়তাং । বন্দে শ্রীকৃষ্ণ-  
চৈতন্ত ইত্যাদি ।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় কৃপাসিদ্ধ ।

জয় জয় শচীসুত জয় দীনবন্ধু ॥

জয় জয় নিত্যানন্দ জয়ধৈর্যচন্দ্র ।

জয় শ্রীনিবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

পূর্বের কহিল আদি লীলার স্ত্রগণ ।

বৈষ্ণবকরণং পুনর্নীলাচলগমনং নাম পঞ্চবিংশতি  
পরিচ্ছেদঃ ॥

১০৯। কৃষ্ণমঙ্গল।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস।

পত্রসংখ্যা—৪১ পত্রের পর খণ্ডিত। সুন্দর  
ও সুস্পষ্ট লিপি।

আরম্ভ,—

/৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ। অথ কৃষ্ণমঙ্গল লিখ্যতে।

নমো বন্দ গণপতি সর্ব অঙ্গে যার স্থিতি  
বিস্ববিনাশ মহাশয়।

তমু লব্ব খর্কোদর হেমকুচি যিনি কর  
সম দয়া সদয় হৃদয় ॥

শোভা করে করিমুণ্ড দৈবং চলায় শুণ্ড  
তাহে শোভে এ তিন লোচন।

পরিধান বাখাধর করি দণ্ড মনোহর  
জয় দেব নৃসিংকবাহন।

ভগিতা,—

(১) শুন রে ভকত জন করিয়া বিশ্বাস।

মাধব-চরিত গান গায় কৃষ্ণদাস ॥

(২) কৃষ্ণদাসের মন সদাই চঞ্চল।

মাধব-চরিত গান শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥

(৩) মায়ের বচনে আঁধি করে ছল ছল।

কৃষ্ণদাস বিরচিল শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥

অন্তত্,—

প্রভাতে উঠিঞা গোধন লইঞা  
চলিলা যাদব রায়।

ব্রজশিশু মাঝে নীলমণি সাজে  
আগে আগে খেহু ধার ॥

হরজ অধরে বন বেণু পুরে  
আধা আধা দেই রব।

ছাড়ি গৃহকাঙ্ক্ষা গুরুভয় লাজ  
গোপিনী বাইল সব ॥ ইত্যাদি।

১১০। রাধিকামঙ্গল বা শ্রীমতীর

কলঙ্কভঞ্জন।

রচয়িতা—কবিচন্দ্র।

পত্রসংখ্যা—১৬। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। স্থানে স্থানে  
মসি বিলুপ্ত হইয়াছে।

আরম্ভ,—

/৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।

রাজা বলে কহ কহ অপূর্ব কথন।

কহ কৃষ্ণকথা মুনি করিএ স্মরণ ॥

শুকদেব বচনে রাজা পরীক্ষিত বলে।

কি কস্ম করিল কৃষ্ণ যশোদার কোলে ॥

এক দিন নন্দরাণী গোবিন্দ লইয়া।

লক্ষ লক্ষ চুষ খান কোলে বসাইয়া ॥

মধ্য,—

কাজরে মিসাল যেন নব গোরচনা।

নীলমণি মাঝে যেন বৈসে কাঁচা সোনা ॥

কুরঙ্গের মাঝে যেন চম্পকের দাম।

নবীন মেখেতে যেন বিজরি অমুপাম ॥

শ্রীকৃষ্ণ...দিঞা রাধা করে কোলে।

কালিন্দীর জলে যেন সোনা কুন্ত হেলে ॥ ইত্যাদি

শেষ,—

এখন নিশ্চিত বসে থাক গিঞা ঘরে।

নিশ্চয় যাইব আমি বিরল মন্দিরে ॥

এত বলি যান কৃষ্ণ হাসিঞা হাসিঞা।

যশোদার কোলে কৃষ্ণ চাপিলেন গিঞা ॥

রাধিকামঙ্গল বিজ কবিচন্দ্রে গায়।

এত দূরে রাধিকামঙ্গল হইল সায় ॥

লাঞ্জে কল্যাণ করি গাএনে খবর।

আসর সহিতে কৃষ্ণচন্দ্রে দিবেক বর ॥

গোবিন্দমঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায়।

হরি হরি বল সব পাপা হল সার ॥

ইতি শ্রীমতীর কলঙ্কভঞ্জন সম্পূর্ণ। সন ১২০৭

সাল ৪ আশ্বিন। পাঠক শ্রীকালচাঁদ দাস।

১১১। গুরুদক্ষিণা বা শম্বাসুর-বধ কথা।

রচয়িতা—শঙ্কর।

পত্রসংখ্যা—৪। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল—

১১৯৮ সাল।

আরম্ভ,—

১/৭ শ্রীকৃষ্ণ।

রামরাজি পোহাইল প্রভাষ বিহানে।  
সভা করি বসিলা হরি কমল নয়নে ॥  
মথুরার লোক বৈসে বতি ঋতুপর্ণ।  
গড়িঞা শুনিয়া তারা অমৃত বচন ॥  
পণ্ডিত সভায় মূৰ্খ বসিতে না পারে।  
হংস মধো বক বেন শোভা...করে ॥  
পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা সমস্যা পুরিঞা।  
মূৰ্খ নাহি বুঝে তাহা পণ্ডিত হঞা ॥  
পণ্ডিত সভায় কৃষ্ণের নাহি রয় কথা।  
সভায় বসিঞা কৃষ্ণ বড় পাইল বাধা ॥

ইত্যাদি।

মধ্য,—

না কান্দ না কান্দ তোমরা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।  
তোমার পুত্র আমি আজি দিব আমি ॥  
স্বৰ্গ মর্ত্ত পাতাল আমার অধিকার।  
অসুর মারিতে আমি কৈল অবতার ॥  
আজি ত আনিয়া দিব তোমার কুমার।  
তিনটা ভুবন বটে মোর অধিকার ॥  
ব্রাহ্মণী প্রবোধ করি সমুদ্রজলে গেলা।  
কোপবান হঞা কৃষ্ণ শর ত বুড়িলা ॥  
আসিয়া বরুণ রাজা প্রণাম করিল।  
কাতর হইঞা রাজা কহিতে লাগিল ॥

ইত্যাদি।

ভণিতা,—

শম্বাসুরবধ কথা কহেঙ শঙ্কর।  
এ ভব সাগরে পার কর দামোদর ॥

শেষ,—

প্রণাম করিঞা ঘোহে রাম দামোদর।  
হই জাইলি হইলা আপনা ঘর ॥

শিতামাতার চরণে বাঞ্ছা প্রণাম করিল।

মথুরা নগর তবে আনন্দিত হইল ॥

মথুরার লোক সবে আনন্দ বিহবল।

সকল ভক্তকে কৃষ্ণ চাপি দিল কোল ॥

কৃষ্ণ দেখি সকলের মনে হৈল তৃপ্ত।

গুরুদক্ষিণা পুস্তক হইল সমাপ্ত ॥

যথা দৃষ্টং ইত্যাদি—লিখিতঃ শ্রীবাঞ্ছারাম দে  
সাং পঠেয়া পাড়া। পঠিতঃ শ্রীমোহনলাল রজক সাং  
রাধানগর। সন ১১৯৮ সাল, ২৭ আশ্বিন রোজ  
শনিবার।

—

১১২। অর্জুন-সংবাদ।

রচয়িতা—অমূল্যধিত।

পত্রসংখ্যা—৯। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল

১২৬৬ সাল।

আরম্ভ,—

৬শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ অথ অর্জুনসংবাদ লিখাতে।

সাবধান হয়ে নর শুন একচিত্তে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন কথা হৈল যেই মতে ॥

শুনিলে তুরিতে পাপ খণ্ডে ততক্ষণ।

বৈষ্ণবমাহাত্ম্য কথা কহ নারায়ণ ॥

ইহা শুনিবারে মোর অভিলাষ মনে।

কোন পথে যায় লোক বৈষ্ণব ভক্তগণে ॥

কহত সকল কথা কমললোচন।

কেমন প্রকারে পায় তোমার চরণ ॥

কৃষ্ণ বলে শুন বলি তোমার সাক্ষাতে।

আমাকে বৈষ্ণবগণ গায়ত যেমতে ॥

মধ্য,—

আমার যে নাম নিতে মনে ইচ্ছা করে।

তাহাকে তরাই আমি এ ভব সংসারে ॥

ভক্তিয়ুক্ত হঞা যোবা করএ কীর্তন।

সেইত সংসার মধ্যে পতিতপাবন ॥

তাহার উপমা দিতে না পারে কোন জন।

সেই সে পবিত্র করে অধিল ভূষন ॥

মোর নাম যেবা লয় হয়ে শুদ্ধমতি ।  
নিশ্চয় তাহাকে আমি করিএ ভক্তি ॥

ইত্যাদি ।

শেষ—

কায়মনোবাক্যে যেরা লয় হরিনাম ।  
 জন্মে জন্মে শ্রীকৃষ্ণচরণে হয় ধ্যান ॥  
 দিনান্তরে হরিপদে রাখ তাই ভক্তি ।  
 শুনিলে সে সব কথা পাপে হয় মুক্তি ॥

ইতি শ্রীঅৰ্জুনসংবাদ পুস্তক সমাপ্ত ॥ যথা-  
দ্রিষ্টং ইতি । সন ১২৬৬ সাল তাঃ ১৪ আশ্বিন  
শ্রীঅখিলচন্দ্র দত্ত সাক্ষি সীতামুদ্রী ।

११७ । नाबखद-संवाद ।

বচস্বিতা—করযাদাশ ।

পত্রসংখ্যা—২৩। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল  
১২৩৫ সাল।

আরম্ভ, —

श्रीकृष्णस्तु जयति ॥

নমহ নমহ প্রভু আদি সনাতন ।  
 ক্ষীরোদ সাগরে বটপত্র স্নোভন ॥  
 নম নম সত্যযুগে মৎস্য অবতার ।  
 যেকপে করিলা প্রভু বেদের উদ্ধার ॥  
 নম নম করপুটে কষ্ণ মুরতি ।  
 পৃষ্ঠপরে যেকপে ধরিলা বহুমতি ॥  
 ইত্যাদি

नक्षत्र,—

এক দ্বিজ অতি বড় দরিদ্র আছিল ।  
 ধনলোভ করি কিছু লুকাঞ রাখিল ॥  
 কিছু আনি দিলেক দূতের বিদ্যমান ।  
 কহিলাম বত কিছু পাঞাছিলাম ধন ॥  
 দূতগণ দ্বিজস্থানে সব ধন লঞা ।  
 রাজার নিকটে সব উত্তরিল গিয়া ॥

শেষ,—

শ্রব করি নারদ করেন প্রণিপাত ।  
 জয় জয় যদুসূত জয় জগন্নাথ ॥  
 তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর ।  
 শ্রাব্য জগৎ তুমি সর্ব ধরাধর ॥  
 তোমাতে উৎপত্তি সব তোমাতে মিলায় ।  
 আক্ৰায় নৃজন হয় বিশ্বাসে মিলায় ॥  
 দীনদীন আমি তব কি জানি মহিমা ।  
 পঞ্চমুখ চতুর্মুখ নাহি পায় সীমা ॥  
 এতেক বলিঞা মুনি বিদায় হইল ।  
 লক্ষ্মীনারায়ণ দৌড়ে আনন্দে রহিল ॥  
 শ্রীগুরুচরণপদ মনে করি আশ ।  
 পূরণ প্রমাণ রচিলেন কৃষ্ণদাস ॥  
 তি নারদসংবাদ পুস্তক সমাপ্ত ॥ ইতি সন  
 সাল ৭ পৌষ ।

১১৪। প্রসাদচরিত্র বা গোবিন্দমঙ্গল।

ରଚୟିତା—କୃଷ୍ଣଦାସ ।

শতসংখ্যা—৯। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল—১২৩১।

আরও,—

१९ श्री श्री हरि ।

প্রথমে বন্দিব শ্রীশুর চরণ ।  
 অজ্ঞান-ভিমির নাশ কৈল যোবা জন ॥  
 জীবে যে না শুনে কৃষ্ণনাম না করে ভাবনা ।  
 পুন পুন হয় জীবের গর্ভের যন্ত্রণা ॥  
 একবার জনমিয়া আরবার মরি ।  
 তথাপিহ কৃষ্ণনাম ভজন না করি ॥  
 হইয়া মায়ের গর্ভে পায় দারুণ ব্যথা ।  
 তখন মনে পড়ে জীবের সপ্ত জন্মের কথা ॥  
 ইত্যাদি ।

अथा,—

শিশুগণ বলে প্রহ্লাদ কোন মন্ত্র জানি।

DATE RECEIVED BY THE UNITED STATES

ময়া না জন্মিল ভাই মোরা দুঃখ পাই ।  
কোন মন্ত্রে আইসে পাঠ কহি নাই ভাই ॥  
প্রহ্লাদ বলেন বড় প্রীত পাবে মনে ।  
হের আইস হরিনাম দিএ সবার কানে ॥  
হাসিয়া বলেন শিশু প্রহ্লাদের কাছে ।  
কৃষ্ণ ভজিবার তাহে ভেদ করিয়াছে ॥

ইত্যাদি ।

শেষ,—

আমার পরাণ ধন বলি রে প্রসাদ ।  
তোমার গুণে ক্ষমিলাম তার অপরাধ ॥  
ভাল ভাল বলি দৈত্যপতি সায় দিল ।  
সেই দেশের নৃপতি প্রহ্লাদে করিল ॥  
গোবিন্দমঙ্গল গীত কৃষ্ণদাস গায় ।  
হরি হরি বল সব পাপ দূরে যায় ॥  
ইতি শ্রীপ্রসাদ-চরিত্র সমাপ্ত ॥ যথ দিষ্টং  
ইত্যাদি । লিখিতঃ শ্রীরাজবল্লভ দত্তগুপ্ত । বসন্তপুর  
নিবাস । পাঠক শ্রীসহনলাল রজক সাং লম্বোদরপুর  
সন ১২৩১ সাল তারিখ ৩ ভাদ্র এক প্রহর বেলায়  
সমাপ্ত ।

১১৫। গয়াপালা ।

রচয়িতা—কৃতিবাস পণ্ডিত ।

পত্রসংখ্যা—১৩। সম্পূর্ণ গ্রন্থ । লিপিকাল  
১২৬৬ সাল ।

আরম্ভ,—

১/৭ শ্রীশ্রীহরি ॥ অথ গয়াপালা লিখ্যতে ॥  
রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি । অথ রঘুনাথের  
গয়াকৃত্য লিখ্যতে ।

সর্ব আগে বন্দি সীতারামের চরণ ।  
তাহার অমূল্য বন্দ ঠাকুর লক্ষণ ॥  
কৌশল্যা জননী বন্দ দশরথ পিতা ।  
ভরত শত্রুঘ্ন বন্দ কৈকেয়ী যার মাতা ॥  
বাহার প্রসাদে রাম ত্যজে দণ্ড ছাড়া ।

মধ্য,—

সীতা বলে অবধানে গুন গুণনিধি ।  
বালির পিণ্ড খাইল রাজা সাক্ষী ফল্গু নদী ॥  
সিংসপা বৃক্ষ আর আছেন তুলসী ।  
বটবৃক্ষ সাক্ষী আছে প্রভুকে কহ আসি ॥  
কোপে রাম হইয়াছেন আরক্ত লোচন ।  
রাম-ডরে সাক্ষী দিতে নারে কোন জন ॥  
চারি জনের এক জনা সাক্ষী না বলিলে ।  
একদৃষ্টে রঘুনাথ সীতাকে নেহালে ॥  
কাদিতে লাগিল সীতা জনক-নন্দিনী ।  
সীতা বলে ফল্গুনদী দিব শাপবাণী ॥  
দেখে গুনে না বলিলে প্রভুর হজুরে ।  
তোমার উপর পার হব শৃগাল কুকুরে ॥  
...দরিদ্রা সীতা হবে অন্তঃশিলা ।  
দেখে গুনে সাক্ষী তুমি কেন নাহি দিলা ॥  
সিংসপা বৃক্ষ অরে তোর বড় ভুল ।  
আজ হইতে নিগন্ধ হইবে তোর ফুল ॥  
দেবকার্য্যে না লাগিব আমি দিল শাপ ।  
সাক্ষী না পুরিলে তুমি বড় দিলে তাপ ॥  
সিংসপার ফল যে যোজনগন্ধা ছিল ।  
সীতা দেবীর শাপে সেই নির্গন্ধ হইল ॥  
তুলসীকে শাপ দিলেন সীতা সতী ।  
কলিকালে উচ্ছিন্ন স্থানের হবে বৃক্ষজাতি ॥  
মানপত্র সমান তব পত্র নাহি হবে ।  
নারীতে তোমাকে ছুলে গন্ধ না পাইবে ॥  
সাক্ষী নাহি দিলে তুমি রামের হজুরে ॥  
তোমার উপরেতেই মূর্তিবে কুকুরে ॥  
তিন জনে শাপ দিলা বটবৃক্ষ দেখি ।  
তবে বট আসিঞা দিছে সাক্ষী ॥ ইত্যাদি ।

শেষ,—

এই কথা শুনি বেবা করেন ভক্তি ।  
তার পিতামাতাকে রাম করেন মুক্তি ॥  
বাপের শ্রাদ্ধ করিঞা চলিলা রঘুনাথে ।

আগে রাম মধ্যে সীতা পশ্চাতে লক্ষ্মণ ।

পিতৃলোকে...করি চলিলা তিন জন ॥

বনে বনে তিন জন বান বাটে বাটে ।

নেউটিঞা তিন জন গেলা চিত্রকূটে ॥

ওথায় বৈকুণ্ঠ-শোভা থাকেন নারায়ণ ।

চিত্রকূট গিরি যেমন বৈকুণ্ঠভূবন ॥

শুনিলে গয়ার কথা পাপবিমোচন ।

অযোধ্যাকাণ্ড বর্ণিলা কৃষ্ণবাস বিচক্ষণ ॥

ইতি গয়াপালা সমাপ্ত হইল ॥ শুক্রবার বেলা

এক প্রহর । লিখিতঃ শ্রীনন্দলাল সরকার সাং

সীতামুড়ী । পাঠক—শ্রীঠাকুরদাস মণ্ডল সাং

সিউড়ী । ইতি সন ১২৬৬ সাল তাঃ ৬ আশ্বিন ।

—

১১৬। বিরটি পর্ক ।

রচয়িতা- কাশীরাম দাস ।

পত্রসংখ্যা—২০ । সম্পূর্ণ গ্রন্থ । লিপিকাল—

১২৩২ সাল ।

আরম্ভ,—

১/৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ চরণ ভরসা ॥ অথ  
বিরটিপর্ক আদৌ আরম্ভ ॥

জন্মেজয় বলে কহ মুনি তপোধন ।

হুৰ্যোধন-ভয়ে পূৰ্ণপিতামহগণ ॥

বিরটি নগর মধ্যে আছিল। অজ্ঞাতে

কোন মতে বৎসরেক রহিলা তথাতে ॥

বৈশম্পায়ন বলে শুন মহারাজ ।

দ্বাদশ বৎসর রহি বনের সমাজ ॥ ইত্যাদি ।

শেষ,—

পুণ্য কথা ভারতের শুনে পুণ্যবান ।

পৃথিবীতে সুখ নাই ইহার সমান ॥

কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার ।

অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥

ইতি মহাভারতে কাশীরাম দাস বিরচিতঃ বিরটি-

চলচ্চিত্তং চলদ্বিতং চলজীবনযৌবনং ।

চলাচলমিদং সৰ্ব্বং অচলং কৃষ্ণ কেবলং ॥

ইতি ১২৩২ সাল তারিখ ২ মাঘ । লিখিতঃ

শ্রীরতিকান্ত মুজকর্ণী সাকিম সগড়ভাঙ্গা ।

—

১১৭। ভীষ্মপর্ক ।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস ।

পত্রসংখ্যা—৩০ । সম্পূর্ণ গ্রন্থ । লিপিকাল—

১২৬৬ সাল ।

আরম্ভ,—

১/৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ অথ ভীষ্মপর্ক ॥

জন্মেজয় বলে মুনি করি নিবেদন ।

অতঃপর কি করিল পিতামহগণ ॥

কিরূপে হইল যুদ্ধ কহ বিবরণ ।

প্রথমে যুদ্ধের সেনাপতি কোন জন ॥

মুনি বলে অবধান করহ রাজন ।

উলুক কহিলা গিঞা সব বিবরণ ॥

গজ্জিয়া পাণ্ডবগণ কহে পুনঃ পুনঃ ।

কুরুবংশপতি আমি তাহে নহি নান ॥

ইহা বলি হুৰ্যোধন বসিলা সভায় ।

দ্রোণাচার্য ভীষ্মকে করিবে যে সহায় ॥

ইত্যাদি ।

মধ্য,—

অথ গজ পড়িল পদাতি বহুতর ।

দেখিঞা সক্রোধ হইল গঙ্গার কোণ্ডর ॥

বাম হাতে ধনু ধরি টঙ্কারিল গুণ ।

সংগ্রামে যেমত ইন্দ্র রণে নহে উন ॥

উভয়.....সংগ্রামে প্রচণ্ড ।

সেনা সব মারি ভীষ্ম করে খণ্ড খণ্ড ॥

কারু কাটে হস্তপদ কারু কাটে কন্দ ।

সব পৈশাচ কাটি ভীষ্ম নাচএ কবন্দ ॥

ভীষ্ম আগে দেখে যার বীর নাহোন্দক ॥



শব্দ,—

সংগ্রামে পড়িল ভীষ্ম পূর্বেশির হঞা ।  
আকাশের চান্দ যেন পড়িল খসিঞা ॥  
অন্নমাত্র অবশেষে আছে দিনকর ।  
শরশয্যাগত ভীষ্মে দেখি কুরুবর ॥  
আকাশেতে দেবগণ করে হাহাকার ।  
ছুই দলে মহারণ ভীষ্মের সংহার ॥  
বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃত সমান ।  
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥  
ইতি ভীষ্মপর্ব সমাপ্ত । যথাদৃষ্ট ইত্যাদি ।  
ইতি ১২৩৬ সাল তা: ১৫ পৌষ । লিখিতঃ  
শ্রীঅধিলচন্দ্র দত্ত সাং সীতামুড়ি ।

১১৮। দ্রোণপর্ব ।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস ।

পত্রসংখ্যা—৭১। সম্পূর্ণ গ্রন্থ । লিপিকাল—  
১২৩২ সাল ।

আরম্ভ,—

১/৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণভাঃ নমঃ । শ্রীভাসদেবায়  
নমঃ । নারায়ণ নমস্কৃত্য ইত্যাদি ।  
মুনি বলে শুনি পরীক্ষিতের তনয় ।  
সমরে পড়িল যদি ভীষ্ম মহাশয় ॥  
দশ দিন যুদ্ধ করি মারি সেনাগণ ।  
আপন ইচ্ছায় ভীষ্ম হইলা পতন ॥  
মহানাদে রোদন করয়ে সেনাগণ ।  
কর্ণে চাহি কহিতে লাগিলা দুৰ্য্যোধন ॥  
ভীষ্মের পতনে কর্ণ হইল ভয়মন ।  
হৃদয় কম্পিত হৈয়া বসিল তখন ॥ ইত্যাদি ।

মধ্য,—

এত শুনি সাতাকি ডাকিল ভীষ্মসনে ।  
সাবধান হঞা যুদ্ধে থাকিবে আপনে ॥  
যদি অন্যত্র যুদ্ধ করি সমরণ ।

সাবধান হঞা সবে থাকিবে হেতাই ।

পুনরপি আসি যেন যুদ্ধিষ্ঠিরে পাই ॥

ভীম বলে যাহ তুমি অর্জুনের তথা ।

রাজার কারণে তব নাহি কোন কথা ॥

এত শুনি সাতাকি উঠিল রথোপরে ।

এক রথে যার বীর নির্ভয় অন্তরে ॥ ইত্যাদি ।

ভগিতা,—

দ্রোণপর্ব পুণ্য কথা ভগদত্ত বধে ।

কাশীরাম দিরচিল গোবিন্দের পদে ॥

শেষ,—

পাণ্ডবের দলে হৈল আনন্দ অপার ।

সবে বলে শুরু আজ হইল সংহার ॥

রত্ন সিংহাসনে বসি ধর্ম্মের নন্দন ।

ভাইগণ সঙ্গে বসে সব সেনাগণ ॥

বৈশম্পায়ন কহে জন্মেজয়ের সননে ।

এত দূরে দ্রোণপর্ব হৈল সমাধানে ॥

এইখানে রহিল আজি ভারত কথনে ॥

ইতি দ্রোণপর্ব সমাপ্ত । লিখিতঃ শ্রীরাজবল্লভ  
দাস বৈষ্ণব । সাং বসন্তপুর সম ১২৩২ সাল তা:  
১৮ আষাঢ় । সন্ধ্যাকে দুই চারি ঘড়ি থাকিতে  
সম্পূর্ণ হইল । ইতি । হে কৃষ্ণ করুণাসিদ্ধ ইত্যাদি ।  
শ্রীকৃষ্ণ সহায় । শ্রীশুরু সহায় ।

১১৯। স্বর্গ আরোহণ পর্ব ।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস ।

পত্রসংখ্যা—৩২। সম্পূর্ণ গ্রন্থ । লিপিকাল—

২৯ বৈশাখ ( সনের উল্লেখ নাই—অনুমান  
১২০০ সাল ) ।

আরম্ভ,—

১/৭শ্রীহরি । অথ স্বর্গ আরোহণ লিখ্যতে ।

তবে জন্মেজয় রাজা আনন্দিত হঞা ॥

মুনিগণে জিজ্ঞাসিল বিনয় করিয়া ॥

পিতামহগণ এক শুনিতে অমৃত ।

কিরূপে গেলেন স্বর্গ পঞ্চ সহোদর ।  
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ মুনিবর ॥  
মুনি বলে শুন রাজা কথা পুরাতন ।  
কিরূপে গেলেন স্বর্গ ধর্মের নন্দন ॥ ইত্যাদি ।

মধ্য,—

বিনা যুদ্ধে তোমা সবার অব্যাহতি নাই ।  
স্বর্গপথ রুদ্ধ কোথা যাহ পঞ্চ ভাই ॥  
এত বলি মেঘনাদ উপহাস করে ।  
চন্দ্র সূর্য্য যেন মত রাহ গ্রাস করে ॥  
না তুনিয়া পাণ্ডব যাইয়া যৌনব্রতে ।  
চারি ভাই চলিলেন রাজার সম্মতে ॥  
হেনকালে মেঘনাদ ইঞা ক্রোধযুত ।  
দ্রৌপদীর কেশ ধরি লইল তুরিত ॥ ইত্যাদি ।

শেষ,—

সর্ব্ব কণ্ঠ পরিতাপ করি সাধু জন ।  
অনুকণ কর মহাত্মারত স্মরণ ॥  
লক্ষ ধন সুবর্ণ মণ্ডিত কারি ক্ষুরে ।  
পুণ্যতীর্থ দান করি দিলেন বিজ্ঞেবে ॥  
তাহার সহস্র ফল তারত স্মরণ ।  
ভক্তিভাবে শুনিলে পাইবে নারায়ণ ॥  
ভারত-পঞ্চজরবি মহামুনি বাস ।  
স্বর্গপর্ক শুনিয়া রচিল কাশীদাস ॥

ইতি স্বর্গারোহণ পর্ক লিখাতে ॥ যথা দিষ্টং ইত্যাদি  
লিখিতং শ্রীবংশীবদন দাসগুপ্ত । সাং বসন্তপুর ।  
সমাপ্ত করিলাম দরজার বসে ॥ তা: ২৯ বৈশাখ ।

১২০ । শান্তিপর্ব্ব ।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস ।

পত্রসংখ্যা—৩৪ । সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ ।

লিপিকাল—১২২৬ সাল ।

আরম্ভ,—

১। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ: । অথ শান্তিপর্ব্ব লিখাতে ॥  
জ্ঞাতিশোকে বিকল হইয়া যুধিষ্ঠির ।

ক্রন্দন করিয়া বলে পাণ্ডবের পতি ।  
বহুমতী শাসিতে না লয় মোর মতি ॥  
জ্ঞাতিশোকে নৃপতি যাইতে চাহে বন ।  
শান্ত করিবারে আইল যত মুনিগণ ॥  
বশিষ্ঠ নারদ পরাশরের নন্দন ।  
যার যেই আসনে বসিলা মুনিগণ ॥ ইত্যাদি ।

মধ্য,—

কোথার নিবাস কিবা নাম সবা কার ।  
কি হেতু দেখিএ মূর্খি বিকৃতি আকার ॥  
এত শুনি পঞ্চ প্রেত বলএ বচন ।  
অরণ্যে নিবাস মোরা শুন তপোধন ॥  
হৃচীমুখ নাম মোর বিখ্যাত জগতে ।  
সিমুখ চৈহার নাম আছিল বিখ্যাতে ॥  
ইত্যাদি ।

শেষ,—

মহাভারতের কথা অমৃতলহরী ।  
কাহার শক্তি ইহা বর্ণিবারে পারি ॥  
যেবা গায় যেবা পড়ে করে যে শ্রবণ ।  
তাহারে প্রসন্ন হয় দেব জনার্দন ॥  
মন্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদধূলি ।  
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পাঁচালি ॥  
ইতি শান্তিপর্ব্ব সমাপ্ত ॥ যথা দৃষ্টং ইত্যাদি ॥

লিখিতং শ্রীরামলোচন দেবশর্ম্মণঃ । সাক্ষিম  
গোপালপুর । আদরস শ্রীসনাতন গরাক্ষৌ সাক্ষিম  
মহলপুর । সন ১২২৬ সাল তারিখ ২৪ আশ্বিন  
রোজম শুক্রবার তিথি পঞ্চমি । বেলা দেড়  
প্রহরের সময় সমাপ্ত হইল ।

১২১ । অনুভাব ।

রচয়িতা—অজ্ঞাত ।

গতপদ্যময় গ্রন্থ ( ১২০ সংখ্যক পুথির সহিত  
একত্র আছে ) পত্রসংখ্যা—১ । ইহাতে বৈষ্ণব  
অলঙ্কার-শাস্ত্রের এক অধ্যায়ের একাংশ হুচী মাত্র

আরম্ভ,—

অথোম্মভাবং ॥

হাব ভাব হেলা। শোভা কান্তি দৌণ্ড।  
মাধুর্য্য পৌগণ্ডতা উদার্য্য। ধৈর্য্য লীলা বিলাস।  
বিহ্বোক বিচ্ছিত্তি কিলকিক্তিত। মোট্টায়িত  
কুট্টিত বিহ্বোক। ললিত বিকৃতি। ২০।

ঈষত চপল চক্ষু পরম সুন্দর।

ভাব করি কহি তারে শুন সাধুবর ॥ ১ ॥

তিজ গ্রীবা বক্র নেত্র প্রকাশ সুলোচনা।

হাব করি কহি তারে শুন সাধু জনা ॥ ২ ॥

কুচ ক্ষুরণ প্লকিনি নিবি স্মনন।

হেলা অম্মভাবে এই শুনহ লক্ষণ ॥ ৩ ইত্যাদি।

১২২। মুঘলপর্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

পত্রসংখ্যা—১০। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল—

১২০০ সাল।

আরম্ভ,—

শ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ মুঘল পর্ব লিখাতে।

হস্তিনাপুরেতে বৈসে রাজা ধর্ম্মরায়।

পুত্রের অধিক করি.....পূজায় ॥

নিরবধি যজ্ঞদান করে মরপতি।

নৃত্য গীত নানা বাদ্য.....নিতি ॥

বীণাবংশী মুকলী বহুত শঙ্খনাদ।

পটহ মৃদঙ্গ বাজে নাহি অবসাদ ॥ ইত্যাদি।

মধ্য,—

কৃষ্ণের বচনে পার্থ রথেষ্টে চড়িয়া।

ব্রহ্মার গাণ্ডীবধান করেতে লইয়া ॥

অক্ষয় কবচ তুণ রথেষ্টে তুলিল।

কপিস্বয়ং রথে পার্থ আলিঙ্গন কৈল ॥

সারথি হইয়ে রথে চলিল আশ্রিত।

শেষ,—

বিজয় পাণ্ডবকথা শুনহ সদাই।

ইহলোক পরলোক সকল এড়াই ॥

মুঘল পর্বের কথা ইহল সমাধানে।

শুন জন্মেজয় রাজা আনন্দিত মনে ॥

কাশীরাম দাস কহে অমৃত সমান।

ইহকালে পরকালে সখা নারায়ণ ॥

একমন হইয়া যত শুনহ ভকত।

এত দূরে মুঘল পর্ব ইহল সমাপ্ত ॥

ইতি মুঘল পর্ব সমাপ্ত ॥ যথা দিষ্টং ইত্যাদি।

সন ১২০০ সাল তাঃ ২২ জ্যৈষ্ঠ।

১২৩। অশ্বমেধ পর্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

খণ্ডিত। কয়েকটি মাত্র পত্র আছে। শেষ

পত্রসংখ্যা—৯৪।

১২৪। বনপর্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

খণ্ডিত। কয়েকটি মাত্র পত্র আছে। শেষ

পত্রসংখ্যা—৪৩।

১২৫। সাধন-নিরূপণ।

রচয়িতা—অনুজিথিত।

গদ্যপদ্যময় গ্রন্থ। পত্রসংখ্যা—৩, সম্পূর্ণ ও

সুস্পষ্ট গ্রন্থ। লিপিকাল—১১৯৯ সাল।

আরম্ভ,—

১/৭ শ্রীহরি।

প্রথমে বন্দিব শুক্ল গোবিন্দ-চরণ।

যার কৃপালেশে হয় বাহিত পূরণ ॥

তবে বনো সাবধানে বৈষ্ণব গোসাক্ষী।

কৃষ্ণধন প্রেম দিতে আর কেহ নাই ॥

শ্রীকৃষ্ণ গোসাক্ষী বনো করিয়া যতন।

মধ্য—

কোন কোন তিন মত। তাহার বিবরণ।  
সিদ্ধ সাধক প্রবর্তক। ৩।

আগে উপাসনা হয় সিদ্ধের লক্ষণ।

উপাসনা হয় এক কৃষ্ণের মনন।

কৃষ্ণের উপাসনা হয় কোন কোন তিন  
অক্ষর। রাধিকা। স্মরণ পরশ। নাম। কৃষ্ণ  
কৃষ্ণ গোবিন্দ রাধে কৃষ্ণ। লীলা কাকে বলি।  
শ্রীকৃষ্ণের নিতালীলা। গোবলীলা। রূপ কি।  
শ্রীযুতে তার সুবর্ণ কাস্তি। পদ্মনাভ কাস্তি।  
কাস্তি কি। অতি কুমার বয়স। পঞ্চম পঞ্চধা  
কি কি। শুণ রস পঞ্চধা হয়।

অক্ষরের শেষ,—

নানা বর্ণ ধরে সেই মধ্যম অক্ষর।

শ্রবণে হয় কত দিনে এ বীজ অক্ষর।

শেষ,—

সংসাবে অনাশক্তি। পরমার্থে আশক্তি। অব-  
তার অবতারী জ্ঞান। নাম নামী ভেদ। পরমার্থ  
আদি জ্ঞান। হরিবাসর। মন মানা। জন্মযাত্রা  
প্রতিপালন। আশ্রয় মাধুর্য ভেদ। পঞ্চ রস  
জ্ঞান। মাদক দ্রব্যাদি ত্যাগ। রাধাকৃষ্ণ……  
আনন্দন। রাগ সাধন। সম্বন্ধ বিধেয়। প্রভুজন  
জ্ঞান। ভাবনিষ্ঠা। ইষ্টনিষ্ঠা। সাধন নিরূপণ।  
প্রাপ্তি বর্ণভাস সম্পূর্ণ। \* \* \* ইতি ১১৯৯  
সাল তাঃ ১৪ ভাদ্র।

যথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখনদ্বারের দোষ নাস্তি।  
পঞ্চানন রঞ্জে ভক্ত মুনিনাথ মতিভ্রম।

এই গ্রন্থখানি এবং পরবর্তী ১৩৫ পর্যন্ত গ্রন্থ-  
গুলি একটি ভক্ত গৃহস্থের গোশালায় একটি বুড়ির  
মধ্যে গোময়-লিপ্তাবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

১২৬। চৈতন্যচরিতামৃত—অস্ত্য খণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

পত্রসংখ্যা—১৫; প্রথম ১৫ পত্র নাই। লিপি-

শেষ পত্র,—

শ্রোতার পদয়েণু করে। মন্তকভূষণ।

তোমরা এ অমৃত গিলে সফল এই শ্রম॥

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অস্ত্য খণ্ডে শিক্ষা-  
শ্লোকার্থান্বাদনং বিংশতি পরিচ্ছেদ ॥……অথ  
পরিচ্ছেদ জায়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ  
ইত্যাদি বিংশতি॥ শ্রীশ্রীসমাপ্ত॥ ইহ পুস্তক  
শ্রীখেলারাম দাস সুসমাপ্ত॥

১২৭। রাসলীলা গ্রন্থ পয়ার।

রচয়িতা—অজ্ঞাত।

মাত্র একটি পত্র পাওয়া গিয়াছে।

আরম্ভ,—

শ্রীরাম॥ অথ রাসলীলা।

ফণীন্দ্রনন্দিনীকুলে কদম্বের বন।

তাহে বসিলেন বল্লভ বধুর প্রাণধন॥

শোভে শরৎকাল সুন্দর শর্বরী সুধাকর।

যাহে যোল কলা সহিত সম্পূর্ণ শশধর॥

যত বৃন্দাবনে বৃক্ষবল্লী প্রফুল্ল হইল।

সব জল স্থলে সহস্র চন্দ্রিকা প্রকাশিল॥

বহে গন্ধ-বায়ু পুষ্পগন্ধ সহ প্রতি বনে।

বৈসে প্রতি পুষ্পে মধুকর মত্ত মধুপানে॥

কত কোকিল কাকলি করি কণ্ঠে গায় গীত।

যার ধ্বনি শুনি যুনির মন মদনে মোহিত॥

কত ময়ূর ময়ূরী নাচে মদনে মাতিয়া।

নাচে প্রাণপ্রিয়া সঙ্গে রঞ্জে পুচ্ছ পসারিয়া॥

শেষ,—

তখন শ্রামের সঙ্গে সুখে রঞ্জে মাতিল অঙ্গনা।

মতে আনন্দে উল্লাসে ভাসে পাসরে আপনা॥

সেই ব্রজবধূমধ্যে বিধুমুখী এক নাগরী।

হার রূপে অঙ্গের বিভবনে তলা দিতে নারি॥

যার মনোরমা গুণে অল্পমা অঙ্গ সম সমা ।  
 নহে শচী লক্ষী সাবিত্রী শঙ্করী সত্যভামা ॥  
 তার অগণিত গুণগণ কে কহিতে পারে ।  
 যার অঙ্গসঙ্গ মনোরঙ্গ কৃষ্ণ বাঞ্ছা করে ॥  
 সেই রমণিমণ্ডলি হরি করি অন্তর্ধান ।  
 হরি তার সঙ্গে মনোরঙ্গে করিলা পয়াণ ॥

১২৮। ভাগবতামৃত গ্রন্থে রামায়ণ ।

রচয়িতা—মাধবেন্দ্র দ্বিজ ।

এই অপ্রকাশিতপূর্ব গ্রন্থখানির ৭ হইতে ১৩  
 পত্র এক ভদ্র গৃহস্থের গোশালায় পাওয়া গিয়াছে ।  
 গ্রন্থকার বীরভূম মধ্যে বোলপুর থানার অধীন  
 পাড়ই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন ।

সপ্তম পত্রের শেষে ভণিতা এইরূপ,—

এ সব কহিলা শুকদেব মহাশয় ।  
 শুনি রাজা পরীক্ষিত আনন্দ হৃদয় ॥  
 রাজা বলে মহামুনি কহ আরবার ।  
 তোমার প্রসাদে গোসাঞী তরি এ সংসার ॥  
 পুনরপি রাজা বলে হইয়া আনন্দ ।  
 নবম স্বষ্কের কথা কহ নকরন্দ ॥  
 এই কহিল রাজা গজেন্দ্র-মোক্ষণ ।  
 বামনচরিত্র কথা করহ শ্রবণ ॥  
 ভনে দ্বিজ মাধবেন্দ্র ভাগবতসার ।  
 শ্লোক ভাদ্র এই গ্রন্থ করিল পয়ার ॥  
 ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গজেন্দ্রমোক্ষণকথনং

নাম তৃতীয়োধ্যায়ঃ ।

অন্ততঃ ভণিতা,—

- (১) ভণে দ্বিজ মাধবেন্দ্র পাড়ই নিবাস ।  
 ভাগবতভাষা কৈলা পয়ারে প্রকাশ ॥  
 (২) ভণে দ্বিজ মাধবেন্দ্র পাড়ই নিবাস ।

(৩) ভণে দ্বিজ মাধবেন্দ্র লিখিল ত্রিপদী ছন্দ  
 রামামৃতকথা উপাখ্যান ।

দেবী সরস্বতী বরে লিখি শাস্ত্র অল্পসারে  
 যেমত আছএ মোর জ্ঞান ॥

শেষ পত্রের শেষ,—

জুড়িল সে বাণ বীর ডাকে ঘোর রবে ।  
 লব বীর জানিল অব্যর্থ বাণ তবে ॥  
 শুন শুন বলি লব ডাকিছে ভয়েতে ।  
 ভয় পায় ডাকি ভাই আইস সত্বরেতে ॥  
 কিন্তু বীর বট তুমি শুনি লোকের ঠাই ।  
 যুদ্ধে পরাভব হৈলে যুদ্ধ জিনি নাই ।  
 সাহস করিয়া বলে লব মহাবীর ।  
 না পালাহ এবে বুড়া রণে হও স্থির ॥  
 সতী পতিব্রতা যদি মাতা মোর হয় ।  
 তবে ত তোমাব বাণ কাটিব নিশ্চয় ॥  
 এতেক বলিয়া বীর এড়িগেল বাণ ।  
 শত্রুঘ্নের বাণ কাটি কৈল থান থান ॥  
 অর্জুনা বাণ তার পড়িল ভূমিতে ।  
 আর অর্জুনা গেল লবেরে মারিতে ॥

১২৯। লনকুশের যুদ্ধ-কবিতা ।

রচয়িতা—অজ্ঞাত ।

প্রথম ও ১৫ হইতে পত্রগুলি নাই । গ্রন্থে  
 অধ্যায়গুলি বিভক্ত নাই ; সুতরাং কুত্রাপি ভণিতা  
 পাওয়া গেল না ।

দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ এইরূপ,—

তখন স্বর্গে মর্ত্তে পাতালে উঠিল জয়ধ্বনি ।  
 শুনে আনন্দিতঃ.....জনকনন্দিনী ॥  
 সেখা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীগণ দেয় করতালি ।  
 তারা আশীর্বাদ করেন মাথে দিয়া পদধূলি ॥  
 বলেন চিরজীবী হইয়া থাক ভাই হুই জন ।  
 তোমরা চট্টের দমন কর শিষ্টের পালন ॥  
 যার তপন জিনিয়া তেজ হবে গুণধার ।

এই মতে ছটি শিষ্য বাড়ে দিনে দিনে ।

কত অস্ত্র-শস্ত্র বিজ্ঞা শিক্ষা করান মুনিগণে ॥

ইত্যাদি ।

অতঃপর,—

তখন ছটি ভাই দেখে আনন্দিৎ হলেন রাম ।

তার ক্রোধ সহ দূরে গেল জিজ্ঞাসেন নাম ॥

বলেন তোমার ভাবে পাই ছটি ভাই বট সহোদর

তোমরা কার পুত্র কোথা থাক কোন দেশে ঘর ॥

শুনে সব বলে এ কথাটা উপযুক্ত নয় ।

হে গো তুমি থাকিতে আমি কেনে দিব পরিচয় ॥

তুমি কোন্ রাজার পুত্র বট কোন্ দেশে ঘর ।

তোমার কটি পিতা সত্য বল কটি সহোদর ॥

তুমি ধার্মিক পুরুষ বট ধর্ম আছে ঘটে ।

তুমি বালীকে মেলে চোরা গাণে অল্প কথা বটে ॥

তুমি সত্যবাদী বট গোণাগোণী মিথ্যাবাদী নয় ।

তোমার জননীর কটি পতি সত্য করি কর ॥

শুনে বলেন রাম উত্তর করিতে আমি পারি ।

দেখ পাবক ছিলাম আমি তুমি কৈলে বারি ॥

আজি শত লক্ষ যদি মোরে কর অপমান ।

তবু তোমাদের কথা বাসি অমৃত সমান ॥

চতুর্দশ পত্রের শেষাংশ,—

বাণি শুনে রাম গুণধাম নিবেদন করি ।

প্রভু সঙ্গে করি লয়া চল জনকবিরারি ॥

নইলে স্বর্গ...পৃথিবী পাঠাব রসাতলে ।

শুনে কম্পিত হইল রাম পদ নাহি চলে ॥

শুনে মুন বলে হুহুমান শুন মোর বাণী ।

আমি পশ্চাতে লইয়া যাব জনকনন্দিনী ॥

এখন জানকীরে গিয়া বাছা কর দরশন ।

বাছা অচিরে হউক তোমার বাঞ্ছিত পূরণ ॥

মুনির আজ্ঞা পেয়া গেল থেয়া পবননন্দন ।

তখন...দেখি সীতা দেবী করেন রোদিন ॥

১৩০ । বিদগ্ধ মাধব ।

রচয়িতা—যত্ননন্দন দাস ।

পত্রসংখ্যা—১৩৩ । কেবল মাত্র প্রথম পত্রটি

মাই । লিপিকাল—১২০০ সাল । সংস্কৃত বিদগ্ধ-

মাধব নাটকের ভাষামুবাদ ।

দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ,—

দেব বিজাগণে যেই উপলব্ধ কাম ।

আমি নাটকের কিবা করি অমুষ্ঠান ॥

হুহু করি বৃথা কেন কর শকাগণ ।

দোষ নাহি দেখি কিছু সুবিদ্বান জন ॥

যথা রাগ,—

সাধুগণ যেই রীতি আত্মহুখে হুঃখ অতি

না গণএ স্বভাব তাহার ।

পরহুখে হুঃখ হয় নিজ স্তবে লজ্জা হয়

মানৈ যেন হুঃখ আচার ॥

ইত্যাদি ।

মধা,—

অতিশয় স্তবে প্রেম তটস্থতা করে ।

ক্রমে যেঞা হৃদিব্যথা করএ প্রচারে ॥

পরিহাস নিন্দায় করে অতি সুখ ।

সদা বাড়ে প্রেম রতি না হয় বিমুখ ॥

দোষে ক্ষয় নহে প্রেম গুণে না বাঢ়য় ।

কোন যে রসিক হে স্বাভাবিক হয় ॥

সেই প্রেমলীলা হয় অতি চমৎকারি ।

রাধিকা মাধবে মাত্র দেখিএ বিচারি ॥

ইত্যাদি ।

শেষ,—

বিদগ্ধ মাধবে এই রাধাকঙ্কলীলা ।

পড়ে শুনে যেই জন তার বিহার সে লীলা ॥

কোটা জন্মের থাকে যদি পাপের পসার ।

সেই ত নিগুহ হয় প্রেম হয় সার ॥

ইতি ত্রীবিদগ্ধমাধবে রসকদম্বে গৌরীতীর্থ-  
বিহার নাম সপ্তম অঙ্ক ॥

যত্নেন লিখিতং গ্রন্থ যঃ চৌরয়েৎ পুস্তকং ।

মাতা চ শুকরী তস্ত পিতা ভবতি গর্দ্ববঃ ॥

লিখিতং ত্রীপঞ্চানন রজ সাকিম লম্বোদরপুর  
মোং দক্ষিণদ্বারি ঘর । শুক্রবার বেলা ৪ দণ্ড  
ধাকিতে সমাপ্ত হইল । সন ১২০০ সাল তাঃ  
৩রা ভাদ্র । চাকলে বীরভূম জমীদারী ত্রীযুত  
মহম্মদজ্জমা খাঁ । কিটিন সাহেব..... ।

১৩১ । পদাবলী ।

রচয়িতা—গোবিন্দ দাস ও নরোত্তম দাস ।

পত্রসংখ্যা—৬ । লিপিকাল—অনুন্নিখিত ।

অতি অন্তরূপ লিপি ।

আরম্ভ,—

যাকর চরণ- নখর মনি রঞ্জিত

তাহি বিমুরছে কোটী কাম ।

সো হাম পদে ধনি লোটারল

পালটি না হেরিল হাম ॥

সধি হে কি মোর করম অভাগী ।

ব্রজকুল-নন্দন- চান্দ উপেখলু

দারুণ কি লাগি ।

কি তব মিঠ মিঠ চরণামুতে কত রূপে

সাধল নাহ ।

সেহ হার প্রবেশ মূলে নাহি আনল

ধরে যুঝে দারুণ দাহ ॥

কৈছে জদর করি পন্থ নেহারই হরি

সোও মন ধোর ।

গোবিন্দদাস কহে শুন বর সুনরি

কান্ন রহেত অতি দুর ॥

১৩২ । পদাবলী ।

রচয়িতা—বিছাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি ।

পত্রসংখ্যা—১ ( কীটদষ্ট ) ।

আরম্ভ,—

মন্দির বাহির স্থল অতি সুন্দর

তহি শেঙ অল্পগাম ।

বিচিত্র সিংহাসন পাট পটাস্বর

লম্বিত মুকুতার দাম ॥ ইত্যাদি ।

১৩৩ । দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ।

রচয়িতা—কবিচন্দ্র দ্বিজ ।

পত্রসংখ্যা—৭ । অতি অস্পষ্ট ও অন্তরূপ লিপি ।

প্রথম পত্র নাই এবং ৭ম পত্রের পর খণ্ডিত ।

ভণিতা,—

এত শুনি রহে সিংহ গর্ভের উপরে ।

দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় সখা দামোদরে ॥

শেষ—

বাঙ্গা বলে কহ বহু অপূর্ব কথন ।

শুনিতে স্বর্গস্থ পাপ বিমোচন ॥

কহ দেখি দ্রৌপদীর কি গতি হইল ।

কি মতে গোবিন্দ তারে রক্ষা যে কবিল ॥

১৩৪ । খড়ি আর্ঘ্যা ।

রচয়িতা—অজ্ঞাত ।

পত্রসংখ্যা—১ ।—শুভকরীর আর্ঘ্যা লিখিত আছে ।

১৩৫ । চাণক্য শ্লোক ।

অনুবাদক—অজ্ঞাত ।

খণ্ডিত ও কীটদষ্ট পুথি—৫ ও ৬ পত্রের

কতকাংশ করিয়া আছে ।

১৩৬। অভ্যাসঙ্গল বা চণ্ডী।

রচয়িতা—মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ।

খণ্ডিত। মাত্র ১১, ২৫, ৩৬ ও ৩৯ পত্র আছে।

১৩৭। গীতগোবিন্দ।

অনুবাদক—অজ্ঞাত।

খণ্ডিত। মাত্র ২২ ও ২৩ পত্র আছে। মূল  
শ্লোক ও পরামর্শবাদ আছে।

২২ পত্রের প্রথম,—

অস্ত্যর্গ

তবে সখি পুনর্বার কহে কৃষ্ণদাসে ।  
তোমায় না দেখিলে রাধা অতি দুঃখ মানে ॥  
আরাম বিপিন প্রায় হইল তাহার ।  
প্রিয় সখীগণ সব জানের আকার ॥  
অতিতাপে অতি খাঁস বহে নিরন্তর ।  
দহনের সব জালা কল্যাপ বিস্তর ॥  
কন্দর্প যমের প্রায় কবিছে আচার ।  
শাদীল বিক্রম তেহ কবে বার বার ॥  
হরিণী সমান তার নয়ন চঞ্চল ।  
চারি দিকে নেহারিতে ঝরে আখিজল ॥

২৩ পত্র শেষ,—

ব্রজজনহৃদ্য তুমি হস্ত পরশিলে ।  
ব্যাধি হৈতে মুক্ত রাধা হয় সেই কালে ॥  
যদি তায়ে স্নহ নাহি কর হস্ত ধরি ।  
ইন্দ্র-বজ্র হৈতে তুমি কঠিন বিচারি ॥

১৩৮। প্রসাদ-চরিত্র বা গোবিন্দমঙ্গল।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস।

পঞ্চম পত্রের পর খণ্ডিত। প্রাচীন গ্রন্থ।

আরম্ভ,—

শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ। প্রসাদচরিত্র লিখ্যতে ॥

প্রথমে বন্দিব গুরু গোবিন্দ-চরণ।

অজ্ঞান-ভ্রমির নাম কৈল যেহা জন ॥

কিবা জেনে শুনে কৃষ্ণনাম না কর ভজন।

পুনঃ পুনঃ হয় জীবের গর্ভের যন্ত্রণ ॥

একবার জনমিয়া আর বার মরে।

তথাপিহ কৃষ্ণনাম ভজন না করে ॥

থাকিয়া জননীগর্ভে পায় দারুণ ব্যথা।

তখন জীবের মনে পড়ে সপ্ত জন্মের কথা ॥

ইত্যাদি।

মধ্য,—

ভাল ভাল বলিয়া দৈত্যপতি সার দিল।  
যশোমার্ক প্রসাদেরে কহিতে লাগিল ॥  
মরণ নিকটে যেন না থাকে ঔষধ।  
ক্রোধে দৈত্যপতি তোমা করিবেন বধ ॥  
রাধাকৃষ্ণ নাম তুমি পাশরিতে নার।  
হেদে বে পাপিষ্ঠ কেন কৃষ্ণ ভজে মর ॥  
হাতে ধরি প্রসাদেরে বসাইল কাছে।  
শাস্ত্রে প্রশংসা করে কৃষ্ণ বলে পাছে ॥

পঞ্চম পত্রের শেষ,—

রাধাকৃষ্ণ বলিয়া ডাকে হইয়া বিমরিষ।  
আজা দিল রাজা তারে খাওয়াইতে বিষ ॥  
ভক্ত বলে রাখ কৃষ্ণ পাছে ধরে গলা।  
কোথা আছে এইবার রাখহ এই বেলা ॥  
বিষ জীর্ণ কৈল শিশু অনন্ত স্মরণে।  
তাহা দেখে নৃপতি চিন্তিত মনে মনে ॥  
হরিকথা শ্রবণে অশেষ পাপ নাশে।  
গোবিন্দমঙ্গল গীত গান কৃষ্ণদাসে ॥

১৩৯। সুদামা-চরিত্র বা শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।

রচয়িতা—পরশুরাম দ্বিজ।

পত্রসংখ্যা—৬। সম্পূর্ণ, প্রথম পত্র কীটদষ্ট।

দ্বিতীয় পত্রে,—

পুরাণে শুনেছি তিহো দয়াল ঠাকুর।

তোমারে দেখিয়া ধন দিবেন প্রচুর ॥

ব্রাহ্মণীর এত বাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণ।

হাসিয়া বলিল প্রিয়ে স্তবহ বচন ॥



শুক্লকুলে কৃষ্ণ সঙ্গে পড়িতাম যখন ।  
 সখা বলি কৃষ্ণ মোরে বলিত তখন ॥  
 আজ তিঁহ লক্ষ্মীকান্ত দ্বারকা নগরে ।  
 আর নাকি তার মনে পড়িবে আমারে ॥  
 কি বা তার ভাই বন্ধু কি বা তার সখা ।  
 এত ভাগ্য হবে প্রিয়ে পাব তার দেখা ॥  
 অখিল ভুবনপতি-শিরোমণি সে ।  
 কেন মোরে ধন দিবে আমি তার কে ॥  
 ব্রাহ্মণী শুনিয়া এত স্বামীর উত্তর ।  
 হাসিয়া বলেন শুন প্রাণের ঈশ্বর ॥ ইত্যাদি ।

ভণিতা,—

- (১) শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত অতি সুধারামি ।  
 গান বিজ পরশুরাম কৃষ্ণ অভিলাষী ॥
- (২) বিজ পরশুরামে গায় পুরাণের সার ।  
 কিসেব অভাব তার কৃষ্ণ সখা যার ॥

মধ্য,—

শুন শুন ভক্ত সব শুন একমনে ।  
 সুদামের খুব খাইল প্রভু নারায়ণে ॥  
 তবে সুদামা বিপ্র হরিব অন্তরে ।  
 আনন্দে শয়ন কৈল কৃষ্ণের নন্দিরে ॥  
 রজনী প্রভাত হইল উঠিল ব্রাহ্মণ ।  
 গোবিন্দ সহিত কৈল প্রেম-আলিঙ্গন ॥  
 বিপ্র বলে ওহে সখা যাই আমি বাসা ।  
 জন্মে জন্মে না ছাড়িছ চরণের আশা ॥  
 এতেক বলিয়া বিপ্র হইল বিদায় ।  
 প্রণাম করিল কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের পায় ॥

শেষ,—

এত ধনে মত্ত নহে সুদামা ব্রাহ্মণ ।  
 অমুকণ মনে করে গোবিন্দচরণ ॥  
 একচিন্তে চিন্তে মনে প্রভু নারায়ণ ।  
 শুন শুন উক্ত সব হঞা একমন ॥  
 সুদামের দারিদ্র্য ভঞ্জিলা নারায়ণ ।

ইতি সুদামাচরিত্র সমাপ্ত । যথা দৃষ্টং ইত্যাদি  
 লিখিতং শ্রীভীমচন্দ্র মণ্ডল সাং বাতাসপুর । মোকাম  
 চণ্ডীনগর । সন ১২৭২ সাল তাং ২৬ শ্রাবণ ।

১৪০। দণ্ডী রাজার উপাখ্যান ।

রচয়িতা—অমুল্লিখিত ।

২০ পত্রের পর খণ্ডিত । সুস্পষ্ট লিপি ।

আরম্ভ,—

১৭ শ্রীশ্রীবাধাকৃষ্ণ শরণ । শ্রী৩সিদ্ধিদাতা  
 গণেশ । অথ দণ্ডী রাজাব উপাখ্যান লিখ্যতে ।

প্রথমে বন্দিব গুরু গোবিন্দচরণ ।  
 অজ্ঞান-তিমির ধ্বংস কৈল যেই জন ॥  
 ভারতের পূর্ণকথা অমূল্যহারী ।  
 শুনিলে পাতকী খণ্ডে পরলোকে তরি ॥

\* \* \* \*

এক দিন ছুর্ভাসা মুনি মনের ইচ্ছায় ।  
 কোতুক দেখিতে মুনি ইন্দ্রপুরে যায় ॥  
 মুনিকে প্রণাম কৈল সহাস্ত লোচন ।  
 পান্না অর্থ দিল বসিবারে সিংহাসন ॥  
 মুনিকে পুছেন ইন্দ্র আনন্দিত হঞা ।  
 হেথা আগমন প্রভু কিসের লাগিঞা ॥  
 মুনি বলে হইল ইচ্ছা কোতুক দেখিতে ।  
 অতএব আসিয়াছি তোমার সাক্ষাতে ॥  
 ইত্যাদি ।

২য় পত্রে,—

দূত বলে দণ্ডী রাজা শুন মোর কথা ।  
 সত্য কথা মিথ্যা ছেন না বল সর্বকথা ॥  
 নারদ কহিছেন কথা গোবিন্দের স্থানে ।  
 সেই তুরঙ্গিনী তুমি পাইয়াছ বনে ॥  
 কি কারণে কর রাজা মিথ্যা প্রবঞ্চনা ।  
 কৃষ্ণকে করনা কর না বুঝ আপনা ॥  
 কৃষ্ণ আবার কহিলেন শুন নরপতি ।

অতএব আপনার রক্ষা যদি চাহ।  
তুরঙ্গিনী লইয়া কৃষ্ণের আগে যাহ ॥  
এমত দূতের বাক্য পুনশ্চ শুনিয়া।  
উত্তর দিলেন রাজা ক্রোধমন হয়া ॥ ইত্যাদি।

২০ পত্রের শেষে,—

হিরণ্যকশিপু দৈত্য হৈল তার পবে।  
কশ্যপ-গুরসে জন্ম দিতীর উদরে ॥  
সে পুন জন্মিয়া শীঘ্র ইন্দ্রে খেদাইল।  
বহু কাল ইন্দ্রপুরে অশ্রুর আছিল ॥  
তাহার তনয় হইল প্রসাদ যে নাম।  
বিকৃতভক্ত বৈষ্ণব পরম গুণধাম ॥  
অশ্রুরের ধর্ম বিকৃত নিন্দার বিষয়।  
পুত্রেরে বৈষ্ণব দেখি বড় ক্রোধ হয় ॥  
মারিবারে চেষ্টা কৈল অনেক প্রকার।  
গোবিন্দ প্রসাদে মৃত্যু না হইল তার ॥

১৪১। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য খণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

খণ্ডিত। মধ্য খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত  
আছে। প্রাচীন লিপি।

১৪২। পদাবলী।

পদকর্তাগণ—চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, যত্নন্দন-

দাস, লোচনদাস প্রভৃতি।

পত্রসংখ্যা—২। অতি অশুদ্ধ লিপি। চণ্ডীদাসের  
একটি পদ এই,—

এক ব্রহ্মাণ্ড ভুবন তিন।  
তাহাতে বৈদে পুরুষ ভিন ॥  
দশ দিক্ জয় পবনে বন্দ।  
অকুলে পবনে বহিছে বন্দ ॥  
শতদল সেবি নিগুণ বার।

মধ্যে পুর রয় কোমল ফুল।  
তাহাতে বৈদে ভজককুল ॥  
রতির আশ্রয় রতি সে মিলে।  
গোপনে রাখিবে ভজন ফলে ॥  
চণ্ডীদাসে কয় এই সে সার।  
বুঝিরা দেখ সে যোদর (?) পার ॥

১৪৩। পদাবলী।

পদকর্তা—চন্দ্রশেখর।

পত্রসংখ্যা—১। পদসংখ্যা ১।

১৪৪। পদাবলী।

পদকর্তৃগণ—নরোত্তমদাস, কৃষ্ণদাস,  
বৈকুণ্ঠদাস ও যত্ননাথদাস প্রভৃতি।

পত্রসংখ্যা—২। লিপিকাল ১২২৪ সাল।

১৪৫। পদাবলী।

পদকর্তা—গোবিন্দদাস।

পত্রসংখ্যা—১।

১৪৬। পদাবলী।

পদকর্তা—হরিনাথ, দ্বিজ।

পত্রসংখ্যা—১।

কি করিলি শ্রামেরে দেখালি  
আর মোর প্রাণ পরবশ কলি। ঐ ॥  
শ্রামের মুরলীস্বরে চিতে না ধৈরজ ধরে  
কুল নিঞা প্রাণে দাগা দিলে ॥  
যেখানে দেখিলাম সেইখানে প্রাণ দিলাম  
অকলঙ্ক কুলে দিলে কালি ॥  
দ্বিজ হরিনাথে ভনে গিরীতি শ্রামের সনে  
এত কেনে মোহন মুকলী।

১৪৭। পদাবলী।

পদকর্তা—নরোত্তম দাস।

পত্রসংখ্যা—১।

আরম্ভ,—

১/৭ ত্রীরাধাকৃষ্ণ ॥

হরি হরি বড় শেল মোর মনে রহিল।  
 পাইয়া হুলভ তনু ত্রীশুরচরণ বিহু  
 ইহজন্ম বিফল হইল ॥  
 চৈতন্ত্য নিতাই হরি নবদ্বীপে অবতরি  
 ভুবন ভরিঞা প্রেম দিল।  
 মূঢ় পামর মতি বিষয়ে নবোধ অতি  
 তেই ঘোরে করুণা না হল্য ॥  
 স্বরূপ শ্রীরূপ সাথ সনাতন রঘুনাথ  
 তাহাতে না হলো রতি মতি।  
 চিন্তামণি বার নাম বৃন্দাবন রমধাম  
 হেন স্থানে না হল্য বসতি ॥  
 বিষয়ে বিষম মতি বৈষ্ণবে না হলো রতি  
 অক্লৃপ খেদ উঠে মনে।  
 নরোত্তম দাস কয় জীবার উচিত নয়  
 ত্রীশুর বৈষ্ণব সেবা বিনে ॥

হয়। পূর্বে লোকে গ্রামে গ্রামে প্রাচীন পুথি  
 অতি আগ্রহ ও যত্ন সহকারে পাঠ করিত—তাই  
 খুঁটানেরা প্রাচীন পুথির আকারে তাহাদের  
 ‘অসম্ভাচার’গুলি লিখিয়া গ্রামে গ্রামে প্রচারের  
 চেষ্টা করিয়াছিল।

আরম্ভ,—

শুন হে জগৎস্থ লোক শুন একমনে।  
 ঘোর পাপ নিস্তার হে পাইবা কেমনে ॥  
 তাহার উদ্দেশ করে নাহি কোন জন।  
 করয়ে সন্তত শ্রম সংসার কারণ ॥  
 অলীক সংসার জান নাহি অধিকার।  
 সব ফাঁকি আঁখি তো মুদিলে অন্ধকার ॥  
 অল্প দিন ভোগ হেতু তার প্রয়োজন।  
 মরণান্তে সঙ্গে কার নাহি যাবে ধন ॥  
 জন্মিলে মরণ আছে জান সর্বজন।  
 মরণান্তে স্বর্গে কিবা নরকে গমন ॥  
 সদাশ্রয় বিনা কেহ স্বর্গ নাহি যাবে।  
 অধোমুখ হয়ে ঘোর নরকে পড়িবে ॥  
 নরক কেমন স্থান কেমন যন্ত্রণা।  
 অবোধ কারণ কার নাহি তাহা জানা ॥

ইত্যাদি।

মধ্য,—

১৪৮। নিস্তার-রত্নাকর।

রচয়িতা—অনুজ্ঞিত।

পত্রসংখ্যা—৭, সম্পূর্ণ গ্রন্থ।

লিপিকাল ১২৭২ সাল।

নানারূপে অসংবাদ কৈল উপদেশ।  
 নানাবিধ দয়া ধর্ম জ্ঞান সবিশেষ ॥  
 দোষীদের দণ্ড ভোগি সেই মহাজন।  
 হুয়াহার হস্তে তার হইল নিধন ॥  
 নানাবিধ যন্ত্রণাতে পরাণ তাজিল।  
 পুনরপি তিন দিনে সজীব উঠিল ॥  
 পাপের যন্ত্রণা বত দেহেতে ধরিল।  
 এ নিমিত্তে জাণকর্তা নামে খ্যাতি হৈল ॥  
 দেখ হে সচ্চিদানন্দ মহাত্মাবান।  
 পরমেশ্বর পুত্র.....তগবান ॥

ইত্যাদি।

প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির সঙ্গে, প্রাচীন  
 পুথির আকারে ও রচনা-ভঙ্গিতে লিখিত এই  
 খুঁটানী পুথিখানি দেখিয়া, খুঁটান পাজীগণের  
 চেষ্টা ও সত্যানের প্রাসঙ্গিক জ্ঞানস্বায়িত্ব হইতে

শেষ,—

এখন বিচার কর জ্ঞত নরগণ ।

এই উপদেশ গ্রহ করুণ প্রমাণ ॥

অন্ত অস্ত্র মিথ্যা সব ছাড়হ তুরিত ।

ধর্মশাস্ত্র সত্য মানা কেবল উচিত ॥

মরণ পর্যন্ত বীণাশ্রীষ্টে আশা কর ।

মরণান্তে স্বর্গমুখ হেরে নিরন্তর ॥

ইতি । নিস্তাররত্নাকর সমাধা । ইতি সন

১২৭২ সাল তারিখ ৭ পৌষ ।

১৪৯ । পদাবলী ।

পদকর্তা—জগদানন্দ ।

পত্রসংখ্যা—৩, লিপিকাল অল্পজ্ঞিত ।

প্রাচীন গ্রন্থ । পদসংখ্যা—১২ ; প্রাপ্তিস্থান—

পদকর্তার আবাসস্থান জোপলাই গ্রাম ।

একটি পদ,—

চাক চাঁচর চিকুর চুড়হি চপল চম্পক দাম ।

চঞ্চল চিত চোর মুরতি চাহি চমকিত কাম ॥

চৈতন্য-চাঁদ উজোর ।

চঞ্চল চক্ষুর চকিত চাহনি চরিত চৈতন

চোর ॥ ৫ ॥

চলিত চৌদিশে চূর্ণকুস্তল চঞ্চরীচর ভান ।

চারু চিকন চির চিহ্নিতে চামিকর মুরছান ॥

চতুর কুলবতী চিত্তচকোর চিত্র চন্দন চন্দ ।

চড়ল চিরদিনে চলিল পুন ভনই জগদানন্দ ॥

এই পুথিটি জগদানন্দ কবিব স্বহস্ত-লিখিত

বলিয়া কথিত ।

১৫০—৫২ । পদাবলী ।

পদকর্তা—জগদানন্দ—পত্র সংখ্যা—৩ । প্রাচীন

লিপি । পদসংখ্যা—৪ । ইহাঙ্ক মধ্যে একটি

চিত্র-সঙ্গীত আছে ।

১৫৩ । উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কুল কারিকা ।

রচয়িতা—শ্রীমদাস ।

পত্রসংখ্যা ৯ । প্রাচীন গ্রন্থ । ৯ পত্রের পর  
খণ্ডিত ।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বন্দিয়া করি পুস্তক রচন ।

কন্দ পুবাণের কথা শুন সর্বজন ॥

গোলোকে করিলা ধাম দেব নারায়ণ ।

কমলা করেন প্রভু চরণ সেবন ॥

নারদ গেলেন তথা প্রভু দেখিবারে ।

মিনতি করেন মাতা মুনি বরাবরে ॥

শুন হে নারদ ঋষি করি নিবেদন ।

বিরিঞ্চি করিল সৃষ্টি কহ সে কথন ॥

লক্ষ্মীর শুনিয়া কথা নারদ তপোধন ।

একে একে কহে মুনি সকল স্তবন ॥

ভণিতা,—

(১) ইহকালে কুল রাখ পরকালে হরি ।

মিনতি করএ শ্রাম জোড় কর করি ॥

(২) প্রাচীন করণ কারণ দেখি শ্রীমদাস ।

ভাবপ্রকার আমি করিল প্রকাশ ॥

(৩) শ্রীকৃষ্ণবল্লভ-সুত কহে শ্রীমদাস ।

শ্রীকরণের গ্রাম আমি করিএ প্রকাশ ॥

শেষ পত্র,—

নিবেদন করি আমি গুন মহাশয় ।

তেরিঙ্গ করিএ দেখ ভাবের নির্ণয় ॥

উত্তম মধ্যম ন্যূন ভ্রাস কুল মন ।

ইহার পর আছে স্থান অচলের ন্যূন ॥

লোক বশের হেতু করিএ লিখন ।

বিচার করিয়া দেখি কথা পুরাতন ॥

উত্তম ভাবের লিখি গ্রাম শুনহ করণ ।

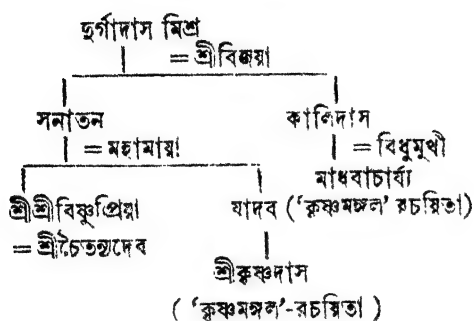
প্রথমে লিখিব আমি সিংহের ভবন ॥ ইত্যাদি ।

১৫৪। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল (ত্রজলীলা সমগ্র)

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস।

গ্রন্থখানির আকার ১'-৪" দীর্ঘ ও ৮" প্রস্থ। পত্রসংখ্যা ৬২। লিপিকাল ১২১৭ সাল ২২শে অগ্রহায়ণ। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের একটি খণ্ডিত অনুলিপির বিবরণ ১০৯ সংখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে।

"শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল"-রচয়িতা কৃষ্ণদাস, "চৈতন্য-চরিতামৃত"-রচয়িতা কৃষ্ণদাস নহেন। শ্রীখণ্ড-নিবাসী কবি নিত্যানন্দ বা বলরাম দাস রচিত "প্রেমবিলাস" গ্রন্থ হইতে আমরা কবি কৃষ্ণদাসের এইরূপ বংশ-শালিকা প্রাপ্ত হই;—



মহাপ্রভু-পত্নী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর খুল্লতাত-পুত্র মাধবাচার্য্য এবং ভ্রাতা যাদবের পুত্র কৃষ্ণদাস উভয়েই সমবিষয়াবলম্বনে একই নাম দিয়া বিভিন্ন সময়ে দুইখানি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বন্দনা-প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস, খুল্লতাত মাধবাচার্য্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

মাধব আচার্য্য বন্দ কবিত্ত শীতল।  
জাহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥  
পূর্ব্বে গ্রন্থ লিখিআছে আচার্য্য গোসাক্ষী।  
মনে অনুমানি সেই অনুশারে বাই ॥  
লিখিতে না পারি মনে সদাই তরাস ॥  
না জানি আচার্য্য যোর করে সর্বনাশ ॥  
আচার্য্য দেখিঞা গ্রন্থ করিল বাধান।

কৃষ্ণদাস পুথি পান করে জন্মদেব মরান ॥

দক্ষিণে হোমার গ্রন্থ হইবে প্রচার।

হেথাতে গাইতে গ্রন্থ রহিল আমার ॥

তালজয় ধরে জেবা জন গান করে।

তাহার চরণ বন্দ সভার ভিতরে ॥ ইত্যাদি।

কৃষ্ণদাস স্বতন্ত্র ভাবে গ্রন্থ রচনা করিলেও অধিকাংশ স্থলে এইরূপ ভণিতা লিখিয়াছেন,—

(১) মাধব রচিত গীত কহে কৃষ্ণদাস ॥

(২) মাধব রচিত গান ভকতজনের প্রাণ  
কান্দে কৃষ্ণদাসের সহিত ॥

(৩) মাধব রচিত কৃষ্ণের চরিত  
কৃষ্ণদাস রস গায় ॥

(৪) কৃষ্ণদাসের মন সদাই চঞ্চল।  
মাধব রচিত গান শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥

(৫) মাধব রচিত গীত কৃষ্ণদাস সুরচিত  
বারেক করুণা কর মোবে ॥

কৃষ্ণদাস যে স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থরচনা করিয়াছেন, তাহা একই বিষয়ের রচনা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। আমরা এই স্থানে "তৃণাবর্ত বধ" বিষয়ক সন্দর্ভটি উভয় কবির রচনা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

তৃণাবর্ত বধ। (মাধবাচার্য্য)

গোকুল নগরে বড় গভীর নিষনে।  
সৌদিগে চাপিয়া হৈল ধূলি বরিষণে ॥  
মুহূর্ত্তেকে তিমির বোর বড় ভয়ঙ্কর।  
পুঁরিল নয়ন নাহি চিনি আশ্র পর ॥  
কংস নির্যোজিত বীর নাম তৃণাবর্ত।  
বায়ভূত হৈয়া আলা যেন চক্রাবর্ত ॥  
মারাবী অস্তর হরি জানিঞা তখনে ॥  
পরম আনন্দ মনে উঠিলা গগনে।  
পুত্র না দেখিয়া রাণী হৈল অচেতন।  
ভুমে লোটাইঞা হুগ্ধে করিছে ক্রন্দন ॥  
কোথায় উড়াঞা শিশু লইল বাতালে।  
আরে দারুণ বিধি করিলে নৈরাশে ॥

সেই ত ক্রন্দন শুনি যত পুরজনে ।  
অধিক হইল দুঃখ শুনিয়া শ্রবণে ॥  
হেনঞি সময়ে কৌতুকে যত্বর ।  
রিগুগলা চাপিরা হইলা বিখস্তর ॥  
সহিতে নারিয়া ভর হইলা কাঁপর ।  
রিগুগলা চাপিরা পড়ি শিলার উপর ॥  
ছাড়িল জীবন পাপ মায়াবী অহর ।  
শিলার উপরে পড়ি অহরে কৈল চুর ॥  
বুকের উপরে শিক্ত খেলায় নির্ভর ।  
কহে দ্বিজ মাধব কংসের নাহি ভয় ॥

তৃণাবর্ত-বধ ( শ্রীকৃষ্ণদাস )

শুন শুন ভক্তগণ ভাগবত তর্ক ।  
কংস অমুচর সে আইল তৃণাবর্ত ॥  
গগনমণ্ডলে আসি ঘুরিয়া বেড়ায় ।  
বাউড়ি হইয়া খোলা পাথর উড়ায় ॥  
গগনে নাহিক মেঘ হৈল অন্ধকার ।  
দেখিঞা গোকুলবাসী হৈল চমৎকার ॥  
খোলা উড়াইয়া ফিরে গগনমণ্ডলে ।  
আছিল ঠাকুর হেথা জশোদার কোলে ॥  
থাকিঞা মাএর কোলে জানিলা অন্তরে ।  
আমারে লইতে আইলা পাপ নিশাচরে ॥  
থাকিতে থাকিতে প্রভু কোলে হৈলা তারী ।  
ভূমে নামাইলা হরি জশোদা সুনন্দরী ॥  
কোলে হৈতে হরিকে নামাইল ভূমিতলে ।  
হরি নঞা উঠে গিঞা গগনমণ্ডলে ॥  
আকাশে উঠিয়া মনে ভাবে নিশাচর ।  
জিয়ন্তে লইয়া দিব রাজার গোচর ॥  
হেথা নন্দরানী পুত্র না দেখি নয়নে ।  
উকুটিয়া ফিরে রাপি সকল অঙ্গনে ॥  
কৃষ্ণ না দেখিরা কান্দে যশোদা রোহিণী ।  
ডুবুর হারিঞা জেন ফুকে বাধিনী ॥  
এইখানে ছিল পুত্র কে নিল হরিঞা ॥

বৎস হারাইয়া জেন দেখু কাড়ি রা ।  
তেমতি কান্দিয়া বুলে জশোমতি মা ॥  
হরি কোলে করি দৈত্য আনন্দ অন্তর ।  
অহরের গলা ধরি হৈলা বিখস্তর ॥  
কণ্ঠে ধরি অবহেলে হরি দিলা চাপ ।  
দৈত্য কহে খাস উর্জ ছাড়্যা দেরে বাপ ॥  
ঘুরিতে লাগিলা দৈত্য শূন্তের উপরে ।  
পড়িল অহর সেই বিখস্তর ভরে ॥  
হরি কোলে করি দৈত্য শিলায় পড়িল ।  
পাইল কৃষ্ণের পদ শ্রম না জানিল ॥  
ধস্ত ধস্ত তৃণাবর্ত সকল জীবন ।  
মৃত্যুকালে বুকে যার প্রভু নারায়ণ ॥  
ধাঞা বাঞা নন্দরাণি কোলে নিল পুত্র ।  
ঘটতরা ধন যেন পাইল দরিত্র ॥  
ধাইঞা আইলা যত গোপ গোপীগণ ॥  
সজল জলদ আঁধি চুষএ বদন ॥  
সভে বলে নন্দরাণি তুমি ভাগ্যবান ।  
আপনি মরিল দুষ্ট শিশুর কল্যাণ ॥  
সভে বলে হিংসিতে আইল নীলমণি ।  
আপনার পাশে দৈত্য মরিল আপনি ॥  
গোধূলি গোমর দিয়া করাইলা স্নান ।  
ব্রাহ্মণে করিল দান হরির কল্যাণ ॥  
হামা গুড়ি গুড়ি ফিরে বাছা জহরার ।  
ধূল্যমাটি কাদাপানি লাগিঞাছে গায় ॥  
না মানে আগুনি হরি নাহি মানে পানি ।  
কাঁটারোচা নাহি মানে ধাঞা ধরে কণি ॥  
এই রত ফিরে হরি অঙ্গনে অঙ্গনে ।  
আনন্দে ফিরয়ে মাতা বালকের সনে ॥  
বাম উরু ক্ষিতিতলে পাতি রাজা কর ।  
বলে হামাগুড়ি দিয়া যার জহরার ॥  
নাসা বরবর মুখ দেখিতে সুনন্দর ।  
পাকা বিষফল লোভে জিনিঞা অধর ॥  
চান্দমুখে সমান মাপিক দস্ত উঠে ॥

নবীন কোকিল যেন মন কাড়ে রা ।  
 কঠোর গর্জন শুনি আনন্দিত না ॥  
 বাহির করিঞা ফেলে যত দ্রব্য থাকে ।  
 নাশায়ে অঙ্গুলি দিঞা দাঁড়াইঞা দেখে ॥  
 হাসি খাই খাই রাগি হরি নিল কোলে ।  
 কত শত চুষ দিল বদন-কমলে ॥  
 কমলিয়া বৎস সঙ্গে ফিরে জহুরায় ।  
 বৎস ত্যজি শ্রাম অঙ্গ চাটে তার মায় ॥  
 ক্ষেপে উঠে ক্ষেপে পড়ে ধরিঞা ধরনী ।  
 আঁহা মরি বলি কোলে করয়ে জননী ॥  
 কপট বালক কৃষ্ণ বশোদা-নন্দন ।  
 বশোদার কোলে কৃষ্ণ জুড়িলা ক্রন্দন ॥  
 রাণী বলে নীলমণি না কান্দিছ তুমি ।  
 তোমার রোদনে কত কাতর হই আমি ॥  
 এই মত ভক্তগণ শুনহ সকল ।  
 মুগ্ধ-বচিট গান শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল ॥

কান্দ না কান্দ না বাছা আমার কান্দ না ॥ঞা॥  
 তোমা ধন বই আর কেহ নাই  
 আর আমার হৃৎখ দিও না ॥ পরধ্বা ॥  
 ও চাঁদ বন্ধনে কমল নরনে  
 কাজরে মাজিল তারা ।  
 ফুলাইলা আঁখি প্রাণ ফাটে দেখি  
 বদনে বহিছে ধারা ॥  
 ঘুম নাহি যাও শুন নাহি থাক  
 কি জানি হইল তোর ।  
 তোরে লঞা বড় হঞাছি কাকর  
 পরাণ কান্দিছে মোর ॥  
 উদর ভিতর ব্যথা হৈল তোর  
 কিবা লাগিঞাছে ভোক ।  
 ডাকিনী যোগিনী দেখিঞাছে জানি  
 কাজ-মুখ ছষ্ট লোক ॥  
 চান্দা চান্দা চান্দা ডাকিছে বশোদা  
 কান্দিছে লালিলা সরস্বতী মনিগণ ॥

সোনার বাহুরা নিক্টার লাগিঞা  
 আঁখাট করিছ মার ॥  
 হাতের চাপুড়ি নিদ্রা যায় হরি  
 একবার স্তন খাও ।  
 সোনার পুতলি নিন্দালি ঘুমালি  
 ঘুম পাড়াইয়া যাও ॥  
 হরি লঞা কোলে হিন্দলায়ে দোলে  
 গীত গায় গোপনারী ।  
 স্তন করি মুখে রহি রহি চাথে  
 সবনে অঙ্গুলি নাড়ি ॥  
 হরি কোলে করি বশোদা সুন্দরী  
 আনন্দ-সাগরে ভাসে ।  
 মাধব রচন করি নিবেদন  
 কহতহি কৃষ্ণদাসে ॥

আলোচ্য গ্রন্থে বিভিন্ন স্থলে ভণিতা এইরূপ  
 লিখিত আছে,—

- (১) যাদবনন্দন গায় শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল ।
- (২) যাদব-নন্দন করে নিবেদন  
 মোর কিবা হবে শেষে ॥
- (৩) মাধব-চরণ-রেণু আর না রাখিব তনু  
 বিরচিল যাদব-নন্দন ॥
- (৪) বদন ভরিঞা হরি বল সর্বজন ।  
 মাধব-রচিত গান যাদব-নন্দন ॥
- (৫) মাধব-চরণে গায় যাদব-নন্দন ॥
- (৬) যাদব-নন্দন গায় শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল ॥ ইত্যাদি,  
 সুতরাং আমরা নিঃসংশয়ে কৃষ্ণদাসের নাম  
 এই বংশ-তালিকায় সংযোজিত করিয়া দিতে  
 সাহসী হইলাম। গ্রন্থকার পূর্বোক্ত ভণিতা  
 ব্যতীত, অপর কোথাও বিস্তারিত কোনরূপ  
 আত্ম-পরিচয় প্রদান করেন নাই ।

দেবতা ও গুরুদি-বন্দনার পর গ্রন্থারম্ভ এই-  
 রূপ,—

কহ কহ মুক্ত মহেশ্বর নন্দন ।  
 লালিত লালিলা সরস্বতী মনিগণ ॥

সুত কহে কিবা জানি নামের মহিমা ।  
 অনন্ত অনন্ত মুখে দিতে নারে সীমা ॥  
 কিন্তু আমি কহি কিছু দিগ্‌দরশন ।  
 কহিব কৃষ্ণের কথা শুন মুনিগণ ॥  
 কহিতে কৃষ্ণের কথা প্রেমে পুলকিত ।  
 ধর্ম্মসিল পাণ্ডু বংশে রাজ্য পরীক্ষিত ॥  
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা সন্ধিকের স্থানে ।  
 মুনি ধ্যান করে তার না পাল্যা সন্ধান ॥  
 কোপে মিত সপ্ন নয়া ধনুকের হলে ।  
 তুলিয়া দিলেন রাজ্য সমিকের গলে ॥  
 সপ্ন দিয়া পরীক্ষিত গেলা তথা হইতে ।  
 এথা উল্লীক্ষ মুনি খেলে বালকের সাথে ॥  
 খেলিতে খেলিতে যত সিন্ধুগণ বোলে ।  
 মিত সপ্ন দেখে গিঞা সমিকের গলে ॥  
 আসিঞা দেখিল মুনি গলে মিত সপ্ন ।  
 কোপ করি শ্রীক্ষ মুনি দিল ব্রহ্মসাপ ॥  
 কান্দিতে কান্দিতে শ্রীক্ষ শোলে মনহুখে ।  
 সপ্ত দিন বহি তোকে দংশিবে তক্ষকে ॥  
 এত শূনি সমিকের ধ্যানভঙ্গ হইল ।  
 সিয়া দিয়া পরীক্ষিতে সাপ জানাইল ॥  
 সিয়া বলে রাজ্য তুমি হএ সাবধান ।  
 ব্রহ্মসাপ হইল রাজ্য কর অবধান ॥  
 সপ্ত দিন বহি দেহ হবে ভস্মরাশি ।  
 তখনি বসিলা রাজ্য গঙ্গাতীরে আসি ॥ ইত্যাদি

মধ্য,—

কান্দে নন্দ নিরানন্দ যত ব্রজবাসি ।  
 কার বোলে বিস জলে প্রবেসিলে আসি ॥  
 শিতা বলি মুখ তুলি চাহ একবার ।  
 তোমা বিনে বৃন্দাবনে হৈল অন্ধকার ॥  
 কোন কালে উদ্ধলে বান্ধাছিল তোরে ।  
 জলে থাকি দেখা দেহ প্রাণ রাখ মোরে ॥  
 তোমা বিনে এত দিনে মরিব সর্ব্বথা ।

রানি কহে কালীদেহে যজিল কানাক্রি ।  
 মা বলিতে ত্রিজগতে আর কেহ নাক্রি ॥  
 কাটে বুক তোর মুখ না দেখিলে মরি ।  
 না দেখিব না যুনিব বচনমাধুরী ॥  
 তোর শোকে হানে বৃকে ব্রজ গোপী যত ।  
 তোল গা বোল মা জনমের মত ॥  
 ছলিয়া মা বলিয়া আইস মোর কোলে  
 নহে বাপ দিব বাপ এই বিসজলে ॥  
 ক্ষীর চাছি আনিয়াছি কে খাইবে আর ।  
 পড়ে আছে মোর পাছে সজ্জিত তোমার ॥  
 উনমত্ত গোপী যত হরি না দেখিয়া ।  
 মরে রাণী অনাথিনী বুক বিদরিয়া ॥

সে হেন সুন্দর মুখে নাহি দিব চুষ ।  
 আজি হৈতে শুভ্র হৈল কালিন্দী কদম্ব ॥  
 ও চান্দ বদনের বাণী অমিয়ার ধার ।  
 শুনিতে জুড়ায় হিয়া বচন তোমার ॥  
 প্রথমে পুতনা আসি করি বিষস্তন ।  
 তাহাতে করিলা রক্ষা দেব নাশায়ণ ॥  
 সকট ভাঙ্গিয়া জবে পড়্যাছিল গায় ।  
 বাচিল তোমার প্রাণ হরির রূপায় ॥  
 ভাঙ্গিল জমলর তরু পড়িল উপর ।  
 তাহাতে করিলা রক্ষা ভবানী শঙ্কর ॥  
 বারে বারে রক্ষা পাইলে দেব অনুরোধে ।  
 এ বার ঠেকিলা বাছা পাপ কালিদেহে ॥  
 উপরে না উড়ে পক্ষী প্রাণী নাহি আইশে ।  
 বিসজলে ঝাঁপ দিলে কেমন সাহসে ॥  
 বিসের জলেতে জবে প্রাণ হৈল হত ।  
 অভাগিনী মা বলিয়া কান্দিয়াছ কত ॥  
 নদীর পুতুলি তরু মোজে মিলায় ।  
 পরসে আলুরা গেল বিসের জালায় ॥  
 আর না উঠিবে বাছা না খাইবা স্নানী ।  
 আর না বাচিবে বাছা তোমার জননী ॥  
 শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে না চরাবে দেখু ।



এতেক বিলাপ করি দড়াইল চিত্তে ।  
 নিশ্রয়ে চলিলা সতে জলে বাঁপ দিতে ॥  
 কৃষ্ণের মহিমা মাত্র জানে বলরাম ।  
 নিবারিলা বলরাম হও সাবধান ॥  
 রাম অঙ্গ কৃষ্ণ অঙ্গ নাহিক প্রভেদ ।  
 ধরিঞা রাখিলা রাম করিয়া নিশেধ ॥  
 না মরিহ গোপগোপী স্তনহ বচন ।  
 এখনি দেখিতে পাবে ও চান্দ বদন ॥  
 সরূপে আমার কথা যদি মিথ্যা হয় ।  
 তবে সে করিহ মনে যার যেবা নয় ॥  
 সভায়ে নিশেধ করি দেব বলরাম ।  
 ভাই ভাই করিঞা সিজাতে দিন শান ॥  
 আমার কানাঞা ভাই গা তোলা ॥ ৫ ॥

শেষ,—

এবে কৃষ্ণ ছাড়ি গেল করিঞা নৈরাশ ।  
 সহিতে না পারি কেহ বিরহ হতাস ॥  
 কে জানে যাঁহিবে কৃষ্ণ সজাকে ছাড়িঞা ॥  
 মথুরা রহিল গিয়া আমাকে ছাড়িঞা ॥  
 যাঁহিবে কৃষ্ণ যদি ছিল মনে ।  
 তবে কেন প্রেম কৈল অবলার সনে ॥  
 করিল বিনোদ রাস লঞা গোপীগণে ।  
 দেখিলে বিনদ স্থান তাপ উঠে মনে ॥  
 কি কহিব আরে উদ্ধব সে সকল কথা ।  
 সকুলি আছরে দেখি কৃষ্ণ নাই এথা ॥  
 এবে ছাড়ি গেল কৃষ্ণ সব বিসরিঞা ।  
 এখন মরিব সব গুণ বিলাপিয়া ॥  
 আর না দেখিব আমি তার বিধুমুখ ।  
 কৃষ্ণ বিনে প্রাণ স্তন্য ফাটে মোর বুক ॥  
 নিরব হইলা মনি না নাচয়ে সিঁথি ।  
 মাথা হেট করি কান্দে বত পশু পাখী ॥  
 কোকিল হইল মুখ্য শব্দ নাহি শুনি ।  
 কৃষ্ণ মধুপুরে গেল করি অনাখিনী ॥  
 আর না যাঁহিবে কেহ জমুনার জলে ।  
 আর দেখিবে...কদম্বের তলে ॥

কদম্বের ডালে কেবা চরণ হিলাবে ।  
 রাখা রাখা বলি বাসি আর না বাজিবে ॥  
 অগরো চন্দনমালা কার অঙ্গে দিব ।  
 জলে স্থলে রাজপথে কতু না দেখিব ॥  
 অকুর কাটিয়া নিল আচলের মাণিক ।  
 তারে কি দোষ দিব নিদারুণ বিধি ॥  
 বিধাতাকে গালি দেই করিঞা হতাস ।  
 মাধব রচিত গান কহে কৃষ্ণদাস ॥  
 ইতি ব্রজলিলা এই তক হইল সমাপ্ত ।

ইতি সন ১২৩৭ শাল তারিখ ২২শে শ্রাবণ ।  
 লিখিতঃ শ্রীহরিনারায়ণ দাস । পাঠক শ্রীহরিদাস  
 বৈরাগ্য । এই পুস্তক চুরি করিবে গুরু দণ্ডিত  
 হইবে ।

গ্রন্থখানি গীত হইবার জন্ত রচিত । মধ্যে  
 মধ্যে কর্ণাট রাগ, গৌরী রাগ, শ্রীরাগ, বড়ারী  
 রাগ ইত্যাদি রাগের উল্লেখ আছে । এই  
 অপ্রকাশিত ও প্রাচীন হৃদয় গ্রন্থখানি অচিরে  
 প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক ।

১৫৫ । রাগমালা ।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস ।

পত্র-সংখ্যা—১২ ; প্রথম পত্র নাই । লিপি-  
 কাল ১১৫৭ সাল ।

২য় পত্রের আরম্ভ,—

অতয়েব শ্রীগুরু বৈষ্ণব চরণ ।  
 শ্রীণাম করিয়া কিছু করিল রচন ॥  
 সাধুসঙ্গে জেবা কিছু করিল শ্রবণ ।  
 পুনঃ সাধু শ্রীক্ষে তাহা করিল দর্শন ॥  
 আমি মুখ্য তাহা কিছু না পারি বুঝিতে ।  
 সংস্কার নাহি তাথে নারি প্রবেশিতে ॥  
 অতএব ভাবরূপে করিয়ে লিখন ।  
 যে কিছু করয়ে তাহা করি যে রচন ॥

কৃষ্ণ ববে বৃন্দাবনে করএ ভ্রমণ ।  
 গন্ধগুণে গোপীকারে করে আকর্ষণ ॥  
 শব্দগুণ গন্ধগুণ রূপগুণ আর ।  
 রসগুণ স্পর্শগুণ পঞ্চ পরকার ॥  
 এই পঞ্চ গুণ ত্রীরাধিকাতে বৈশে ।  
 তার ক্রম কহি যেনে জ্ঞেয় কিছু আইসে ॥  
 শব্দগুণ কর্ণে গন্ধগুণ নাসিকাতে ।  
 রূপগুণ নেত্রে রসগুণ অধরেতে ॥  
 স্পর্শগুণ অঙ্গেতে লাগে অতি সুশীতল ।  
 যেই গুণ লাগি রাধা হইল বিকল ॥  
 যেই গুণ হয়ে পূর্বরাগের উদয় ।  
 পূর্বরাগ ক্রমে যেনে করিএ নির্ণয় ॥  
 আগে পূর্বরাগ হয় দুই ত প্রকার ।  
 পাছে ছয় মত হয় তাহার বিচার ॥  
 অকস্মাৎ শ্রবণ আর হঠাৎ দর্শন ।  
 এই ত শ্রবণ হয় তিন দর্শন ॥  
 বংশী দূতি সখি তেন হয়ত শ্রবণে ।  
 স্বপ্ন সাক্ষাৎ চিত্রপট দর্শনে ॥  
 অতএব সর্ব আগে হএ পূর্বরাগ ।  
 তাহার পশ্চাৎ রাগ তার পশ্চাৎ অনুরাগ ॥  
 ইত্যাদি ।

মধ্য,—

মঞ্জরীবর্গের গুণ কহা নাহি জায় ।  
 ত্রীমতীর সঙ্গে করে নিত্যলীলার সহায় ॥  
 ত্রীমতীর মাধুরী গুণ মঞ্জরিতে স্থিতে ।  
 শুনই সকল কথা করিয়া প্রীতিতে ॥  
 ত্রীকণ মাধুরীগুণে ত্রীকণমঞ্জরি । ১  
 নেত্র মাধুরীগুণে লবঙ্গমঞ্জরি ॥ ২  
 অঙ্গ মাধুরীগুণে অনঙ্গমঞ্জরি । ৩  
 গুণ মাধুরি গুণে গুণমঞ্জরি ॥ ৪  
 কাম মাধুরি গুণে কামমঞ্জরি । ৫  
 রতি মাধুরী গুণে রতিমঞ্জরি ॥ ৬  
 প্রীত মাধুরি গুণে প্রীতমঞ্জরি । ৭  
 রস মাধুরি গুণে রসমঞ্জরি ॥ ৮

লীলা মাধুরি গুণে লীলামঞ্জরী । ৯  
 প্রেম মাধুরি গুণে প্রেমমঞ্জরী ॥ ১০  
 বিলাস মাধুরি গুণে বিলাসমঞ্জরি । ১১  
 সৌরভ মাধুরি গুণে কস্তুরীমঞ্জরি ॥ ১২  
 রাগ মাধুরি গুণে রাগমঞ্জরি ॥ ১৩  
 রঙ্গ মাধুরি গুণে রঙ্গমঞ্জরি ॥ ১৪  
 কেলি মাধুরি গুণে কেলিমঞ্জরি । ১৫  
 বাঁকা মাধুরি গুণে মধুরমঞ্জরি ॥ ১৬  
 কস্তুরি মাধুরি গুণে কস্তুরিমঞ্জরি । ১৭  
 কান্তি মাধুরি গুণে স্বর্ণমঞ্জরি ॥ ১৮  
 কপাল মাধুরি গুণে কপালমঞ্জরি । ১৯  
 মাধুর্য মাধুরি গুণে রত্নমঞ্জরি ॥ ২০  
 দোন্দর্য মাধুরি গুণে কন্দর্পমঞ্জরি । ২১  
 হস্ত মাধুরি গুণে হরিতমঞ্জরি ॥ ২২  
 পাদ পথ মাধুরি গুণে পথমঞ্জরি । ২৩  
 অন্তর মাধুরি গুণে হরিতমঞ্জরি ॥ ২৪  
 অনঙ্গ মাধুরি গুণে হেমমঞ্জরি । ২৫  
 সৌরভ মাধুরি গুণে গন্ধমঞ্জরি ॥ ২৬  
 এই ত কহিল শুন দৃঢ় মন করি ॥  
 মঞ্জরিগণের কৈল দিগ্‌দর্শন ।  
 দক্ষিণ শাখার ক্রম শুন সাধু জন ॥

শেষ,—

ক্রমরূপে কহি এবে উপাস্ত উপাসনা ।  
 উপরাগাহুগা কামাহুগা উপাসনা ॥  
 কাম গায়ত্রীর স্বরূপ কৃষ্ণ হএ ।  
 কাম-গায়ত্রীতে রাধিকা গুণ আশ্রয় ॥  
 এই হেতু ত্রীরাধিকা হয়ে কামাহুগা ।  
 তাহার আশ্রয়ে উপাসনা কামাহুগা ॥  
 ত্রীরাধিকা হয়ে কামবীজ স্বরূপ ।  
 কৃষ্ণের আশ্রয় তাতে শুন অপরূপ ॥  
 এই লাগিঞা কৃষ্ণ প্রেমাহুগা হয় ।  
 ত্রীকৃষ্ণ হইল তেঞি প্রেমের আশ্রয় ॥  
 প্রেমের আশ্রয় উপাস্ত রাগাহুগা কামাহুগা ।  
 অতএব রাগ বঙ্ধ আপনে রাধিকা ॥

তাহাতে অল্পগত হইলা সখীগণ ।

তাহার আশ্রয়ে উপাসের কহি অল্পক্লম ॥

সাধ্যসাধন প্রাপ্তি তাহে সাধ্য সখি ।

সাধনের প্রাপ্তি রাগ এই সবে লেখি ॥

সাধক দেহে করি প্রেমের আশ্রয় ।

সিদ্ধ দেহকে করি সখির আশ্রয় ॥

আশ্রয় দেহের এবে অল্পক্লম লেখি ।

রাগের আশ্রয় আপনি সাধক সাধ্য হয় সখি ॥

সাধন সেবা হয় প্রভুর দেহের ভজন ।

প্রভুদেহে গুরু আদি সেবা-সেবক সম্বন্ধ ॥

ভজনের বন্ধ সম্বন্ধ সাধনে সখি সম্বন্ধ...।

এবে ত কহিএ সদা তাহাতে লক্ষণ ॥

সমুদ্রের বাড়ীকে জাব মাতা পিতার ঘরে ।

সর্ব্বতাথে শ্রীরাধিক। গতাগতি করে ॥

সখি রাগ মনাগমন হয় রাখা সঙ্গে ।

এক ক্ষণ সম্বন্ধ ছাড়া না হয় অমুরাগে ॥

সর্ব্বক্ষণ সোঁপা করে...অমুমতা ।

সেবার দৌঠব দেখি আনন্দ রাধিক। ॥

ক্লেহ কেশবেশ করে কেহ ত দিম্ভূর ।

কেহো ত গাথএ মালা নিঞা নানা ফুল ॥

কেহো ত চন্দন ঘশে কেহো ত কজ্জল ।

তাহা দেখি মগ্ন স্তম্ভে রাধিকার মন ॥

সেবাতে স্তম্ভী করে যত সখীগণ ।

এবে বার মাসের ক্রম শুন সাধু জন ॥

শ্রীশঙ্কর বৈষ্ণব-পাদকীর্ত্তি করি ধ্যান ।

সংক্ষেপে কহিল কিছু এ সব আখ্যান ॥

প্রভুর সম্মততে তৈল রাগমালার প্রকাশ ।

এ সব আখ্যান কহে নরোত্তম দাস ॥

ইতি রাগমালা সম্পূর্ণ । লিখিতঃ শ্রীচরণদাস

মোকাম মানকর গ্রাম । ইতি তারিখ ২ আষাঢ়

সন ১১৫৭ সাল ॥

১৫৬ । সুদামা-চরিত্র ।

রচয়িতা—অনুলিখিত ।

গ্রন্থখানি প্রাচীন । এম পত্রের পর খণ্ডিত ।

পরশুরাম দ্বিষের রচনা । এই গ্রন্থের বিস্তৃত  
পরিচয়, ১৩২১ সাল পৌষ সংখ্যা “ভারতবর্ষ”  
পত্রিকার প্রকাশিত হইয়াছে ।

প্রথম পত্রের লিপি অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়াছে ।

মধ্য,—

গোবিন্দ ভাবনা করি আসিঞা দ্বারকা পুরি  
সচিন্তিত সুদামা ব্রাহ্মণ ।

সুখময় পুরী সব প্রতি ঘরে মহোৎসব  
কেনন ঘরে পাব নারায়ণ ॥

খুদের পুটলি কাঁখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে  
কোথা কৃষ্ণ দৈবকীকুমার ।

পূর্বেতে আছিল সখা আজি যদি পাই দেখা  
তবে জানি মহিমা তোমার ॥

এত বলি দ্বিজবর প্রবেসিলা এক ঘর  
সেই ঘরে প্রভু গদাধর ।

লক্ষ্মীর সহিত হরি আছিল। সঅন করি  
সখা দেখি উঠিলা সত্ত্বর ॥

আইস আইস পুর সখা চিরদিনে হইল দেখা  
সুদামারে প্রভু দিলা কোল ।

তবে প্রভু জগন্নাথে ধরিঞা বিপ্রের হাতে  
বতাইলা পালক উপরে ॥

প্রণমে অঙ্গ গদগদ ব্রাহ্মণের হুই পদ  
ধোআইল প্রভু গদাধর ।

বিপ্র পাদক নঞা আপন মস্তকে দিঞা  
তবে দিলেন লক্ষ্মীর মস্তকে ॥ ইত্যাদি

শেষ পত্র,—

পথে পথে জানি বিপ্র ভাবে মনে মনে ।

অন্তরজামিনি প্রভু জানিলা সকল ।  
 কেন ধন নাহি দেন ভক্তবহুল ॥  
 ধমে মত্ত হইয়া বুদ্ধি পাসরিবে তারে ।  
 এই হেতু ধন কৃষ্ণ না দিলেন মোরে ॥  
 তবে ত বুদ্ধিগ কৃষ্ণ বড় দয়াময় ।  
 এতক আদর করে কৃষ্ণ মহাশয় ॥  
 প্রভুর লীলা না বুদ্ধি কারণ ॥  
 ভাবিতে শুনিতে বিপ্র আইলা নিকেতন ।  
 রত্নময় পুরীখান বিচিত্র নির্মাণ ॥  
 বিচিত্র উত্তম উপরে মনোহর ।  
 চতুর্দিকে সোভা করে দিব্য সরোবর ॥  
 কোকিল কলতক শুভ্ররে ভ্রমর ।  
 এ সব দেখিঞা বিপ্রের কাপিছে অন্তর ॥  
 অপূৰ্ণ নাগরি করে অঙ্গের মার্জ্জন ।  
 ঘাটেত বসিঞা করে অঙ্গের মার্জ্জন ॥  
 তাহা দেখিঞা স্তম্ভান বিপ্র হইল হুণ্ডিত ॥  
 আকাশ ভাজিঞা পড়ে মত্তক উপরে ।  
 পুরীখান দেখিঞা ভাবেন দ্বিজবর ।  
 কোন রাজা আসি মোর নিগ বাড়ী ঘর ॥  
 এইখানে আছে মোর পত্রের কুড়াখানি ।  
 কোথাকারে গেল মোর হুণ্ডিত ব্রাজুণি ॥

ইত্যাদি ।



১৫৭—৫৮ । উদ্ধব-সংবাদ ।

রচয়িতা—কবিচন্দ্র, দ্বিজ

পত্রসংখ্যা ২০ । প্রথম ৯ পত্র নাই । লিপি-  
 কাল ১১শে শাল । দশম পত্রের আরম্ভ এই,—  
 বিধাতা প্রসন্ন সখি হলা এত দিনে ।  
 দশ দিশ প্রকাশিত কৃষ্ণের গমনে ॥  
 আকুল হইলা সভে হরল গোবান ।  
 মৃত তরুদের সনে পুত্র আলা প্রাণ ॥  
 বৃক্কাহুজ্ঞতা কহে কিছু নহে মনে ।  
 কৃষ্ণচন্দ্র প্রাতঃস্নান করিবেন কেনে ॥

ললিতা কহেন তবে অমুমান করি ।  
 অনেক দিন হলা নাথ গেলা মধুপুরি ॥  
 মধুরা নগরে আছে অনেক ব্রাহ্মণ ।  
 প্রাতঃস্নান সেখানে শিথিলা নারায়ণ ॥  
 তেঞি প্রাতঃস্নান কৃষ্ণ করেন গোকুলে ।  
 নিশ্চয় গোবিন্দ বটেন সখিগণ বলে ॥  
 সেই পীতবাস বটে বরণ স্যামল্যা ।  
 চাঁচর চিকুর কেশ গলে বনমালা ॥  
 এই সব অমুমানি গোপীগণ চিন্তে ।  
 হেন কালে উদ্ধব হইল উপনীতে ॥

ভণিতা,—

- ( ১ ) ব্যাসের রচিত দ্বিজ কবিচন্দ্র ভণে ।  
 উদ্ধব পড়েন পত্র গোপীগণ শুনে ॥
- ( ২ ) ব্যাসের রচিত দ্বিজ কবিচন্দ্র ভণে ।  
 দশম স্কন্ধের কথা উদ্ধব গমনে ॥
- ( ৩ ) শুনিঞা এ সব কথা অন্তরে লাগএ বেথা  
 বিরহ আনন্দ উথলঅ ।

দ্বিজ কবিচন্দ্র ভণে                      তরঙ্গ নদীর বাণে  
 হাতে কি বালির বান্দ রঅ ॥

অনুজ,—

নানা পক্ষগণ তথা করএ বিশ্রাম ॥  
 রাত্রিকালে একত্রে সকলে বিহরে ।  
 রাত্রি প্রভাতে জান দিগ্দিগন্তরে ॥  
 পুনরপি সেই বৃক্ষে ফিরিঞা না চাঅ ।  
 কপট কৃষ্ণের প্রেম জান্য তার প্রাঅ ॥  
 নগরে অতিথি জাঅ ভিক্ষা করিবারে ।  
 এক ঘরে ভিক্ষা করি জাঅ অন্ত ঘরে ॥  
 পুনরপি সেই ঘরে ফিরিঞা না চাঅ ।  
 কপট জনার প্রেম জান তার প্রাঅ ॥  
 জাতি কুল ভেদাগিঞা জে জন বিকাঅ ।  
 সে জনে ছাড়িতে কিবা তাহার জুআঅ ॥  
 পিরিতি করিঞা আমি কি কাজ করিলাম ।  
 নিরবধি বিরহ আনলে পুড়ে মল্যাম ॥

কলক হইল যোর জগত ভরিঞা ।  
 গুরু গঙ্গনাঅ প্রাণ জাঅ বিদরিঞা ॥  
 কহিতে কহিতে নিরে তরল নয়ান ।  
 হেনকালে মধুকর আলা বিদ্যমান ॥  
 আসিঞা রাধিকার চরণে গুঞ্জরে ।  
 তাহারে গঞ্জিঞা রাধিকা কিছু বলে ॥

\* \* \* \* \*  
 কহিতে কহিতে রাধা সজল নয়ান ।  
 চাহিঞা মধুরাপানে হরল গেহান ॥  
 দেখিঞা গোপীর প্রেম কহেন উদ্ধব ।  
 না কর দ্বাক্ষণ শোক আসিব হাধব ॥

শেষ,—

উদ্ধব বলেন শুন করি নিবেদন ।  
 পণ্ড পক্ষ আদি সব করএ ক্রন্দন ॥  
 তব লাগি ব্রজপুর সকলে দুর্ভলা ।  
 কেবল দেখিল মাত্র জয়না প্রবলা ॥  
 জয়নাতে পড়ে লোহ তেঞি বাচে জল ।  
 তেঞি ত জয়না এত হইলা প্রবল ॥  
 ইহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র দুখিত অন্তরে ।  
 রাধা রাধা বল্যা কৃষ্ণ ডাকে উচ্চসরে ॥  
 প্রাণের অধিক যোর রাধা বিনোদিনী ।  
 রাধা বিনে ব্রজপুরে বৃথা আছি আমি ॥  
 উদ্ধবের মুখে সব সন্বাদ পাইলা ।  
 শুনিয়া সত্তার প্রাণ বাড়িতে লাগিলা ॥  
 উদ্ধব বিদ্যায় হঞা গেলা নিকেতনে ।  
 উদ্ধবসংবাদ বিজ কবিচন্দ্র তনে ॥

ইতি উদ্ধব-সংবাদ গৃহস্থ সমাপ্ত । লিখিতং  
 ত্রীমধুচরণ সৌ, শাকিম অমৃতপুর । ইতি সন  
 ১১২৫ সাল, তারিখ ৬ চৈত্র । বেলা এক  
 প্রহরের মধ্যে ॥

১৫২১ । বৈষ্ণব-বন্দনা ।

রচয়িতা—দেবকীন্দন ।

আরম্ভ,—

১৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥ বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ইত্যাদি ।  
 ধন গোরাচান্দ যোর প্রাণ গোরাচান্দ ।  
 সচির দুলাল গোরা অখিলের প্রাণ ॥  
 বিনতি করিঞা তুণ ধরিএ দশনে ।  
 নিবেদন করো সর্ব বৈষ্ণবচরণে ॥  
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অবতারে ।  
 জতেক বৈষ্ণব তাতা কে কহিতে পারে ॥  
 বৈষ্ণব জানিতে নারে দেবের শক্তি ।  
 মুঞি কোন হউ শিশুবুদ্ধি অন্নমতি ॥

শেষ,—

শরণ লইল গুরু বৈষ্ণব চরণে ।  
 সংক্ষেপে কহিল কিছু বৈষ্ণব-বন্দনে ॥  
 বৈষ্ণব-বন্দনা পড়ে শুনে যে বা জন ।  
 অনন্ত...মুছে শুদ্ধ হএ মন ॥  
 প্রভাতে উঠিঞা পড়ে বৈষ্ণব-বন্দনা ।  
 কোন কালে নাহি পার কোনই যন্ত্রণা ॥  
 ... ... ভক্তি সেই লভে ।  
 দৈবকীন্দন ভণে অই রস লোভে ॥  
 ইতি বৈষ্ণব-বন্দনা সমাপ্ত । যথা দিষ্টং তথা...  
 লেখকে নান্তি দোসক ভিম । লিখিতং শ্রীজগ-  
 রাধ দাস । সাং সিওড়ি । শ্রীজগদচরণ সখা সাং  
 কোমা ও শ্রীভোলানাথ দাঘ সাং সোনাভোড়  
 সন.....২০ ফাল্গুন ।

১৬০ । সুদামা-চরিত্র ।

রচয়িতা—অনুজিথিত ।

খণ্ডিত পুথি । ১৫৬ সংখ্যক পুথির বিবরণ  
 দ্রষ্টব্য ।

সে পত্রের শেষে,—

অন্তরের অনেক জন্ম যোর নাহি ইচ্ছা ।

তুমি কি আশাহ লগা যোর ভরে না কহিল

এতেক বলিল যদি প্রভু বনমালী ।  
কথোক দিনে আইলে সখা করি কোলাকোলি ॥  
অহে অহে পুর সখা লজ্যা কর কেনে ।  
বড় তুষ্ট হইয়াছি আমি এই উপারনে ॥  
এতেক বলিঞা কৃষ্ণ সুদামের খুদ লইঞা ।  
এক মুষ্টি খাইল প্রভু বড় তুষ্ট হঞা ॥  
আর এক মুষ্টি জেই লইল খাইতে ।  
হেন কালে লক্ষ্মী দেবী ধরিলেন হাতে ॥  
জে খাইলে সেই ভাল না খাইহ আর ।  
কতক দিনে সোদ জাইবেক সুদামের ধার ॥  
কতক কালের তরে প্রভু বেচিলে আমারে ।  
কত দিন থাকিব জাইঞা সুদামের ঘরে ॥  
কৃষ্ণ বলেন লক্ষ্মী তুমি জানিছ সকল ।  
জতাহ আমার নাম ভকতবহল ॥ ইত্যাদি ।

১৬১। সীতার বারমাস্তা ।

রচয়িতা—কৃষ্ণিবাস ।

পত্রসংখ্যা—৩। কীটদষ্ট পুথি । লিপিকাল

১১৯৬ সাল ।

আরম্ভ,—

১৭ ত্রীত্ৰিহরি ।

সখি চারি পাঁচ মেলি সীতা চলিলা মন্দিরে ।  
এক সখি সীতাকে কহেন ধীরে ধীরে ॥  
চৌদ বৎসর সীতা ছিলা রামের পাশে ।  
কত দুখ পেলা সীতা কোন কোন মাসে ॥  
প্রথম চৈত্র মাসে রামের বনকে প্রবেশ ।  
শিরে জটা ধরেন রাম তপস্বীর বেশ ॥  
ফল মূল ভক্ষণ বৃক্ষ-ছাল পরিধান ।  
ভূণ-শয্যা করি আমরা আছিলাম তিনি জন ॥১॥  
বৈশাখে বিহম খরা জলন্ত অনল ।  
পথে জাইতে গুড়ে উঠে পাণ্ডর পদতল ॥২॥  
জ্যৈষ্ঠে এতেক দুখ পাইলাম অরণ্যে ।

তরুডাল ভাঙ্গে লক্ষ্মণ ধরিলেন শিরে ।

তাহার ছাত্রাতে আমি জাই ধীরে ধীরে ॥৩॥  
ইত্যাদি

শেষ পত্র,—

কণে কণে মনে পড়ে অযোধ্যা নগরী ।  
তা সত্তাকে মনে পড়ে কৌশল্যা শান্তি ॥১২॥  
সীতার দুখ স্থনিয়া সখিগণ ছাড়েন নিশ্বাস ।  
উত্তরাকাণ্ডে গাইল সীতার বনবাস ॥  
গাইল কিস্তিবাস ॥ ত্রীরাম সীতার বনবাস ॥  
বারমাস্তা সমাপ্ত ॥ ইতি । পাঠক ত্রীপতিত  
সৌ, সাকিম কালীপুর । সন ১১৯৬ সাল তারিখ  
১৬ শ্রাবণ ।

১৬২। অক্রুর-গমন ।

রচয়িতা—কবিচন্দ্র দ্বিজ ।

পত্রসংখ্যা—৯ ; সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ. লিপি-

কাল—১২৩৮ সাল ।

আরম্ভ,—

ত্রীত্ৰীরাধাকৃষ্ণ । অক্রুর গমন ওপাক্ষন লিফাতে ।  
অক্রুরে ডাকিয়া কংস করেন সংগ্রহ ।  
ভোজবংশে জন্ম তোমার বড়ই উত্তম ॥  
সমসখা প্রাণতুল্য তুমি জ্ঞানবান ।  
বৃন্দাবনে গিয়া তবে রামকৃষ্ণে আন ॥  
কর সমেত করিয়া সিরে ঘোষ নন্দে ।  
ভুলাইবে ছুটি শিশু প্রকার প্রবন্ধে ॥  
আসিতে কহিবে ব্রজবালকের সাথে ।  
কহিবে মাতুল তোমার চায়াছে দেখিতে ॥  
হাতে ধরি প্রোমাবেশে কংসরাজা কহে ।  
ধনুযজ্ঞ নিমন্ত্রণ জাবে জহু দোহে ॥  
সুবর্ণের রথে চাপাইয়া আনিবে দোহার ।  
কালি ব্রজে জাবে অত বোলাকদ প্রায় ॥  
কৃষ্ণে করি প্রাণ তুল্য ভাগিনা তোমার ।

মধ্য,—

শেষ,—

ত্রীরাধিকা বলে নাথ কি হুনি বচন ।  
 আশাদের ছাড়ি বাবে মথুরা ভুবন ॥  
 তব পিতা নন্দরাজ ডাকিঞা সভারে ।  
 বলিলা আইব প্রাতে রাম দামোদরে ॥  
 বৃত্তিতে না পারে তোর পিতা মহাশয় ।  
 গোপজাতি হয় তার সরল হৃদয় ॥  
 তিল আধ না বাঁচিব আমি তোমা বিনে ।  
 এখনি তোমার কাছে তেজিব পরাণে ॥  
 তবে পরিবাদ দিল গুরুজন ।  
 তোমার কলঙ্ক নাথ করিলাঙ ভূষণ ॥  
 জলে জাত্যে না দেখিলে রহিতে না পারি ।  
 সখীগণ সেবি তোমার বার্তা উদ্ধারি ॥  
 সভাকার প্রাণ তুমি সভার জীবন ।  
 বধিয়া না জায় নাথ মথুরা ভুবন ॥  
 ত্রীকৃষ্ণ বলেন হুন রাধিকা হৃদয় ।  
 সর্ব গুণ জান তুমি আমার মাধুরি ॥  
 পৃথিবীর ভার হরিবাবে দ্রব হইল ।  
 তুমি সর্ব জান প্রিয়ে আর কিবা বল ॥  
 এত বলি সাঙ্ঘনা করিলা নারায়ণ ।  
 প্রবেশ করিলা কৃষ্ণ নন্দের নন্দন ॥  
 সতে বিদায় দিয়া আন্য নন্দালয় ।  
 নিজ গৃহে আন্য হরি নন্দের আলয় ॥  
 গোপীগণ নিজগৃহে ভাবি মনে মনে ।  
 অন্তরে পুড়এ তার প্রবেশ না মানে ॥  
 এথা হরি নন্দগৃহে করিলা গমন ।  
 বিজ কবিচন্দ্র গায় ব্যাসের বর্ণন ॥

রথ গিআ উত্তরিল জমুনার কূলে ।  
 অক্রুর করিল মান জমুনার জলে ॥  
 কৃষ্ণ বলরাম দেখি জলের ভিতরে ।  
 চাআ দেখি হুই ভাই রথের ওপরে ॥  
 পুনরপি অক্রুর নামিল পুন জলে ।  
 চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখি অগস্তীর কোলে ॥  
 জোড় হাথে গেলো তবে রামকৃষ্ণ পাসে ।  
 কি দেখিলে জলে গোবিন্দ জিজ্ঞাসে ॥  
 অক্রুর বলেন জ্ঞান নাহিক আমার ।  
 জলে দেখিল লীলা জতেক তোমার ॥  
 এতেক বলিআ রথ সত্তরি চালায় ।  
 অবিলম্বে উপনীত হইলা মথুরায় ।  
 অক্রুর বলেন বাপু ছাড়ি আইতে নারি ।  
 চল আমার বাসে পুরি সহ পুরি ॥  
 রামকৃষ্ণ বলে খুড়া বৃথা ছুঃখ ভাব ।  
 হৃদামে নাসিআ তব গৃহে আমি জাব ॥  
 অক্রুর বিদায় হইল কৃষ্ণের চরণে ।  
 দধি দ্রব দ্রুত লয়া দিল কংস স্থানে ॥  
 রামকৃষ্ণ আইলা কহিল সমাচার ।  
 শুনি আনন্ডিত হইল আনন্দ অপার ॥  
 এথা নন্দ মথুরাতে রহিলা আনন্ডিতে ।  
 মান ভোজন করিলা সতে হরসিত চিত্তে ॥  
 সেই দিন নন্দ সঙ্গে রাম দামোদর ।  
 সাত পাঁচ ভাবে নন্দ আপন অন্তরে ॥  
 বিজ কবিচন্দ্র গায় ব্যাসের বর্ণন ।  
 এত দূরে সাজ হইল অক্রুর গমন ॥

ভণিতা অন্যত্র,—

- ১। স্বর্গা অন্ত গেল প্রায় বিজ কবিচন্দ্র গায়  
গতি নাকি কৃষ্ণচন্দ্রে বিনে ॥
- ২। বিজ কবিচন্দ্র গায় ব্যাসের বর্ণন ॥

কল্যাণীয়ায় পুস্তক, জাম, ১৮৩৮, ১৮৩৯, ১৮৪০, ১৮৪১

ইতি ত্রীঅক্রুর গমন ত্রীযুক্ত কবিচন্দ্র চক্রবর্তী  
 কৃত সপ্ত আদেশঃ ত্রীভাগবত মৌলিক ব্যাকান  
 সংপূর্ণ ॥ বকশম ত্রীভাগবতানাং সাধা ত্রীভীষ্ম-  
 কৃষ্ণ ভক্তন্য। বয়ং লক্ষ দিনানি চ নহু কল্প  
 কল্পকালানি চ নহু দিনানি চ নহু কল্প

নমঃ ॥ ভীমবাণি রনে শুদ্ধ মুনিনাঞ্চ মতিভোম ।  
লিখোকের দোষ নাক্তি ক ॥ ইতি নন ১২৩৮ সাল  
তারিখ ১৪ আনাড় । সমাপ্ত হইল দুই গ্রহর  
বেলা আনাজি সমঅ । ইতি ॥

ভণিতা,—

- ১। দশনে ধরিঞা তৃণ কহয়ে লোচন ।  
গোরাপদ বই মোর আর নাহি ধন ॥
- ২। হেনমতে দিনে দিনে বাড়ি পরকাশ ।  
তুনিঞা আনন্দিত ছিহা এ লোচন দাস ॥
- ৩। ঐহন ঠাকুর আর নহে প্রেমদাতা ।  
কহএ লোচন ভজ নবীন বিধাতা ॥
- ৪। জয় রে জয় রে জয় হেন প্রেম-রসালয়  
ভাঙ্গি বিলাইল গোরাবায় ।  
নিজীবো জীবন পাবে পঙ্গু গিরি ডিঙ্গাইবে  
আনন্দে লোচনদাস গায় ॥

১৬৩। চৈতন্যমঙ্গল ।

রচয়িতা—লোচন দাস ।

পত্রসংখ্যা—২৩ । সুন্দর ও সুস্পষ্ট লিপি ।

লেখক ২৩ পত্রের পর আর অগ্রসর হন নাই ।

লিপিকাল—অসুনির্দিষ্ট ।

আরম্ভ,—

৮শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রার নমঃ ॥ আজাংলবিত-

ভুজো কনকাবদান্তো ইত্যাদি ॥

আদি খণ্ড সায় মধ্য খণ্ডের আরম্ভ ।

জাহা সুনিলে প্রেমা পায় অবিলম্ব ॥

মধ্য খণ্ড কহি কথা অন্তের সায় ।

নদীর-বিহার লাগে প্রেমের প্রচার ॥

নদীর আসিয়া প্রভু আনন্দিত চিত্তে ।

সুখে বিলসই বহু বাক্যব সহিতে ॥

নবদ্বীপবাসী জত ব্রাহ্মণ-কুমার ।

সংকুলসম্ভব তার অতি শুদ্ধাচার ॥

বড়ই মুকুতি তারা ধস্ত তিন লোকে ।

আপনে ঠাকুর বিজ্ঞান দিল জাকে ॥

এই মত শিষ্যগণ পড়ায় ঠাকুর ।

প্রকাশিব নিজ প্রেমা আনন্দে প্রচুর ॥

এক দিন নিজ গৃহে আছিল পুতিঞা ।

কৃষ্ণ প্রেমানন্দে কান্দে বিকল হইয়া ॥

বিস্মিত হইঞা শচী বিশ্বম্ভরে পুছে ।

কি লাগিঞা কান্দ বাপু হুঃখ কর কিলে ॥

মায়ের বচন শুনি না দিল উত্তর ।

মৌন করয়ে প্রভু আনন্দে বিহবল ॥

মধ্য,—

বড়ারি ।

নিহনি জাই গোরা রূপের বাংলাই নঞা ।

বিলাইল হেন ধন অগত ভরিয়া ॥ এ ॥

তবে সেই মহাপ্রভু বসি নিজ ঘরে ।

অধ্যাত্ম ভক্তের কথা কহ এই স্বরে ॥

একমাত্র কৃষ্ণ স্বামী সৃষ্টিক্রম স্থিতি ।

আপনি সে এক আত্মা ধরিঞা খেতি ॥

ইহা বলি হস্ত মেলি পুন করে মুষ্টি ।

দেখা এ সভারে এই মন মোর দিষ্টি ॥

পুন কহে তবে সত্তি মাত্র স্বরূপণ ।

ভাবের অভাব তাথে শুন সর্বজন ॥

তথাপি তজ্জপ সেই করিয়ে জতন ।

এক জ্ঞান যিনে মুক্তি না হয় কারণ ॥

বিসম সংসার-বন্ধ জিনিতে না পারে ।

বন্ধমুক্ত হয় যদি এক জ্ঞান করে ॥

মুক্তি বিহু কৃষ্ণজ্ঞান নাহি হয় কভু ।

এতেক কহিয়ে শুন জ্ঞানগম্য পহ ॥

ইত্যাদি ।

শেষ পত্র,—

এ বোল সুনিঞা প্রভু করে হরি নাহ ।



স্বন সব জন বিশ্বস্তরের চরিত ।  
 শুনিতেই প্রেমভক্তি পাইবে ত্বরিত ॥  
 অতি অপক্লপ এই নদীয়া প্রকাশ ।  
 সুনিতে স্নান্য ভোরা এ লোচনদাস ॥১৮॥  
 প্রাণ কান্দে গোরাজ না দেখি ॥ ধ্রু ॥  
 তবে আর এক দিন প্রভু নৃত্য করে ।  
 আছিল একজন ব্রাহ্মণ দ্বারারে ॥  
 হেনই সময়ে গেল এক ব্রাহ্মণ ।  
 বিশ্বস্তর হরির নৃত্য দেখিবার মন ॥  
 দ্বারারে জে ছিল তারে না দিল জাইতে ।  
 বিমন হইঞা বিজ হুঃখ পাইল চিতে ॥  
 মনে হুঃখ পাঞা

ইহার পর লেখক আর অগ্রসর হন নাই ।

১৬৪ । শান্তিপর্ব্ব ।

রচকিত—কাশীরাম দাস ।

পত্রসংখ্যা—২২, অক্ষর গ্রন্থ—স্বনর ও স্পষ্ট  
 লিপি । লিপিকাল—১২৩৮ সাল ।  
 আরম্ভ—৬৭ শ্রীশ্রীবাধক্য । শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নমঃ ।  
 গুহরব গঙ্গা বসুনা চ তত্র গোদাবরী তত্র সরস্বতী  
 চ । সর্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রাহুতোদার-  
 কথাপ্রসঙ্গঃ ॥

অথ শান্তিপর্ব্ব লিখ্যতে ।

সুনি বলে শুনহ নিপতি জন্মের ।  
 শান্তিপর্ব্ব পুণ্যকথা শুন মহাশয় ॥  
 জ্ঞাতির তর্পণ করি ভাগীরথীর জলে ।  
 শোকাকুল যুধিষ্ঠির উঠিলেন কূলে ॥  
 অত শান্তি কইল রাজা ছাদ শান্তি দান ।  
 গঙ্গাভীর ছাড়ি গৃহ না কৈল পলায়ন ॥  
 ভাগীরথী-তীরে কইল উত্তম আশয় ।

মধ্য,—

সেই পাণে গৃধযুক্তি হইলা নরপতি ।  
 কুণ্ডল নগরে বসি হইল গৃধ জাতি ॥  
 কর্মফলে জাতিস্মরা হইল চন্দাবতি ।  
 নীলধ্বজ রাজার কস্তা কহিল পিতারে ॥  
 কহিল কস্তার স্বামীর কারণ ।  
 সুনিয়ে বিকল রাজা বলএ বচন ॥  
 নীলধ্বজ বলে কস্তা বিলাপহ কেনে ।  
 জারে ইচ্ছা হয় তবে করহ বরণে ॥  
 কস্তা বলে শুন পিতা আমার বচন ।  
 অস্ত্র হবে বরিবারে নাহি ঘোর মন ॥  
 কুণ্ডল্য নগরে আমি জাইব আপনি ।  
 তথাএ আমার স্বামী আছে নৃপমণি ॥  
 কথোক রক্ষক দেহ আমার সংহতি ।  
 চিনিএ লইব তথা আপনার পতি ॥  
 কস্তার বচন সুন নিপতি বিশ্বয় ।  
 কন্যা প্রতি জিজ্ঞাসিল করিএ বিনয় ॥

ইত্যাদি ।

শেষ,—

কথোক দিনান্তরে তবে বিহর স্মৃতি ।  
 যুধিষ্ঠিরে বুঝাইল ধর্ম্মশাস্ত্র নীতি ॥  
 বিদায় হইএ তবে যুধিষ্ঠির স্থানে ।  
 বিহর বিহানে রাজা ধর্ম্মের নন্দনে ॥  
 শূন্ত হইল পৃথিবী না সহে রাজ্যভার ।  
 নিরস্তর কান্দে রাজা করে হাহাকার ॥  
 বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃতের ধার ।  
 এহ লোকে পরলোকে হিত উপহার ॥  
 ইহার শ্রবণে অতো সুখ লভে নরে ।  
 তাদৃশ নাহি সুখ স্বর্গের ওপরে ॥  
 কাশীরাম দাস কহে পাচালির মত ।  
 সুন জন রসিক সাধু পিএ অবিরত ॥

ইতি শ্রীমহাভারতের পাণ্ডব বিজয় । কাশীরাম

লিখিতঃ। লিখকে দোষ নান্তিক। ভীষ্মবাপী  
বনেত্তদ মুনিমাক বভিভ্রম ॥ ইতি সন ১২৩৮  
সাল, তাঃ ৩০ আশাঢ়। পাঠক শ্রীজ্ঞানকান্য  
দৌ সাঃ কালীপুর, পরগণে খটকা, মতালকে  
জেলা বীরভূম।

১৬৫। দিবা-রাস।

রচয়িতা—কবিচন্দ্র দ্বিজ ও শঙ্কর দ্বিজ।

পত্রসংখ্যা,—৬; সম্পূর্ণ গ্রন্থ, সুস্পষ্ট লিপি।

লিপিকাল—১২৩৭ সাল।

আরম্ভ,—

৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। দিবারাস লিখ্যতে।  
একদিন নিশাতে গৃহেতে বহুপতি।  
পালকে হুতিআ কৃষ্ণ কল্পিণী সংহতি ॥  
আবেশে অবশ দোহেই হঞা কলেবর।  
করিলা রহস্তলীলা কোতুক বিস্তর ॥  
কল্পিণীর ঘোনেতে হইল অহংকার।  
আধা হেন প্রিয় পৃথিবীতে নাহি আর ॥  
অহংকার করি অতি কৃষ্ণেব লাক্ষ্যতে।  
অহংকার চূর্ণ তার কৈল রাধানাথে ॥  
অঙ্গে অঙ্গ মিসাইয়া দেহে নিভ্রা জায়।  
প্রমত্তরে কল্পিণীর হাথ দিয়া গায় ॥  
ব্রজলীলা গোবিন্দের পড়ি গেল মনে।  
রাধা রাধা বলি কৃষ্ণ ডাকেন সপনে ॥  
প্রাণধোম কোথা য়োর প্রেমবিশ্বাসিনী।  
আনারে ছাড়িয়া কোথা রহিলে ঠাকুরাবী ॥  
কুলদেবান ব্রজ তেজি আমি ডাকি আস্ত।  
শরাস জোড়াক ধমি পাশে এস বস ॥  
পাসনিতে নারি ভুয়ার চান্দ মুখের হাসি।  
দ্বিরলে-বদ্বি এক বাজাইব বাসি ॥  
এক মনে ধরিঞা মোকনে দিব কোক।

কেমনে ছাড়িলে তুমি সে সকল মায়া।  
রাসরস পাসনিলে সে সকল দয়া ॥  
তুমি আমার আমি তোমার জানে জগজনে।  
কান বোলে ছাড়িয়া রহিলে মূরে কেনে ॥  
আইস আমার পাসে তেজি অভিজান।  
বধভাগি হবে মর নাহি বাচে প্রাণ ॥  
রাধারস-সুখলিঙ্গ উথলিআ গেল।  
কল্পিণীর নিভ্রা ভঙ্গ চমৎকার হইল ॥  
ভয় পেঞা ঠাকুরাবী ভীষ্মকেব বি।  
চরণে ধরিঞা বলে প্রভু বল কি।  
কল্পিণী চেতন করি প্রভুরে কহিল।  
ব্যাসের আদেশ দ্বিজ শঙ্কর রচিল ॥

অন্তঃ তণিতা,—

- ১। কহিতে রাধার গুণ মোহ হইল প্রায়।  
সেবিয়া গোবিন্দ পদ কবিচন্দ্রে গায় ॥
- ২। দ্বিজ কবিচন্দ্রে কয় গোবিন্দমঙ্গল।  
যে কথা সুনিলে পাপ জায় বসন্তল ॥

কবিচন্দ্রের, শঙ্কর দ্বিজ নামক এক বন্ধু ছিলেন ;  
তাঁহার সহযোগিতায় কবিচন্দ্র কতকগুলি গ্রন্থ  
রচনা করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত কোন কোন  
গ্রন্থে শঙ্কর দ্বিজ ও কবিচন্দ্র দ্বিজ উভয়ের তণিতা  
দৃষ্ট হয়। কবিচন্দ্র দ্বিজ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা  
লেখকের “বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক” গ্রন্থের খণ্ডাঙ্কনে  
দ্রষ্টব্য।

মধ্য,—

গোময় গোধূত হাতে চাপিয়া বিমান রথে  
ব্রজবাসী কেহ নাহি জানে।  
সুগল মিলন লাভ দিবারাস অমৃতাব  
উদ্ধব কেবল মাত্র জানে ॥  
নঞা বীর অলঙ্কিতে রাধিকা উদ্ধব রথে

আবেসে অবস কায় কৃষ্ণ সজ্জাবিতে বার  
পুলকে পুরিল রসবতী ॥

আবপতি গড়ে মনে জাগে প্রেম স্বাভাৱে দিনে  
পাসরিলে পাসরিতে নাৱে ।

কৃষ্ণ বিনে অস্ত্র নাই নিরবধি যুঝে রাই  
কেমনে বাইব অতি দূরে ॥

জ্যোতিজন ধ্যানে রহে নিরন্তর অশ্রু বহে  
উখলিল প্রেমরস-সিদ্ধি ।

জেন সুকৃতার ফল শোভা করে বলরমল  
ধর্মযুগ যুগে বিন্দু বিন্দু ॥

কুচেতে কুমকুম ছিল প্রেমরসে ভেসে গেল  
কজল পুরিল আধ মুখে ।

পূর্ণিমার চান্দ জেন উদয় হইল ভেন  
হাসিআ অধরখানি খাঁপে ॥ ইত্যাদি

শেষ পত্র,—

ক'ঈলী বলিলা প্রভু বলিলেন জেনমন ।  
বিধি অগোচর রূপ দেখিলা তেমন ॥  
চতুর্দিকে চাকমুখে চামর ঢোলার ।  
বাম পাশে বসাইয়া মাগেন বিদায় ॥  
পায়ের ধরি কহে পাসরিঞা থাক পাছে ।  
তোমা বিনা আর নোর রাখা কেবা আছে ॥  
তোমার পাএ বিকাইআছি এ জগের মত ।  
অক্ষরাদ খেমা কর হুখ পাইলে জত ॥  
কৃষ্ণের বাসনা তোমার হইবেক অবৈ ।  
যুচিবৈক তোমার তাপ আমারে পাইবে ॥  
এত বলি বিদায় করিআ দিল তাকে ।  
উদ্ধব এড়িঞা আইলে দহজকে ॥  
অনায়াসে থাকে গৃহে কেহ নাহি জানে ।  
বিজ কবিচক্রে কর পূরণ বিধান ॥  
এত দূরে সমাপ্ত হইল দিব্যরাস ।  
অনিলে অধম খণ্ডে হয় স্বর্গবাস ॥  
অথা দ্বিষ্টং ভবা নিখিতং । লিখোক বোধ

ভোম ॥ লিখিতং শ্রীখেত্রনাথ সর্বণ পাঠক  
শ্রীজায়কানাথ সেন । সাঃ কালিপুর, পরগণা  
খটলা । জেলা বীরভোম । সন ১২৩৭ সাল তাঃ  
২৫ কাঙ্কন ॥

১৬৬। কংস-বধ ।

রচয়িতা—কবিচক্রে বিজ ।

পত্রসংখ্যা—৬ । সম্পূর্ণ, অস্পষ্ট ও অক্ষুণ্ণ গ্রন্থ ।

লিপিকাল—১২৩৭ সাল ।

আরম্ভ,—

/৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ । কংসবধ ।

প্রভাতে উঠিয়া রাম দামোদর হরি ।

না হুনে নন্দের মানা প্রবেশিল পুরি ॥

মথুরা আইলা কৃষ্ণ পড়িল ঘোমনা ।

আবেসে অবস কায় ধাইল অঙ্গনা ॥

পুরুষ বালক নারী কৃষ্ণ দেখিবামে ।

ধাইল অঙ্গনা রামকৃষ্ণ দেখিবামে ॥

...চিত্র কপাটে দিরাছে দ্বারে দ্বারে ।

পবিত্র দেখিতে পুরি নানা সোভা করে ॥

পারাবত কত শত আগোর উপরে ।

মউর পেখম ধরে মানা শব্দ করে ॥

মথুরার হড়াহড়ি শুন্য হইল বড় ॥

নরনারী একতরে সব হইল জড় ॥

রামকৃষ্ণ দেখিতে লভে ধার উজ্জ্বলধে ।

কৃষ্ণ দেখি সতে হইল আনন্দ কোতুকে ॥

ইত্যাদি ।

তলিহা,—

১। এত বলি জার রাখ কৃষ্ণ হইলন ।

বিজ কবিচক্রে গায় ব্যাসের বর্নন ॥

২। ব্যাসের আদেশে বিজ কবিচক্রে গায় ।

সখা,—

চাপুর বলিল হরি      আসি মল্লযুদ্ধ করি  
আজ্ঞা করিল কংস হারি ।  
কৌতুক দেখিল বসি      আসি যুদ্ধ কর দেখি  
তনু তনু রাম অস্তরার ।  
এত শুনি কৃষ্ণ কন      সমানে সমানে রণ  
ভেবে বেধে ত্রোয়ার আয়ার নর ।  
বালক কিশোর আমি      পর্কত আকার তুমি  
কি সাহসে হেন কথা কর ॥  
হাজার হস্তীর ভেজ ধরে      হেন কুবলয় মরে  
এ হুখ কি সহ্য নাহি আর ।  
রাজআজ্ঞা হেলা কর      মজাইবে গাবি ঘর  
নিকটে মরণ তোর প্রায় ॥  
আজ্ঞা করে নৃপবর      মল্ল সঙ্গে যুদ্ধ কর  
কংসের হইল মহা ক্রোধ ।  
সভে দোষ দেয় তারে      মল্ল সঙ্গে যুদ্ধ করে  
এড়াইতে না পাবি উপরোধ ॥  
চাপুর আবেসে সঙ্গে      জুখে গোবিন্দেব সঙ্গে  
হুট্টকের সঙ্গে বলরাম ।  
ঝিক কবিত্ত কর      যুদ্ধরত রঙ্গ হর  
কংসাজুরে বিধি হইল বার ॥

শেষ,—

কর্ণাধীন দেখে পায়া দেহান্তর পার ।  
মনে ভাব্য দেখে ভূণ-ভলৌকার ভার ॥  
অনেক প্রবোধ-বাক্য কহি নারায়ণ ।  
উগ্রসেন-মন্দিরে গেলা রাম নারায়ণ ॥  
উগ্রসেন গিঞা কৃষ্ণ বন্ধনযুক্ত কৈল ।  
কংসযুত-সম্ভাচার সকলি বলিল ॥  
তবে কৃষ্ণ কংসের ডাকাডায়া মন্ত্রিল ।  
বজ্রগণে আজ্ঞা দিল করিতে সহন ॥  
তবে কৃষ্ণ বিধিযত বুঝাইয়া সত্যেরে ।  
উগ্রসেনে রাজ্য কৈল অধুনা নগরে ॥  
ব্যাসের আগমেরে ঝিক কবিত্ত পারি ॥

ইতি কংসবধ সমাপ্ত ॥ জীবনঃ কৃষ্ণভক্ত্যঃ  
বরং পঞ্চ দিনানি চ । নতু কলসংস্থানি কৃষ্ণ-  
হিনঞ্চ কিসবে ॥ শ্রীশ্রীরাধাধামোদয় বহনঃ  
অধাদিষ্টং তথা লিখিতং । নিখোদো কৌল-  
নাতিকঃ । ভিন্নস্যাপি রণে ভঙ্গ যুনিবাক্য রূপে  
ভূম ॥ লিখিতঃ শ্রীজয়কানাথ সৌ । পাইল  
শ্রী ঐ । সাং কালিপূব । সন ১২০৭ সাল চৈত্র  
১৭ বৈশাখ । বারে শুক্রবার । তিথে চৈত্র  
চন্দ্রের দ্বিতীয়া । বেলা আন্দাজ এক প্রহরের  
সময় । সমাপ্ত হইল ॥

১৬৭ । নাবদ-সংবাদ ।

রচয়িতা—বুদ্ধাবন দাস ।

পত্রসংখ্যা—৩, দুশ্পষ্ট ও অস্পষ্ট গ্রন্থ, লিপিত  
কাল—১২০৭ সাল ।

৪৫, ৪৬, ৪৮, ৭৫, ৯৬, ৯৯, ১১০ সংখ্যক  
পুথিতে কৃষ্ণদাস-বিরচিত 'নারদ সংবাদ' গ্রন্থের  
বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । ঐ গ্রন্থে নশাবতায়ের  
বিশদ বর্ণন ও আলোচনা আছে । বুদ্ধাবন দাস-  
বিরচিত বর্তমান ক্ষুদ্র সন্দর্ভটিতে শুদ্ধকরণ  
বিবরের আলোচনা আছে ।

আরম্ভ—/৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ।

কেন রে পামব মোন কৃষ্ণ না ভজিলে ।  
আসিলা তোবন মাঝে কোন কর্তৃ কৈলে ॥  
পাইয়া সকল স্মৃথ বাকিআছ বাণা ।  
কৃষ্ণ ছাড়ি ধোনে মোন করিআছ আসা ॥  
পাইয়া জলিত দেহ না কৈলে ভজন ।  
না বলিলে সাধু সঙ্গে না কৈলে ভ্রমণ ॥  
শুধু আজ্ঞা কৈল ভজিতে সাধু জন ।  
কেনে শুদ্ধবাক্য করিলে হেলন ॥  
শুধু কৃষ্ণ এক করি সর্বপারে কর ॥

কুককে ছাড়িয়া কুক করএ ভাবন ।  
কুক প্রাপ্তি নাহি তার শ্রম অকারণ ॥  
কুক ব্রহ্ম কুক ব্রহ্ম কুক সে সম্পদ ।  
ইথে ভাল সাক্ষী আছে মুনি সে নারদ ॥  
কুক সাক্ষাতে যত্নে নিজ গুণগান ।  
মৃগশুকী বুঝে কিবা মিলায় পাঁচাণ ॥  
কুক সতীর্জন করি জান নিজ স্থানে ।  
ব্রহ্ম আদি দৈবগণে জারে করএ বাথানে ॥  
যেখানে নারদ মুনি থাকেন বসিয়া ।  
সে স্থানেব মৃত্তিকা প্রভু ফেলান খুদিয়া ॥  
অজ্ঞ স্থানেব মৃত্তিকা আনি কবেন ভরণ ।  
নিতি এই আজ্ঞা করেন নারায়ণ ॥  
নারদ বলেন প্রভু করি নিবেদন ।  
স্থানান্তরের মৃত্তিকা দেখি কিসের কারণ ॥  
হাসিয়া বলেন প্রভু দেব চক্রপাণি ।  
তুমি কিনা জান নারদ মতামুনি ॥  
ভোবনে ধ্বিঞা কুমুদ কৈল ।  
পবিত্র শরীর সেই দিন ঠেতে হইল ॥  
কুকময় না কন জাহাঁব শ্রবণে ধবি ।  
অপবিজ্ঞ পিণ্ড সেই পরস না করি ॥  
এ আজ্ঞা কৈল যদি দেব নারায়ণ ।  
তুমিরা বিস্ময় বড় পাইল তপোধন ॥  
প্রতিজ্ঞা কবিল সেই প্রভু বিদ্যামানে ।  
কালি গুরু কবিব জাথে দেখিব বিহানে ॥

শেষ পত্র,—

প্রভু বলেন জুন নারদ তপোধন ।  
গুরুতে বিশ্বাস হইল তার মন ॥  
সে জন আচার তত্ত্ব জুন তপোধন ।  
কি করিতে পারে তার বিষম শমন ॥

\* \* \*

আজ্ঞা পেঞা হইল তবে নারদের গমন ।  
তবে নিজ মূর্ত্তি ধরিলা নারায়ণ ॥  
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম গলে বনমালা ।  
গরুড়ে চাপিয়া হরি বৈকুণ্ঠপুৰী গেলা ॥  
হই মূর্ত্তি এক হইলা নারায়ণ ।  
লক্ষ্মী সরস্বতী কবেন চরণ সেবন ॥  
মিষ্টান্ন আদি প্রভু করিঞা ভোজন  
সুবর্ণ পালকে কৃষ্ণ কবিল শমন ॥  
লক্ষ্মী দেবী করেন প্রভুর চরণ সেবন ।  
সরস্বতী তাৎপল যোগান তত্ত্বগণ ॥  
জুন জুন বজ্রধন কব গুরুতে বিশ্বাস ।  
বিন্দ্যবোন দাস করেন সেই চরণের আশ ॥  
ইতি সন ১২৩৭ সাল । তাঃ ১৫ চৈত্র । লিখিতঃ  
ত্রীক্ষেত্রনাথ সম্মা । পাঠক ত্রীত্রারকানাথ সৌ ।

১৬৮ । গদাপর্ব্ব

রচয়িতা—কাশ্যাপ দাস

শুকর বাগান প্রভু হইলা আপনে ।  
নরিতে দিলেন দেখা প্রভুঘর বিহানে ॥  
হাতে নড়ি করিয়া প্রভু শূকরের পাছ ধার ।  
নারদ মুনি ভাষা দেখিবারে পার ॥  
নারদ বলেন প্রভু করি নিবেদন ।  
কুককথা কিছু মোরে করাহ শ্রবণ ॥  
গুরু ব্রহ্ম আচারে করাহ উপদেশ ।

পত্রসংখ্যা—২৩ । মুদ্রিত লিপি ও সম্পূর্ণ  
গ্রন্থ । লিপিকাল—১২৩৭ সাল ।  
আরম্ভ—১/ত্রীনাথকৃষ্ণ ॥ অথ গদাপর্ব্ব বিখ্যতে ॥  
অন্যদের জিজ্ঞাসিল জুন মুনিবর ।  
অতঃপর কি করিল পদম সারোবর ॥  
সেনাপতি শূকরপাতি করি রহণ ।

মুনি বলেন তন পরীক্ষিতের নন্দন ।  
বৈশ্যারন দহে প্রবেশিল ছুর্যোধন ॥  
খুজিঞা পাণ্ডব না পাইল দরশন ।  
আপন শিবিরে গেল৷ ধর্মের নন্দন ॥

মধ্য,—

ছুর্যোধন চাহি ভীম বলেন বচন ।  
তন ওহে কুরুপতি মুঢ় ছুর্যোধন ॥  
যাক্সেনৌ দ্রোপদীরে কৈলা অপমান ।  
তার ফল তুজ এবে শুন রে অজ্ঞান ॥  
এত বলি মাথে তার মারিলেক লাথি ।  
উরুভঙ্কে যথায় আছএ কুরুপতি ॥  
রাজার মুকুট মণি ভাঙ্গিল চরণে ।  
পাষণ-জলয় ভীম বড়ই দারুণে ॥  
হেট মাথা করিঞা পড়িঞাছে মহাবীরে ।  
বাম পদে লাথি তাব মাবিলেক শিরে ॥  
কৃপার সাগব যুধিষ্ঠির মহাশয় ।  
অশেষ বিলাপ করি ভীমসেনে কর ॥

ভণিতা,—

ভারত অমৃতগাথা ব্যাস-বিরচিত কথা  
শুনিলে অধর্ম জার নাশ ।  
কমলাকান্তের সূত হেতু স্বজনের প্রীত  
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥  
মুক্তিত কোন পুস্তকে গদাপর্কের শেষাংশের  
অনেকখানি মুদ্রিত নাই ।

শেষ পত্র,—

কত বার তোমারে বুকাইল কত জন ।  
কাই স্বাক্য না শুনিলে করিঞা হলেন ॥  
সেই কালে লাঞ্ছনা যদি করিতে পাণ্ডবে ।  
তবে কেনে ছুর্যোধন অনাথ হইবে ॥  
এইরূপে তিন বীর করে হা হতাশ ।  
সখনে করুণা করে ছাড়ে দীর্ঘবাস ॥  
ব্রপতির দুঃখ দেখি রুছে কলেশ্বর ।  
কটকট করে প্রাণ তটীয়া করতর ॥

গদাপর্ক দিয়া কথা ব্যাস-বিরচিত ।  
শুনিলে অধর্ম খণ্ডে মনের গিরীত ॥  
সকল আপদ খণ্ডে জাহার শরণে ।  
কাশীদাস কহে গদাপর্ক হইল সমাপনে ॥

ইতি গদাপর্ক সমাপ্ত ॥ বধা দুইং তথা লিখিত  
লিখিকো নাতি দোষক । ভীমতাপি রূপে ভক্ত  
মুনীনাথ মতিজয় । লিখিত শ্রীমদ্রামায়ণ  
সাকিম কালিপুর, মোং বেজের গাঁ বাড়ী । পূর্ব  
১২৩৭ সাল, তারিখ ২২শে পৌষ, বারে বুধবার  
তিথে জ্যেষ্ঠ চন্দ্র দ্বিতীয়া, বেলা একপ্রহরের  
সময় সমাপ্ত হইল ।

১৬৯-৭০-৭১ । চৈতন্য-চরিতামৃত (আদি,

মধ্য ও অন্ত্য )

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ ।

পত্রসংখ্যা ৭+১০+২২ । খণ্ডিত পুথি । হুন্দর  
ও হুন্দরটি লিপি । আদিখণ্ডের শেষ পত্র,—  
ডাকিনি শাকিনী হৈতে, ভয় কিছু হৈল চিত্তে,  
ইথে নাম খুঁজিলা নিমাজি ॥  
পুত্র মাতা স্নান দিনে, দিল বস্ত্র অস্তরণে,  
পুত্র সহ যিঞ্জেরে সম্মানি ।  
শচী যিঞ্জের পূজা লঞা, মনে হরষিত হঞা,  
ঘরে আইলা সীতাঠাকুরানী ॥  
এছে শচী জগন্নাথ, পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনাথ,  
পূর্ণ হৈল সকলের বাহিত ।  
ধনধাত্তে ভরে ঘর, লোকমাগ্নে কলেশ্বর,  
দিনে দিনে হয় আনন্দিত ॥  
বিভ্র বৈষ্ণব শাস্ত্র, অলস্পট শুদ্ধ দান্ত,  
ধনলোভে নাহি অভিমান ।  
পুত্রের স্বভাবে বত, ধন আসি মিলে ভক্ত,  
বিকুপ্তিতে যিজে দেহ ধান ॥  
লয় গণি হর্বমতি, নীলাধর চক্রবর্তী,  
গুণ কিছু কহিল যিঞ্জেরে ।

মহাপুরুষের চিহ্ন,

লগ্নে অঙ্কে বিভিন্ন,

দেখি এই তারিবে সংসারে ॥

\* \* \* \* \*

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ,

আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র,

স্বরূপ রূপ বধুনাথ দাস ।

ইহা সবার শ্রীচরণ,

শিরে বন্দি নিজ ধন,

জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আদিখণ্ডে জন্মলীলা-  
বর্ণনঃ নাম ত্রয়োদশপরিচ্ছেদঃ ।

অন্ত্য খণ্ডের শেষ পত্র,—

বলো বলো প্রভু কহে ভক্তগণ শুনি ।

চৌদিকে করয়ে সবে হরি হরি ধ্বনি ॥

রামানন্দ রায় তবে প্রভুকে বসাইল ।

বিজনাদি করি প্রভুর শ্রম খণ্ডাইল ॥

প্রভু লঞা গেলা সবে সমুদ্রের তীরে ।

অনি করাইঞা সতে লঞা আইলা ঘরে ॥

ভোজন করাইঞা প্রভুকে করাইল শয়নে ।

রামানন্দ রায় আদি গেলা নিজস্থানে ॥

এইমত কহিল প্রভুর উচ্চান দিহার ।

বৃন্দাবন শ্রমে বাহা প্রবেশ তাঁহার ॥

প্রলাপ সতিত এই উন্মাদ বর্ণন ।

রূপ গোসাঞি ইহা করিয়াছেন বর্ণন ॥

তথাহি । পরোরাশে ইত্যাদি ।

অনন্ত চৈতন্যলীলা না জায় লিখন ।

দিগ্‌মাত্র দেখাইয়া করিএ সূচন ॥

শ্রীরূপ রঘুনাথপদে জার আশ ।

চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত অন্ত্যখণ্ডে উচ্চান-  
বিহারে নাম পঞ্চদশপরিচ্ছেদঃ ॥

১৭২ । ভক্তিরশাস্ত্রিকা ।

রচয়িতা—অকিঞ্চনদাস ।

পত্রসংখ্যা ৪ ; প্রথম পত্র নাই । পত্রের  
আকার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ । সুস্পষ্ট লিখিত ।  
নিপিকাল—১২০৪ । ২য় পত্রের প্রথম,—

যদবাধ অগ্নিতে কাষ্ঠ নাহি দেয় ।

কাষ্ঠ বিনে অগ্নি করি কেবা তাহা পয় ॥

কাষ্ঠ যদি অগ্নি আনি মিলন করয় ।

সেই কাষ্ঠ প্রবল হইয়া অগ্নিকে জালয় ॥

এইমত নাম মন্ত্র জানিহ সাদরে ।

তাহার রূপী হরিনাম কহিলাম তোমারে ॥

চৈতন্য বোলেন শুন নিত্যানন্দ রায় ।

জীব ছাড়া দেহ যেন আহার খাওয়ায় ॥

এইমত হই প্রভু নামের বিচারে ।

তার পরে নিত্যানন্দ পুছিয়া প্রভুরে ॥

অনাশ্রয় হঞা যদি জ্ঞানব্রত ধরে ।

জীব কিবা পায় কহিবে আমারে ॥

চৈতন্য বোলেন শুন নিতাই বিভোল ।

অখণ্ড বৃক্ষের ফল জে জন ধরয়ে সকল ॥

নিত্যানন্দ প্রভু তবে আর কিছু কহয় ।

বৈষ্ণব রতি যদি সেই জীব করয় ॥

চৈতন্য বোলেন শুন নিত্যানন্দ রায় ।

কম্বহেতু ছাড়ি যদি নিষ্ঠা ভক্তি হয় ॥

নিষ্ঠা করি জীব যদি বৈষ্ণব ভজয় ।

জন্মান্তরে পুন তারে সদগুরু মিলয় ॥

ইত্যাদি ।

মধ্য,—

প্রভু কহে নিত্যানন্দ শুন সাবধানে ।

গুরু বৈষ্ণব দুই কৃষ্ণের সমানে ॥

গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিন এক হয় ।

বৈষ্ণব নহিলে গুরু কৃষ্ণকে না পায় ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে—মহাকুল ইত্যাদি ।

নিত্যানন্দ বলেন প্রভু শুন মহাশয় ।

কৃষ্ণের স্বরূপ হারে কেমনে বুঝায় ॥

প্রভু কহে গুরু কৃষ্ণ মহিলায় তোমায় ।

তথাপি সকল ভাব পুছহু আশায় ॥

তথাহি শ্লোকঃ আচার্য্যঃ মাং বিজানীয়াত্

ইত্যাদি ।

তথাপি সকল পদ ভানই হইল ।

কৃষ্ণের স্বরূপ গুরু সকলে বলিল ।

বৈষ্ণব কৃষ্ণের অঙ্গ কেমনে বা হয় ।

ইহার সিদ্ধান্ত কিছু বহু মহাশয় ॥

ইহা শুনি মহা প্রভু হাসিয়া কহিলা

নিত্যানন্দ দেখি পদ সিদ্ধান্ত রচিলা ।

শেষ,—

প্রভু কহে নিত্যানন্দ তামি দাম্যগ

জীব্যে লাগিয়া হয় সদয় জ্ঞান ॥

তামি নিত্যানন্দ সহজ দয়াময় ।

একমত বরিহ যান মন্দনজ্ঞা হয় ॥

ইহা শুনি নিত্যানন্দ পবন উল্লাস ।

প্রভুব প্রণাম করি করে প্রণেব উল্লাস ॥

শ্রীচৈতন্য বক্তা দ্বারা নিত্যানন্দ শ্রোতা ।

এই অঙ্গসারে ধর্ম কনিষ্ঠগ কথা ॥

মঞী শঠ জন হউ অতি অভিমানী ।

নিবাস না হয় মোব কুল বাখানি ॥

মুখ হই যে আমি অত্যন্ত কাতর ।

বৈষ্ণব প্রভু হএন দয়ার সাগর ॥

মেইসে ভরসা আছে মোরে বৈষ্ণব গোমাঞি ।

পুসকীর জন্ম মোর নরকুল হয় ।

বৈষ্ণবেতে যেন জন্ম হয় ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ভক্তির প্রকাশে ।

ভক্তিরসাত্মক কহেন অকিঞ্চন দাসে ॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ সমাপ্ত । লিখিতঃ শ্রীজ্ঞান-

চরণ সৌ । সাঃ অমৃতপুর, সন১২০৪সাল তারিখ

১৬ই বৈশাখ ।

১৭০। মহাভারত—আদিপর্ব ।

রচয়িতা—কাশীবাম দাস ।

পত্রসংখ্যা—২৮১। সম্পূর্ণ লিপি। সম্পূর্ণ  
ও অক্ষুণ্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল—১২৩৭ সাল। আরম্ভ—  
শ্রীশ্রীবাধারূচরণপ্রসাদাৎ। আদিপর্ব লিখ্যতে।  
পিতা। বাংশরো যস্য শুকদেবস্তা যঃ পিতা। জং  
বাস্য। বদরিবাস্য কৃষ্ণবৈষ্ণাবনং ভজে ॥ ইত্যাদি।

অথ গণেশ বন্দনা ।

বিঘ্ন-বিনাশন স্থলকুন বদন

মাতঙ্গ স্ত-লছোদব ।

চন্দনে চচ্চিত সৌরভ-ভূষিত

অঙ্গে স্পর্শবে ভ্রমর ॥

বেদ বিকসিত অতি স্ববলিত

পরিধান ছাপছাল ।

হৃদ কবিরব সরস অধর

পাশাঙ্গণ জগমল ।

আসন ইন্দ্র ভূষণ সিন্দূর

আজাহুলখিত নাগ ।

উজ্জল মূর্ত শোভে জটাহার

উদয় তিমিরনাশ ॥

নানা পবিচ্ছদ বহুগ অঙ্গদ

নুপূর কিঙ্কণি বাজে ।

জাত জিতেন্দ্রিয় যোগীজন-প্রিয়

যোগেন্দ্রজন সম যাক ॥

জাহাব চবণ কবি আরাধন

রচিলা বিবিধ কথা ।

বাস্তবিক বশিষ্ঠ ব্যাস কবিক্রেষ্ঠ

ক্ষিতিলে হইল খ্যাত ॥

জয় বিজয়ব মোর বিঘ্ন হয়

হরি-রসামৃত পানে ।

কৃষ্ণদাস



মধ্য,—

বাসে দেখি গণমিলা ভোজের কুমারী ।  
 পঞ্চ ভাই ব্যাসের চরণে নমস্কবি ॥  
 আশীর্বাদ করি মূনি জিজ্ঞাসে কুশল ।  
 সুখিতির নিবেদিল আজি স্মরণ ॥  
 তবে মূনি বলে শুন সব সহোদব ।  
 জগদ নৃপতি কৈল কত্যা স্বয়ম্বব ॥  
 সে কন্তার রূপগুণ না যায় কখন ।  
 পূর্বে এক দিন তারে দেব পঞ্চানন ॥  
 পঞ্চ স্বামী হবে তোব শুন গুণবতী ।  
 এত বলি অন্তর্ধান হইলা পশুপতি ॥  
 অদ্ভুত রচিল লক্ষ্য পঞ্চালের পতি ।  
 সে লক্ষ্য বিক্ষিপ্তে কারু নাহিক কতি ॥  
 অর্জুন বিক্ষিপ্ত লক্ষ্য সভাব ভিতর ।  
 পাঞ্চালের কন্তা প্রাপ্তি হইবে তোমাব ॥  
 শীঘ্রগতি চল তথা না কর দিলষ ।  
 চিরদিন হইল স্বয়ম্বর আরম্ভ ॥  
 এত বলি বেদবাস করিলা প্রস্থান ।  
 কুন্তী সহ পঞ্চ [ ভাই ] করিলা পয়ান ॥

ইত্যাদি ।

শেষ,—

পুণ্যকথা ভারতের শুনিলে পবিত্র ।  
 গোবিন্দের লীলারস পাণ্ডব-চবিত্র ॥  
 ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত স্মরণ ।  
 জাহ্নবী শ্রবণেত নিম্পাণ হয় নর ॥  
 এই ত কহিল জ্ঞাত রচিয়া পয়ার ।  
 অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥  
 মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।  
 কাশীধাম দাল কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ভীমস্তাপি যশে ভক্ত মুনীনাক মতিভ্রম । যথা  
 দৃষ্টং তথা লিখিতং । লিখকে দোস নাস্তি ।  
 লিখিতং শ্রীপ্যারী মুখ্য্য দেবশঙ্কঃ । পূর্ববাস  
 থরবনা, জালিবাস কুহুখা । মোকাম চাকটপুর ।  
 ইতি সন ১২৩৭ সাল কাঃ ২৫ ফাল্গুন ইতি ।  
 নম শিবায় নমঃ । নমঃ কৃষ্ণায় নমঃ । হব্যয়ে  
 নমঃ । ছর্গাটায় নমঃ । সর্বদেবভ্যো ন্যামানমঃ ॥

এই গ্রন্থের প্রাপ্তি পত্রের পাঠে বিষয়-নির্দেশক পাখ্য সূচী দেওয়া হইয়াছে ।

—

১৭৩ (ক), শিবভূগা-সম্বাদ ।

রচয়িতা পান্দোলাল মুণোপাধ্যায় ।

১৭১ সংখ্যক পুথি ব লেখক শেষ পত্রে স্ববচিত  
 শিবভূগা সম্বাদ নামক দ্বন্দ্ব দ্বিটি সংযুক্ত কবিতা  
 দিয়াছেন । পরসংখ্যা—১ । আরম্ভ,—

শিবভূগা-সম্বাদে নারদ উবাচ ।

প্রাতঃকালে উঠিয়া বলিঃ । শুলোপাণ ।

বসিলেন মহাদেব স্বর্গিক আসনে ॥

বামে বাঁটল দক্ষিণে লম্বোদর ।

প্রিহি বলিঞা ডাক দিলেন শত্রু ।

সঙ্গে বহিলা ভূগা হুঞা কতাজল ।

হাস্যকথা তাঁবে বিছু কহেন কৃতহিল ॥

কালি ভিক্ষা কারি ছুখ পালাম ধামে ধামে ।

সকালে ভোজন করি আত্মি থাকিব বিশ্রামে ॥

নিম্নে সিন্ধে বেগুনে রাঙ্কিয় দিবে তিত ।

আজি গণেশের মা রাঙ্কিব যোব অনোরত ॥

হুকৃত শীতের কালে বড়ল মধুব ।

কুশুড়া বাত্যাঁকি দিম্ব রাঙ্কিবে প্রচুর ॥

কড় কড় করি রাঙ্ক পরিধার শাণে ।

কটুতেলে রাঙ্কিয়া কারবে দৃঢ় পাঙ্ক ॥

রাঙ্কিবে সুখের রূপ দিঞা টাকা জল ॥

মন্ত মিনাইয়া রাঙ্ক কথকার কল ॥ ইত্যাদি

শ্রীপ্যারীলাল দেবমুৰ্খা বিৰচিত শিব-মাহাত্ম্য  
 চৰ্চ্চাচরণপরায়ণ শ্রীরাধাকৃষ্ণচরণপরায়ণ শ্রীপরম  
 পুণ্যবান্ শ্রীরামানন্দ সাহ তস্ত পুত্র ধারবুদ্ধি  
 শ্রীকৃষ্ণভক্তিপ্রদায়ন শ্রীঅমর সাহ। সন ১২৩৭  
 সাল।

মাঝের বচন শুনি না দিল উত্তর ।  
 রোদন করএ প্রভু আনন্দে বিকল ॥  
 তবে সেই শচী দেবী মনে মনে শুণে ।  
 কৃষ্ণ অঙ্গুগ্রহ এষ্ট জ্বালিল লক্ষণে ॥  
 বড় ভাগ্যবতী শচী সব তত্ত্ব জানে ।  
 পুত্রের সমুখে কহে নখুর বচনে ॥

\* \* \*

পুলকিত সব অঙ্গ কম্প কলেবর ।  
 নয়নে গলএ অশ্রুধারা নিরন্তর ॥  
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে হৃদয় উদ্ভাস ।  
 কহএ লোচন গোরাচাঁদের প্রকাশ ॥

বৈষ্ণবের হিংসা করে যে মুগ্ধ জন ।  
 নরকে পড়িলে তার নাহি শরণ ॥  
 বৈষ্ণব স্বৰণ লয়ে মোরে করে দেখ ।  
 তাহে ক্ষমা করি আমি ঘুচাইয়া ক্রেশ ॥  
 ইহা বলি গেলা প্রভু শ্রীবাস আগয় ।  
 বসিয়া সকল কথা কহ মহাশয় ॥  
 পথত দেখিল ব্যাধিকষ্ট একজন ।  
 অপরাধ ভুঞ্জিব সে অনেক জনম ॥  
 তার অপরাধে সে গলিত সব দেহ ।  
 তাহারে দেখিঞা মোর \* \* \* ॥  
 পরিজ্ঞান কর তাকে সেই অপরাধী ॥  
 কে করউ পরিজ্ঞান তোর অপরাধী ॥  
 যদি বা আপনে তুমি দয়া দৃষ্টে চাহ ।  
 তবে সে নিস্তার পায় তোমার রূপায় ॥  
 এ বোল শুনিঞা সে শ্রীবাস পণ্ডিত ।  
 হাসিতে লাগিল প্রভুর শুনিঞা চরিত ॥  
 মুঞি মহাধম ছার মোরে হেন বল ।  
 মোর হাতে পাপী জন পরিজ্ঞান কর ॥  
 মোর চাঞি তার দোষ ঘুচিল সৰ্বথা ।  
 প্রেময় হইলু মো ঘুচুক তার বেথা ॥  
 এ বোল শুনিঞা প্রভু করে হরিনাম ।  
 নিম্নলিখিত কাব্যাদি কবিতা পরামর্শ ॥

শুন সব জন বিশ্বস্তরের চরিত ।  
 শুনিলেই প্রেমভক্তি পাইবে ত্বরিত ॥  
 অতি অপকৃপ এই নদিয়া প্রকাশ ।  
 শুনিতে আনন্দে ভোরা এ লোচনদাস ॥

১৭৫। সুদামা-চরিত্র।

রচয়িতা—পরশুরাম দ্বিজ ।

পত্রসংখ্যা—৬; সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ গ্রন্থ; লিপিকাল অনুলিখিত ।

আরম্ভ—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ । অথ সুদামাচরিত্র লিখ্যতে ।

কহ কহ শুকদেব পরীক্ষিত বলে ।  
 জে জে কর্ষ গোবিন্দ করিলা কুতূহলে ॥  
 সেই বাক্য জাহাতে কৃষ্ণের গুণগাথা ।  
 সেই সে পুরাণ জাথে শুনি কৃষ্ণকথা ॥  
 সেই হস্ত ধন্ত যদি কৃষ্ণকর্ম করি ।  
 সেই মন জাহাতে সকল ঘটে হরি ॥  
 মন্তকের সার্থক হয় প্রণাম নারায়ণে ।  
 চক্ষুর সার্থক হয় কৃষ্ণ দরশনে ॥  
 এতেক বলিলা যদি রাধা পরীক্ষিত ।  
 কৃষ্ণ-সুখে ব্যাসহৃত হল্যা আনন্দিত ॥  
 শুন শুন পরীক্ষিত হঞা একমন ।  
 জাছিল কৃষ্ণের সখা বিপ্র একজন ॥  
 সুদাম তাহার নাম জগতে বিদিত ।  
 সর্কশার জানে সেই বিচাবে পণ্ডিত ॥  
 লোভ মোহ নাহি তা' না'ত আভমান ।  
 সংসারে দণ্ডন নাহি তাহার সমান ॥  
 অতি বড় পণ্ডিত্রাজ তাহ ব'রমণী ।  
 স্বামিপরাযণ সেই বড়ই হুসখিনী ॥  
 ক্রী পুরুষে দুই জন বড় হুঁ পায় ।  
 অন্যায়সে কিছু জোটে তবে তাহা খায় ॥  
 জীর্ণ বস্ত্র পরিধান, ভূষণ শূন্য ঘর ।  
 অনিচ্ছায় তাহা করে পরিত্যগ ॥

অন্ন অভাবে দৌহার অঙ্গ হইল দড়ি ।  
 তৈল অভাবে দৌহার অঙ্গে উড়ে খড়ি ॥  
 এইরূপে দুই জনে করে গৃহবাস ।  
 অনলের শিখা যেন ছাড়য়ে নিখাস ।  
 একদিন বিপ্রপত্নী স্বামীর সাক্ষাতে ।  
 ক্ষুধার আকুল হঞা দাঙাইল বোড়হাতে ॥  
 শুন শুন প্রাণনাথ সঙ্কল্প বাণী ।  
 ত্রিভুবনে যোর সমান নাহিক হুসখিনী ॥

\* \* \*

উদরের অন্ন হইল রজত কাকন ।  
 যদি কথা রাখ তবে করি নিবেদন ॥  
 কৃষ্ণ হইল সখা তোমার দ্বারকা নগরে ।  
 লক্ষ্মী বার পদসেবা অবিরত করে ॥  
 হেন সখা বিজ্ঞমানে এত দুসখ পাও ।  
 তবে দুসখ দূর হব তার ঠাঞি জাও ॥  
 তিহো অনাথের নাথ আর কেহো নাঞি ।  
 সব দুসখ দূর হয় জাও তার ঠাঞি ॥ ইত্যাদি ।

মধ্য,—

সূর্য্যের উদয় হল্য দিগের প্রকাশে ।  
 আইলা গুরু নাথ আমা সবার তলাসে ॥  
 হেন কালে মোরা সব আসি সেই পথে ।  
 আমা সভা দেখি গুরু লাগিলা কান্দিতে ॥  
 আইস আইস পুত্র সব আইসহ নিকটে ।  
 বড় দুসখ পাগ্যা আজি বিলম্ব করিতে ॥  
 হায় হায় ভাগো সব রক্ষা পালা প্রাণ ।  
 গুরুপদে মোরা সব করিল প্রণাম ॥  
 তবে গুরুদেব হল্য হাবস অন্তরে ।  
 অনেক কাশিস কল্যা আমা সভাকারে ॥  
 তবে গুরুমাতাকে করিল নমস্কার ।  
 লজ্জা পাঞা আশীর্বাদ করিল অপার ॥  
 আগ্র কত কর্ষ কবি গুরু-নিকতনে ।  
 কতক কহিব সখা সব পড়ে মনে ॥  
 আজি তুমি কহ সখা কল্যাণ কুশল ।  
 বিধি বোলেন প্রভু তুমি করব বল ॥

তোমার সহিত প্রভু \* \* গুরুকুলে ।  
ইথে মোর কোন চিন্তা কল্যাণ কুশলে ॥  
বিজ পরশুরামে গায় পুরাণের সার ।  
কিসের অভাব তার রক্ষা সখা যার ॥

শেষ পত্র,

ব্রাহ্মণী সহিত বিপ্র প্রবেশিলা ঘর ।  
লক্ষ্মী নারায়ণ জেন হইলা একত্তর ।  
স্বর্ণের ঝারিতে দাসীতে ঢালে জল ।  
ব্রাহ্মণী ধোয়াইল তার চরণযুগল ॥  
সেই জল লঞা দেবী মন্তকে তুলিল ।  
আনন্দসাগরে ভাসে সীমা না পাইল ॥  
বস্ত্র আনাইঞা দিল পরিবার তরে ।  
অগুরু চন্দন দিল সকল শরীরে ॥  
নানা দ্রব্য উপহারে করাল ভোজন ।  
স্বর্ণময় দেখে সব ইন্দ্ৰের ভুবন ।  
এত ধনে মত্ত হল্যে স্বদাম ব্রাহ্মণ ।  
অহুঙ্কণ ভাবে সেই গোবিন্দচরণ ॥  
শুন শুন ভক্তলোক হুঞা একমন ।  
স্বদামের দারিদ্র্য ভঞ্জিল নারায়ণ ।  
জেবা কহে জেবা শুনে জেবা করএ স্মরণ ।  
সর্বকাল স্বধে জাএ বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥  
শ্রীভাগবতকথা কন শুক মহাশয় ।

শেষ কয় ছত্র নাই ।

---

১৭৬। শ্রীজীব গোস্বামীর স্মরণীয় টীকা ।

রচয়িতা—অনুপ্রিয়তামা ।

পত্রসংখ্যা—৮ । শেষ পত্র নাই । পত্রের  
আকার বৃহৎ । এই গ্রন্থখানি শ্রীজীবগোস্বামীর  
স্মরণীয় টীকাহিসাবে রচিত ।

আরও ১ শ্রীজীবগোস্বামীর  
নমঃ । অথ শ্রীজীব গোস্বামীর স্মরণীয় টীকাহিসাবে ।

পদবাৎসল্যে স্মরনিঅ দায়তে । বন্দেহং শ্রীগুরোঃ  
ইত্যাদি । শ্রীসনাতনরূপ উবাচ,—

অষ্ট বছর আগে রূপ গেলা বৃন্দাবনে ।  
সনাতন থুঞা হেতা সুখ নাহি মনে ॥  
রাত্রি দিনে ভাবে রূপ গৌরাজ-চরণে ।  
সনাতন সঙ্গে পুন করাহ মিলনে ॥  
এই রাখি করি মোনে ফিরি বৃন্দাবনে ।  
যুগলকিশোর পাদপদ্ম অবধানে ॥  
তথাহি—মোর কৰ্ম্ম অভাগেন ইত্যাদি ।  
পাতসার উজির হুঞা আছেন সনাতন ।  
রূপের লাগিঞা সদা স্থির নহে মন ॥  
গৌরাক্ষপদারবিন্দ করে আবোধন ।  
বিষয়-বন্ধন প্রভু করহ মোচন ॥  
বিষয়-বিষের জালা সহনে না জায় ।  
হৃদয়ে পুড়িঞা মরি কি করি উপায় ॥  
এইভাবে রাত্রি দিনে কান্দেন সনাতন ।  
না ধরে নয়ানে জল বিরস বদন ॥  
দেখিঞা সঙ্কের লোক খিদমতগারি ।  
মনে মনে ভাবে সবে হয় চমৎকারী ॥  
অন্তরে জানাইল গিঞা পাতসার স্থানে ।  
স্বাহের স্বানামং গরিবের শেণ্ডাজ মোর  
আরজ এক ।

উজির ঠাকুর সদাই কান্দেন নাহি

জানি ভেদ ॥

শুনিঞা উকিল মুখে হইলা বিস্মরিত ।  
আনহ সনাতন কৈছে আছেন কোন রিত ॥  
হুকুম হইল সনাতনে আনিবাবে ।  
ধরিঞা আনিল উকিল সনাতন তরে ॥  
আবেশ হইঞা আছেন শয়ন করিঞা ।  
হেন কালে উকিল সব উত্তয়িলা গিঞা ।  
উজির ঠাকুর বলি ডাকে ঘনে ঘন ।  
নিদ্রা হতে চমকি উঠিলা সনাতন ॥  
সকল উকিল তবে করি নমস্কার ।  
পাতসারে হুকুম হুকুম জাইবার ॥ ইত্যাদি

মধ্য,—

পরম পুরুষ সেই নাহি তার পব ।  
 আদি অনন্ত কহিতে নারে মহেশ্বব ॥  
 চাবি বেদে গণিঞা জাহার গুণ না পায় ।  
 হাহাকার করি ব্রহ্ম কান্দএ সলায় ॥  
 চম্পককলিকা নাম চাপি বেদের সার ।  
 জে শরীর হইতে চয় যুগলকিশোর ॥  
 শুনিঞা এ সব কথা সনাতন মুখে ।  
 শ্রীরূপ পুছেন তব পবন কৌতুকে ॥  
 রজোবিন্দু বিনে জন্ম কেমন প্রকার ।  
 কর্ণে শুনি চক্ষে দেখি হৃদয় কব সার ॥  
 তিনে এক পাইলে বুঝে মন্তব্য মুগধ ।  
 যিনি গর্ভবাসে নাহি কোন নরে ॥  
 অযোনিমুখ জন্ম হয় বোনরূপে ।  
 নচে জে কথা কোন যোগরূপে ॥  
 বহুভাগো তেন কথা শুনিব অবশে ।  
 জন্ম জন্মান্বরে পাপ যে ছিল লিখনে ॥  
 পঞ্জিল সে সব দুসখ যমের কবলে ।  
 ইহা বলি অজ্ঞ বহে নয়নযুগলে ॥ ইত্যাদি ।

অন্তঃ,—

যোগনিষ্ঠা ব্যারে বালি কেমন প্রকার ।  
 ক্রুরূপে চৈতন্য তবে হইল তাহার ॥  
 \* \* \* \* \*  
 তবে সনাতন বলে কহিয়ে তোমায়ে ।  
 চৈতন্য পাইল জীব সেই অন্তসাবে ॥  
 পঞ্চ আত্মা পঞ্চ স্থানে আছে নিয়োজিত ।  
 কারু সন্ধে দেখা শুনা না হয় সমুচিত ॥  
 প্রাণের সহিত ব্যান না ছিল মিলন ।  
 তদবধি তাগাতে ছিল অচেতন ॥  
 উদান অপান সমান তিন জন ।  
 এই তিন প্রাণের সন্ধে করেন মিলন ॥  
 প্রাণ বলেন এই তোমারা তিন জন ।  
 ব্যান অচেতন নিদ্রা কায় কি কারণ ॥  
 জোড় হস্ত করি তবে কহিল তিন জন ।

প্রাণনাথ শুনি তবে এতেক বিচার ।  
 এমন পাণ্ডিত্য জন কেন আছে আর ॥  
 এইমত আত্মানন্দ করিল কতকণ ।  
 উদানে ডাকিঞা করিলা আত্মনিবেদন ॥  
 মূনে কেন না জান এ সব সমাচার ।  
 আমা হইতে নহিল ইহার প্রতিকার ॥  
 উদানে কহিল গিয়া মূনের গোচরে ।  
 ব্যান অচেতন দেখি প্রাণ কাতরে ॥  
 আছা আছা কারি প্রাণ কহিলা সর্কে ।  
 এ কথা শুনিলা জ্ঞানে উদানের মুখে ॥  
 কহিলা চৈতন্য মূনে পবন কৌতুকে ॥  
 উঠ উঠ প্রাণ ভূমি কেবল নরীকর ।  
 তোমার অচেতন বিনে প্রাণ কাতর ॥  
 এ বোল শুনিঞা ব্যান উঠিল লাফ দিঞা ।  
 যোগনিদ্রাভঙ্গ হইল চমকিত হইঞা ॥  
 প্রাণের সহিত হৈলা পঞ্চ সহদর । ইত্যাদি ।

শেষ পত্র —

চম্পককলার প্রাণ শ্রীরসমঞ্জসি ।  
 এ ব কুঞ্জে করে বাস অশেষ চাতুরি ॥  
 দক্ষিণ চম্পক কুঞ্জে অতি শোভা করে ।  
 কুঞ্জের মাধুরি হেরি পেবান মউরে ॥  
 মাঝি শুক কবে পান কুঞ্জের আশে পাশে ।  
 রত্নদেবী হরষিত সেই কুঞ্জে বসে ॥  
 চতুর্দশ আট মাস আর তিন দিন ।  
 পদ্মকুঞ্জে লাগিয়া এই তায় চিন ॥  
 রত্নরেকের না জ্যোত বস্ত্র পরে ।  
 হেরিঞা দৌহার অঙ্গ চামর সেবা করে ॥  
 রত্নদেবীর প্রাণ হয় অরূপমুগধি ।  
 একি কুঞ্জে করে বাস আনন্দ বেহারি ॥  
 নৈঋত কোণে শ্রামকুঞ্জ শ্রাম বর্ণ ধরে ।  
 স্তম্বেবী ঠাকুরাণী তাহে বাস করে ॥  
 চতুর্দশ সপ্ত মাস চৌদ্দ দিন বার ।  
 বঙ্গ নিবাস এই কহিল তাহার ॥  
 চান্দ বরণ অঙ্গ মাজিঞা উদারে ।  
 অঙ্গল বরণ গোড়ে করি উপরে ॥

জেন সেবা করে সেই ব্যারি নঞ করে।

হুই মুখ হেরি সদা আনন্দ অন্তরে ॥

কস্তুরিমঞ্জরি করে সেই কুঞ্জে বাস।

হাস্যরসে আনন্দিত কত উপহাস ॥

পশ্চিমে অকণ কুঞ্জ অকণ বর্ণ ধরে।

ললিতা ঠাকুরাণী তাহে বাস করে ॥

ইহার পর হইতে পুথিখানি খণ্ডিত হইরাছে।

১৭৭। বৈষ্ণব-বন্দনা।

রচয়িতা—মাধবাচার্য্য।

৮ পত্রের পর খণ্ডিত। প্রাচীন পুথি। আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণ প্রসাদতে ॥ বন্দে শ্রীকৃষ্ণ-  
চৈতন্য ইত্যাদি।

জয় জয় কৃপাসিন্ধু পণ্ডিত জনার বন্ধু

শ্রীচৈতন্য পরাণ আমার :

বৃগধর্ম্ম আরোপিতে নিজভাব মনোরূপে

ভুবনমঙ্গল অবতার ॥

শ্রীগুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনে ঐক্য করে ভাব

কায়মনে ছাড়ি অহা বেদ।

তিন বস্তু এক দেহ সাধু শাস্ত্র-মত নেহ

জীব তরাইতে মূর্তিভেদ ॥

শ্রীগুরুকরণা লেশে অজ্ঞান-তিমির নাশে

বৈষ্ণবানুগ্রহে প্রাপ্তি কৃষ্ণ।

শ্রীগুরু বৈষ্ণব বিনে কৃষ্ণ দিতে নায়ে আনে

সাধু সঙ্গে সদা কর তৃষ্ণ ॥

ঘোর কালিকাল কলি দংশিল সকল জলি

বিষে বিষ বিভোলে পড়িল।

অচৈতন্য জীব দেখি কৃপায় কমল-জ্যোতি

নিজ নাম-মন্ত্রে জিহাইল ॥

শ্রীনিবানন্দন কৃষ্ণ রাধাভাবে হঞা তৃষ্ণ

সাক্ষীগোপালে আইলা অরনি।

জগন্নাথ মিশ্রহুঃ শচীগর্ভে আবিভূত

বিশ্ববর জাদি-শিরোমণি। ইত্যাদি।

মধ্য,—

অনেক ভক্তি করি

বন্দিল ঈশ্বরপুরী

প্রেমের সমুদ্র পৌর্ণমাসি।

মহাপ্রভু কল্লতরু

জাহাজে করিঞা গুরু

আপনাকে ধরা হেন বাসি ॥

অবনী লোটাইঞা কায়

বেশব ভারতী পার

প্রণতি স্বরূপ স্বর্গবাসী।

জবে প্রভু গৌরহরি

গুরু বলি নমস্করি

যে করিল প্রভুরে সন্ন্যাসী ॥

বন্দো রামচন্দ্র পুরী

আপনে গৌরাক হরি

বৈল জারে রঘুবিক্ষেপণ (?)।

অভিন্ন উদ্ধব বন্দো

শ্রীপুরী পরমানন্দ

কৃষ্ণ-সুখে স্থখী আর মন ॥

বন্দো দামোদর পুরী

যাব রস গৌরহরি

সত্যভামা সম লবে জার।

শ্রীনিবানন্দন হাসী

কৃষ্ণপুণ্ড্র সুবিলাসী

চরণযুগল বন্দো তাঁব ॥ ইত্যাদি। \*

শেষ পত্র,—

সঙ্গীত স্থখের রসে

বন্দো বলরাম দাসে

জার নৃত্য নিঃশব্দ ব্যান।

অতিশয় প্রেমানন্দ

মহেশ পণ্ডিত বন্দ

কৃষ্ণপ্রেম উদ্ভাদ মহান্।

বন্দো হঞা সাবহিত

শ্রীজগদীশ পণ্ডিত

প্রেমময় নৃত্য-বিনোদী।

চৈতন্যলীলার ব্যাস

বন্দো বৃন্দাবনদাস

নারায়ণী-সুত প্রেমমণি ॥

বড়গাছি গ্রামে বাস

ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণদাস

বন্দ জীব নিবানন্দপ্রাণ।

পরম সাদরে বন্দ

অবধূত পবমানন্দ

প্রেমোন্মাদে নাহি বাহুজ্ঞান ॥

বন্দিল অনাদিবাস

পণ্ডিত শ্রীজগদাদাস

প্রেমময় পরম বিদ্বান্।

মধুর চরিত্রানন্দ

ঘড়নাথ দাস বন্দ

সকল গুণের সে নিধান ॥

পুৰুষোত্তম পুরী প্রতি প্রণাম পড়িঞা অতি

ভবে বন্দো তীর্থ জগন্নাথ ।

ইহার পর হইতে পুথিখানি খণ্ডিত হইয়াছে ।

—

### ১৭৮। ভক্তি-চিন্তামণি ।

রচয়িতা—বৃন্দাবনদাস ।

আমরা এই অপ্রকাশিতপূর্ব বৃহৎ প্রাচীন

পুথির মাত্র কয়েকটি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি ।

প্রথম পত্রে,—

কুমার বৎসে হৈতে ভক্তিধর্ম বজ ।

বিষয়-বাসনা তেজি জগন্নাথ ভজ ॥

মহুয়া দুর্লভ জন্ম ক্ষেণেকে ভুল্লর ।

বিকৃতভক্তি সাধনেব সেই সে বসন্তব ॥

আর যত ধর্ম দেখে স্বর্ণ আদি ভোগ ।

কালান্তরে নষ্ট হই সেই সব লোক ।

সে সব ধর্মতে বন্ধু যত না কবিহ ।

ভাগবত ধর্মে মন স্থদঢ় করিহ ।

বিকৃতভক্তি জনাতে সত্তে অধিকারী ।

কি বিপ্র কিবা শূদ্র কিবা পুরুষ নারী ।

দান ব্রত তপ শৌচ বেদ অধ্যয়ন ।

প্রভুর ভজনা বিস্ত্র সব বিড়ম্বন ॥

প্রথমে সংকুল ধর্ম বিস্তারুণ ।

ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ বাকি প্রতাপ স্বরূপ ॥

শ্রীবৃন্দাবন দাস কহে ভাবিঞা বিষয় ।

ভক্তিচিন্তামণি কৈল সঙ্গপাল কয় ॥

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

ভণিতা অষ্টক,—

১। শ্রীবৃন্দাবন দাস কহে শুন সর্বলোক ।

হরিকথা শ্রবণে হয়এ সব শোক ॥

২। শ্রীবৃন্দাবন দাস কহে শুন সাবধানে ।

ভক্তিচিন্তামণি কথা অপূর্ব কথনে ॥

৩। শ্রীকৃষ্ণদাসকৃষ্ণ আনন্দ-সরসি ।

শ্রীকৃষ্ণদাসকৃষ্ণ আনন্দ-সরসি ॥

১২২ পত্রের শেষ,—

কৃষ্ণগুণ নাম জেবা মনারামে পায় ।

মনের বিমতি তার সব দূরে জায় ॥

নানা রস হরিশুণ গাইতে বিচিত্র ।

অতুল মহিমা রস ভুবনবিচিত্র ॥

কৃষ্ণ বিনে যত করি সকল কুখ্যা ।

সে কথা শুনিতে সকল পায় ব্যথা ॥

সে সব কথাতে মতি উত্তরে না করে ।

কাকের সমাজে জেন হংস নাহি চরে ॥

মহাসবোববে জেন নির্মল জল ।

নানা বর্ণে ফটে জেন উত্তম কমল ॥

সেই সরোবর মাঝে জত বাজহংস ।

স্থখে ক্রীড়া কবে তাথে নিয়া নিজ বংশ ॥

হংস না হঞ জেন কাকের মিলন ।

কুখ্যাতে মতি না দেন ভাগবত জন ॥

কৃষ্ণকথা বিনে জেন সকল কুখ্যা ।

অবোধিয়া মেনেব জেন জয় জার বখা ॥

অরসিক জনাব জেন কৃষ্ণকথা মন

রসিক জনের যেন কৃষ্ণ কথার মন ॥ ইত্যাদি

### ১৭৯। তৎসার নিরূপণ ।

রচয়িতা—অভ্রাণিধিত ।

মাত্র শেষ পত্র (৯ম) আছে । লিপিকাল

১২০৪ সাল । শেষাংশ,—

অষ্ট সখীর অষ্ট বৃহৎ বর্ষ অষ্ট সেবা করে ।

অষ্ট বহু অষ্ট বর্ষ অষ্ট সখী পরে ॥

অষ্ট বৎস অষ্ট সখীর জাক জত দিন ।

বর্ণভেদ রাখিবে জাক জেই চিন ॥

সখির প্রাণ অষ্ট মুক্তরি কহিল তোমারে ।

এতেক স্থানিঞা রাখিহ হৃদয় ভিতরে ॥

নিত্যহানে মুক্তরি সখি বৃন্দাবনে ।

শ্রীকৃষ্ণদাসকৃষ্ণ আনন্দ-সরসি ॥

সাধক হুনিঞা কানে হুদেখিবে নয়ানে ।

বিনা গুরু উপদেশে না জানে মরমে ।

সাধ্য সাধন এই কহিল তোমারে ।

ইহা পর আর নাহি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ।

তত্ত্বাবতাবিত মুঞ্জরি পরিচয় ।

উপাসনা হই এই কহিল নিশ্চয় ॥

শ্রীকৃষ্ণসনাতনসম্বাদে উপাসনা আত্ম সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীতত্ত্বসার নিরূপণ ইতি । সন ১২০৫ সাল

তারিখ ২০ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গল বারে সমাপ্ত হইল্য ।

কথা দিষ্টং তথা লিখিতং । শ্রীসামুচরণ সৌ

মাং অমৃতপুর ।

১৮০ । নারদ-সংবাদ ।

রচয়িতা—বৃন্দাবনদাস ।

পত্রসংখ্যা—প্রথম পত্রের পর খণ্ডিত । ১৬৭

সংখ্যক পুথির প্রতিলিপি । আরম্ভ,—

১/৭ শ্রীরাধাকৃষ্ণ ।

কেন রে পামর মন কৃষ্ণ না ভজিল ।

আসিঞা ভুবন মাঝে কোন কৰ্ম কৈল ॥

পাইআ সকল সুখ বান্দিআছ বাসা ।

কৃষ্ণ ছাড়ি ধোনে মন করিআছ আসা ॥

পাইআ দুর্ভাগ দেহ না কৈলে ভজন ।

না বসিলে সাধু সঙ্গে না কৈলে ভ্রমণ ॥

গুরু আজ্ঞা কৈল ভজিতে সাধু জন ।

কেনে গুরুর বাক্য করিলে হেলন ॥

গুরু কৃষ্ণ এক করি সর্বশাস্ত্রে কয় ।

গুরুভক্তি হইলে তবে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় ॥

গুরুকে ছাড়িয়া কৃষ্ণ করএ ভাবন ।

কৃষ্ণপ্রাপ্তি নাহি তার প্রম অকারণ ॥

গুরুবদ গুরুদক্ষ গুরু সে সম্পদ ।

ইথে ভাল সাক্ষী আছে হুনি জে নারদ ।

কৃষ্ণ সাক্ষাতে যবে নিজ গুণ গান ।

হৃদ সাক্ষী করে কিবা কিয়ার প্রমাণ ॥

কৃষ্ণসকৌর্ভম করি জান নিজ গুণে ।

ব্রহ্ম আরি দেবগুণে জারে করএ বাধানে ॥

ধোনে নারদ হুনি থাকেন বসিআ ।

সে স্থানের মুক্তিকা প্রভু ফেলেন মুদিআ ॥

১৮১ । সিদ্ধান্তচক্রিকা ।

রচয়িতা—রামচন্দ্র দাস ।

খণ্ডিত পুথি, মাত্র শেষ পত্র আছে । অম্পষ্ট

লিপি । শেষাংশ,—

শ্রীচৈতন্য প্রভু মোরে করহ প্রসাদ ।

ধাষ্টতা করিছ' রহ কেম অপবাদ ॥

জয় জয় শচীরত জগতের প্রাণ ।

শরণ লইছ' তুয়া কর মোর প্রাণ ॥

জয় জয় নিত্যানন্দ করুণাসাগর ।

করুণা কর প্রভু মো অতি পামর ॥

জয় জয় অদ্বৈতচন্দ্র জীবিতকারী ।

মো অধমে কৃপা কর মোর পাপ ভারি ॥

জয় জয় ভক্তবৃন্দ সর্বগুণদাতা ।

শরণ লইছ' দেহ পাদপদ্মছায়া ॥

তাঁহার ছায়ায় বসি যুড়াক জীবন ।

এই কৃপা কর মোরে লইল শরণ ॥

জয় জয় কৃপাময় শ্রীগুরুগোসাক্ষি ।

মোরে কৃপা কর মোর আর কেহ নাঞি ॥

সবার চরণপদ্মে করি অধিকা ।

সমাপ্ত করিলু এই সিদ্ধান্তচক্রিকা ।

গুরুপাদপদ্ম হৃদে করি আশ ।

সিদ্ধান্তচক্রিকা কহে রামচন্দ্র দাস ॥

১৮২ । মোবিন্দ-মঙ্গল ।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস ।

প্রথম দুই পত্র নাই । লিপিকাল ১২৩৭

সাল, ১২ই কাশ্বিন, ১৮৩০ সাল ।



৩য় পত্রের প্রথমংশ,—

প্রসাদের মুখ হেরি বলে নৃপমণি ।  
শিখাছ কেমন বিজ্ঞা পড় দেখি শুনি ॥  
প্রসাদ বলেন শুন সারোদ্ধার বাণী ।  
রাধা কৃষ্ণ নাম বিনে অন্য নাহি জানি ॥  
নবীন বিনোদ শ্যাম রাজীবলোচন ।  
কিরীট কুণ্ডল বনমালা বিভূষণ ॥  
অভয় পদারবিন্দ জেবা জন ভঞ্জে ।  
বত বিজ্ঞা সংসারের সার বিজ্ঞা সাজে ॥  
এত ভক্তি হৈল যদি শিশুর বদনে ।  
দূর হু পাণিষ্ঠ বলি হস্ত দিল কানে ॥  
আমার কপালে কৈল তোর দোষ নাশি ॥  
শিখাছ এ সব বিজ্ঞা আচাধ্যের ঠাঞি ।  
হরিকথা শ্রবণে অশেষ পাপ নাশে ।  
গোবিন্দমঙ্গল গীত গান কৃষ্ণদাসে ॥

শেষ বা ৪র্থ পত্রের শেষাংশ,—

রাজা বলে জে নাম শুনিয়া অঙ্গ গলে ।  
বারে বারে আশায় দে নাম নিতে বলে ॥  
মারহ বলিআ উঠিল মহারাজ ।  
মার রে পাণিষ্ঠ বেটায় রেখে নাই কাজ ॥  
সম্মুখে আছিল রাজার তিন কোটি সেনা ।  
রাজআজ্ঞা পাইঞা ধাইল সর্বজন ॥  
কেহ ত মুটকি মারে কেহ ধরে গলা ।  
প্রসাদ বলেন কৃষ্ণ তুমি কোথা গেলা ॥  
দড়ি দিঞা বাজে কেহ কাকালে দেয় ভোর ।  
সভামধ্যে প্রসাদ হইল [জেন] চোর ॥  
সকল কাড়িঞা লইল পরাইল কোপীন ।  
ঘর ছাড়ি গৃহে জেন হেন উদাসীন ॥  
অভরণ কাড়ি নিল দূরে গেল বেশ ।  
রাজ অভরণ গেল তজ্জ হৈল শেষ ॥  
রাধাকৃষ্ণ নাম শিশু অন্তরে ধোয়ায় ।  
গোবিন্দমঙ্গল গীত কৃষ্ণদাসে গায় ॥

১৮৩। জ্ঞোণপর্ব ।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস ।

খণ্ডিত পুথি । ২, ৩ ও ৪ পত্র আছে ।

চতুর্থ পত্রের শেষাংশ,—

ভীম দুৰ্য্যোধনে যুদ্ধ অপূৰ্ব্ব হইল ।  
দেখি সব যোদ্ধাগণ অদ্ভুত মানিল ॥  
নকুলের সহ যুদ্ধ করে দুঃশাসন ।  
পৃষ্ঠছায় সহিত অশ্বখামা করে রণ ॥  
কৃপের সহিত যোঝে পাঞ্চাল রাজন ।  
কি কহিব যুদ্ধ তার না জায় কখন ॥  
মদ্রপতি সহিত যোঝে চৈকীতান ।  
বিরাটের সহ যোঝে কাশীর ভূপাল ॥  
জন্মেজয় বলে মুনি কহ আর বার ।  
সজ্ঞাপে দহিলে কহ করিয়া বিস্তার ॥  
মহাভারতের কথা অমৃত সোমান ।  
কাশীরাম দাস কহে শুন পুণ্যবান ॥  
মুনি বলে শুন পরাক্রান্তের নন্দন ।  
হেন মতে যুদ্ধ করে সব যোদ্ধাগণ ॥

১৮৪। সাধন-তত্ত্ব ।

রচয়িতা—অজ্ঞানিত । প্রথম পত্রের পর  
খণ্ডিত । স্থলর ও হুস্পট লিপি । সংস্কৃত  
শ্লোকগুলি লাল কালিতে লিখিত হইয়াছে  
আরও—

১। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ । অজ্ঞানভিমিরামদ্বন্দ্ব ইত্যাদি  
শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগলকিশোর ।  
জীবনে মরণে গাঁও আর নাহি মোর ॥  
শ্রীশ্রী হৃদয়ে জ্যৈষ্ঠ পাট্ট এট ধন ।  
কায়মনে ভক্ত ভাট তাহার চরণ ॥  
এই ত দরবার শিল্পী শ্রীশ্রী গোপালিক ।  
তাহার কপরে জ্যৈষ্ঠ ধন গণি ॥

প্রথমে মন্ত্র রূপা করি কুল উদ্ধারিলা ।  
অন্ধকার দূর করি মাণিক বদাইলা ॥  
কর্ণচ্ছেদ করিলা ভক্তি বিস্তার করিঞা ।  
বর্ণাশ্রম করিলা দূর দাস আজ্ঞা দিঞা ॥  
সাধক হইল তবে দাস নাম ধরি ।  
তৎপর ধুইলা নাম সিন্ধুমঞ্জরী ॥  
সাধ্য সিদ্ধের জত করণ কারণ ।  
সংক্ষেপে কহিব কথা শুন সর্বজন ॥  
আদৌ অনন্তমন নিবিষ্ট নিবেদন ।  
নিরপেক্ষ সদাগতি নিষ্ঠা ভজন ॥  
বৈদগ্য দূর করি বৈষ্ণব সঙ্গ পাই ।  
হরিনাম সাধন করিবে সদাই ॥  
শ্রী গুরু স্মরণ কর বৈষ্ণব আরাধন ।  
ভক্তিগ্রন্থ অমূল্যস্বান পরমার্থে মন ॥  
ব্রজমণ্ডলে বাস পরকীয়া আশ্বাদন ।  
তরু হৈতে মহিষুতা অমানিমানন ॥  
এই মত স্মরণেতে ভকতি প্রবল ।  
তবে সে সাধন করিতে পাইবে সকল ॥  
সাধনের নাম শুন প্রাপ্তি মঞ্জরি ।  
কহিব সাধন সেবা ব্রজানুসারি ॥  
তথাহি—পিপাসা চাতকী মত্ত ইত্যাদি ।

আপন স্বভাব জানি করিবে সাধন ।  
উপাসনা জানি ভাই পরম কারণ ॥  
উপাসনা ঠিক হৈলে দেহ জারণ হয় ।  
পূর্ব বর্ণ ত্যাগ করি কাশনে মিলায় ॥  
উপাসনা মেনে সদা কল্পনা করিঞা ।  
জেন মত পূর্ণকৃত্ত শিরেতে ধরিঞা ॥  
তথাহি—স্বাভাষ্ট: সহজপ্রাপ্তি ইত্যাদি ।

১৮৭। অশ্বমেধ পর্ব ।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস ।

পত্রসংখ্যা—২০। সমগ্র ৭ সম্পূর্ণ গ্রন্থ ।

নিষিদ্ধকাল—১৫৪০ খ্রিঃাব্দ ।

আরম্ভ,—/৭ শ্রীশ্রীরাধাকিষ্ট । অথো যশোমেধ  
পর্ব লিখ্যতে । নারায়ণ নকিঞ্চতঃ নরকঃ  
নরজন্ম ইত্যাদি ।

অশ্বমেধ বলে তবে কহ তপোধন ।  
কোন কোন কৰ্ম কৈল পিতামহগণ ॥  
পঞ্চ ভাই যুধিষ্ঠির মহা পরিবারে ।  
কি কৰ্ম করিলা রহি হস্তিনা নগরে ॥  
বৈশম্পায়ন বলে শুন জনমেজয় ।  
রাজা হইলা যুধিষ্ঠির ধর্মের তনয় ॥  
কৃষ্ণ উপরোধে রাজ নিল যুধিষ্ঠির ।  
প্রজার পালন করে ধর্মের শরীর ॥  
বামের পালন জেন অবোধার প্রজা ।  
তেনমতে পৃথিবী পালেন মহারাজা ॥  
সুপালনে ধনবান্ জত প্রজাগণ ।  
সভে বোলে ধর্মপথে নিপতির মন ॥  
যুধিষ্ঠির রাজার নাহিক মন ।  
সতত থাকেন রাজা বিবস বদন ॥  
ভৈরবজ্ঞান সহদেব নৃকুল হুমতি ।  
বসিঞা করিল যুক্তি ধর্ম নরপতি ॥  
শুন ভাইগণ সর্ব আমার বচন ।  
হির নহে চিত মোর কিনেব কাবণ ॥

মধ্য,—

এত বলি রাজন পুত্রগোত্রক অচেতন  
প্রবোধ করএ রাজরাণি ।  
শোক সিন্ধু তেরাগিয়া যজ্ঞনের নিপাতিয়া (৭)  
আনিঞা দেখাহ চৈত্রপাণি ॥  
অম্বিলে যরণ ভয় আছে রাজা মহাশয়  
আজি কিবা শতেক বচ্ছরে ।  
কেহ চিরজীবী নহে \* \* \*

আনিঞা দেখাও গদাধর ॥

পুণ্য পুণ্য উঠ যুক চমকিত সর্বলোক

তৈলদান দেখে কুন জন ।

স্বধরা বসিঞা আছে জেন পদ কহিমায়ে

ককনাম করিছে স্মরণ ॥

\* \* \*

নিপ আগে কহে পাঁজ

অবদানে শুন হংসজয় ।

কুমারী নামেন ভৈলে সঞানে কুড়ুহলে

দেখ সেন প্রফুল্ল পঙ্কজে ॥

কীর্ত্তের পুণ্য কথা শ্রবণে নাশএ বেথা

কলির কলুষ হয় নাশ ।

কমলাকান্তের হৃত হেতু সুলনার প্রীত

বিরচিত কাশীরাম দাস ॥

অর্থ,—

রথে আরোহিলা কৃষ্ণ পবিত্রার সহিতে ।

বিদায় হইয়া সতে গেল ঘরকাতে ॥

রহিলেন পঞ্চ ভাই হস্তিনা নগরে ।

রাজভাগ করে ভীষ্মকন নিপবনে ॥

শুন জয়জয় রাজা কহি যে তোমাৰে ।

অর্থমেধ সাক কথা হইল এক দূরে ॥

অর্থমেধ যজ্ঞকথা শুনে জেই জন ।

তাহারে করেন কৃপা দেব নারায়ণ ॥

অচলা কমলা তাব থাকেন ভুবনে ।

আউ বুদ্ধি হয় রাজা এ কথা শ্রবণে ॥

কিন্তু যদি বিশ্বাস থাকরে নবপতি ।

অস্ত্রে স্বর্গে বাস হয় বাসের ভারতী ।

বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃতলহরী ।

শুনিলে অর্থশ্র ধণ্ডে পরলোকে তরি ॥

শুন শুন অবৈ ভাই হয়ে একমন ।

কাশীরাম দাস কহে ভারত পুরাণ ॥

ইতি সন ১২৬৬ সাল তাং ২২ চোত্ত

পরে মঙ্গলবার তিথি পক্ষি । শ্রীশ্রীহরচন্দ্র

সিংহ সাং এতাপুর । শ্রীশ্রীহরমহন শীংহ

গিরিশচন্দ্র শীংহ ও ঈশানচন্দ্র সিংহ এই সকলে

আকিঞা এই পুস্তক সমাপ্ত হইল । সেই দিন

আমাদের গাবাত করিতেছিল । পূর্বমুখ

করিক্সা সমাপ্ত হইল । ঈশানকে এক চাপড়

আকিঞাছিলার । অর্থমেধ পক্ষ সমাপ্ত হইল ।

১৮৩ । জ্ঞোণপর্ক ।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস ।

পত্রসংখ্যা—৮০ । ৮০ পত্রে ‘বটোৎকচ বধ’

সম্বর্ভেব পর হইতে খণ্ডিত । পুথির প্রথম পত্রের

শলাটে—“১২৭১ সাল মাহ জাহ্মারী” এইরূপ

লিখিত আছে । পুথিখানি বিভিন্ন লেখক

কর্তৃক লিখিত ।

আরম্ভ,—শ্রীশ্রীহরিঃ শ্রীমধুসূদনঃ । অথ জ্ঞোণ-

পর্ক লিখাতে ।

বৈশম্পায়ন কহে শুন জয়জয় ।

সমরে পড়িল যদি ভীষ্ম মহাশয় ॥

দশ দিন যুদ্ধ কৈল সব সেনাগণ ।

আপন ইন্সায় ভীষ্ম হইলা পতন ॥

ভীষ্ম যদি পড়িল আকুল দুঃখোদন ।

হাহাকার করি সতে কবএ রোদন ॥

মহাশোকে রোদন করএ সেনাগণ ।

কর্ণে চাহি কহিতে লাগিলা দুঃখোদন ॥

ভীষ্মের মরণে কর্ণ শোকাবুল মন ।

হৃদয় বম্পিত হয় বাসিলা তখন ॥ ইত্যাদি ।

মধ্য,—

আকর্ণ পুরিঃ বীর এড়এ সন্ধান ।

রথ দল্লা পদাতিক করে খান খান ॥

পলাইল সৈন্তগণ রণে নাহি রয় ।

মহাক্রোধে অগ্নি হইলা জ্বোণের তনয় ॥

অর্থথামা অর্জুনে হইল মহারণ ।

বিশ্বয় হইয়া চাহে জত দেবগণ ॥

মহাবীর অর্থথামা জ্বোণের নন্দন ।

অর্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥

তবে জ্বোণে ধনজয় অগ্নি হেন জলে ।

সারথির মাথা কাটি কৈলে ভূমিতলে ॥

অনেক এড়িল অগ্নি ইন্সের নন্দন ।

রাণ্যবাত্তে অর্থথামা হৈল অচেতন ॥

সায়ধি পলায় তবে নঞা রথ হয় ।  
 অচেতন রথ দেখে জ্বোণের তনয় ॥  
 কতে। কণে অখ্যামা পাইল চেতন ।  
 ধনুৰু ধরিয়া তবে করে মহারণ ॥  
 তবে ধনঞ্জয় ক্রোধে হইলা অস্থির ।  
 সন্ধান পুরিয়া বিধে জ্বোণির শরীর ॥  
 কবচ ভেদিয়া বাণ অঙ্গেতে ভেদিল ।  
 অচেতন হঞা বীর রথেতে পড়িল ॥  
 হাহাকাব করি ধায় জুত যোদ্ধাগণ ।  
 হেন কালে রণে চড়ি মিহিরনন্দন ॥  
 মহাক্রোধে সূৰ্য্যপুত্র সর্পবাণ এড়ে ।  
 সহস্র সহস্র বাণ পার্শ্বে গিয়া বেড়ে ॥  
 এডিল গরুড় বাণ ইন্দ্রের নন্দন ।  
 ধবিয়া সকল ফণি কবিল ভক্ষণ ॥ ইত্যাদি ।

চৌদিগেতে শিবাগণ ঘোর রবে তাকে ।  
 প্রেত ভূত পিচাস আইল লাখে লাখে ॥  
 দুর্গন্ধি বাএতে কেহ পথ নাহি চলে ।  
 দেবগণে ভয় লাগে গিয়া বণস্থলে ॥  
 নিজা জায় বাক্সাগণ হঞা অচেতন ।  
 শবের উপরে সতে করিয়া শয়ন ॥

### ১৮৭। আদিপর্ব।

বচয়িতা—কাশীরাম দাস ।

৫২ পদের পর ঋগ্বিত । আদিত্য কর্তৃক  
 সর্পযজ্ঞ নিবারণ সম্ভব পর্য্যন্ত আছে । প্রথম  
 পত্রের বাক্যকাংশ বিলুপ্ত হইয়াছে ।

আবস্ত,—১ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ । অথ আদিপর্ব  
 লিখাতে ।

ভণিতা,—

- ১। জ্বোণপর্ব সূর্য্যাস যটোৎকচ বধ ।  
 কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥
- ২। জ্বোণপর্ব পুণ্যকথা বচিলেন ব্যাস ।  
 পাচালিপ্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস ॥
- ৩। ব্যাসের চারত ভাষে জ্ঞান কলুষ নাশে  
 কায়স্থ কুলেতে উতপতি ।  
 ভাবত কহিলা ব্যাস বিবচিল কাশীরাম  
 ব্যাসদেবের কুলে উপস্থিতি ॥

শেষ পত্র,—

স্ববর্ষ প্রদীপ জলে রত্নগৃহমাঝে ।  
 কুসুমশয়নে নিজা জায় মহারাজে ॥  
 মনোহর নারীগণ করএ সেবন ।  
 এমন করিলা নিজা মহে কদাচন ॥  
 হেন সব রাজপুত্র মবীন যৌবন ।  
 রণস্থলে নিজা জায় হরা অচেতন ॥  
 গুণ্ডায়াতে সৈন্যের শোণিতে কালা হয় ।  
 রণস্থলে ভেদিয়া সকল সারথি ভায় ॥

সর্ব অঙ্গে বন্দ মুঞা শ্রীগুরুচরণে ।  
 গুরু ব্রহ্ম গুরু বিষ্ণু \* \* \* ॥  
 \* ব্রহ্মা দেহ ভাই মণ্ডল আকার ।  
 চবাচর ব্যাপ্ত গুরু বিখ্যাত সংসার ॥  
 অজ্ঞান-তিমিবাঙ্ক নয়ন কোমল ।  
 জ্ঞানাজ্ঞান দিয়া গুরু করিল নিশ্চল ॥  
 দিবা চক্ষু দিল গুরু আখির নিমেঘে ।  
 \* \* গুরু কৈল কৃপাবশে ॥  
 শবের আকার অঙ্গ পাত্র দান দিল ।  
 সংসারসাগরে পরে দিবা জ্ঞান পাইল ॥  
 কৃপা কবি গুরুদেব কর্ণধার হৈল ।  
 গুরুর চরণে মুঞি নমস্কার কৈল ॥  
 কাশীরাম দাস কহে মিনতি সর্বজনে ।  
 দ্বিড \* \* ভাই গুরুর চরণে ॥  
 \* \* \* \*

দ্বিপদ পদজ পদজ্ঞে দ্বিপদ  
 নয়ানপদজ পাতা ।  
 বাজব পদজ আদিত্য অদজ  
 পদজ অন্তর শোভিত ॥

তড়িত বরণ                      তড়িত সদন  
 তড়িত কবিতন গণ্ডে ।  
 শ্রীবচ্ছলাঞ্জন                      কৌন্তভ-ভূষণ  
 তৈলক্ষ্য তিমির কুণ্ডে ॥  
 সূচাক সহচরে                      শিখিপুচ্ছ শত উড়ে  
 গলেতে বনমালা ধূলে ।  
 কিরীট কেউর                      করুণ নৃপূর  
 কসি অরুণ অধরে ॥  
 তপন-সুতা-কূলে                      নিপতক মূলে  
 বেড়ি ব্রজকুল সূখে ।  
 এ প্রভু জে জনে                      ধায় এক মনে  
 ভজএ কাশীদাস তারে ॥

এই পুথির বন্দনাংশ অতিরিক্ত রহিয়াছে—  
 সাধারণ মুদ্রিত পুথিতে এই সকল বন্দনা নাই ।

মধ্য,—

বৃহস্পতি বলিল তোমার পূর্বপাপে ।  
 আইসে গরুড় পক্ষ অতুল প্রতাপে ॥  
 চক্রেয় কারণে আইসে বিনতানন্দন ।  
 অবজ্ঞা লইব চক্রেয় জিনি সর্বজন ॥  
 এত শুনি ক্রোধ হৈল দেব পুরন্দর ।  
 ততক্ষণে আজ্ঞা দিল ডাকে অরুচর ॥  
 পাইএণ ইন্দ্রের আজ্ঞা জত দেবগণ ।  
 স্তম্ভজ হইল সভে করিবারে রণ ॥  
 মুনিগণ বলে কহ সূতের নন্দন ।  
 ইন্দ্রের হইল পাপ কিসের কারণ ॥  
 মুনিগণ বলে কহ সূতের নন্দন ।  
 ইন্দ্রের হইল পাপ কিসের কারণ ॥  
 কশ্যপ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বিদিত সংসারে ।  
 ভায় পুত্র পক্ষী কেন কহিবে আমারে ॥  
 কামরূপী হৈল পক্ষ মহাবলধর ।  
 কি হেতু ইহার কহ পূর্ব আভাস্তর ॥  
 সৌতি বলে সেই কথা কহিতে বিস্তার ।

মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।  
 কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥  
 শেষ পত্র (৫২),—  
 নিবর্ত করহ যজ্ঞ সভে বল ডাকি ।  
 ব্রাহ্মণ বালক রাজা না কর অস্থখী ॥  
 নিবর্ত নিবর্ত হইল মহাধ্বনি ।  
 নিষেধ করিল যজ্ঞ নিপতি আপুনি ॥  
 তবে ত আন্তিক গেলা আপনার ঘর ।  
 আন্তিকেরে ধন দিএণ পূজে নিপবর ॥  
 নানা দানে তুষিল জতেক দ্বিজগণে ।  
 নিজ নিজ দেশে সভে করিল। গমনে ॥  
 আন্তকে কহিল রাজা করিএণ মেলানি ।  
 অগ্নমেধ যজ্ঞকালে আসিবে আপুনি ॥  
 তবে ত আন্তিক গেলা আপনার ঘর ।  
 কহিল বৃদ্ধান্ত মাতা মাতুল গোচর ॥  
 শুনিএণ বাহুকি নাগ হইল। আনন্দিত ।  
 নাপলোকে উৎসব হইল অপাশিত (?) ॥  
 যতেক আছিল নাগ একত্র হইএণ ।  
 আন্তিকেরে পূজা কৈল বহু ধন দিএণ ॥  
 পুনর্জন্মদাতা তুমি নাহিক সংশয় ।  
 বর মাগ দিল তোমার জেবা মন হয় ॥  
 প্রতি পত্রের বাম পাশে পক্ষের নাম এবং  
 দক্ষিণ পাশে বিবরের সূচী লিখিত আছে ।

১৮৮ । দ্রোণপর্ব ।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস ।

পত্রসংখ্যা—৬০ । প্রথম ১৬ পত্রে বামোর্ধ্ব  
 কোণাংশ কীটদষ্ট ও বিলুপ্ত হইয়াছে ।

১৭ পত্রের শেষাংশ,—

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ভুবনে বিখ্যাত ।  
 কাহার শক্তি যুদ্ধিবেক তার সাথ ॥  
 কহ দেখি প্রভু যোর ইহার কারণ ।  
 এ সব ভাবিএণ যোর দিহ নরে মন ॥

## শাক্য আচীন পুথির বিবরণ

কর বলে চিত্তা না করিহ বনভয় ।  
করচিত নাহি হবে রাজার সংশয় ॥  
মহাবীর বুদ্ধোদর আছে তাঁর সাথ ।  
চিত্তা না করিহ তুমি তাহার নিমিত্তে ॥  
এতক বলিঞা বুদ্ধ পার্বে শাহাইল ।  
বুদ্ধক লইঞা বুদ্ধ অনেক করিল ॥  
এথা ধর্ম শুনি অতিমহার নিধন ।  
ভূমিতে পড়িঞা রাজা কবেন রোদন ॥  
রোদন করণ গাওসের সেনাগণ ।  
মহাশোকাকুল তৈল ধর্মের নন্দন ॥  
তবে হুর্ঘোধান বড় আনন্দিত মন ।  
মহাশকে দাঞ্জিহে জাগিল বাদ্যগণ ॥  
শত শত সযচাঁব বাজে জয়নোল ।  
পৃথিবী ভূড়িআ বাজে তৈল গুণ্ডগোল ॥  
কুইটবহে তৈল বড় বাদ্য কোলাহল ।  
হেন কাণে অস্তগত তৈল দিবার ॥  
কোঁবর পাওব গেলা আপনার ঘব ॥  
দ্রোণপর্ক গুণাকথা অতিমহা বদে ।  
কাশীরাম দাস কহে গোবিনদের পদে ॥  
ও মিহল ॥

শব্দ,—

গোবধে ব্রহ্মবধে জাত হয় পুংগ ।  
ব্রহ্মহাসে না মারিআ যদি এতি চাপ ॥  
এক শুনি আনন্দিত কোঁবর কুমার ।  
বুদ্ধ নিবারিআ গেলা আপনার ঘব ॥  
পাওবের দলে তৈল আনন্দ অপার ।  
সভে বলে বুদ্ধ আঞ্জি হইল সংহার ॥  
বদিয়েন অতক শব্দ না জার লিখন ।  
আনন্দিতে বুঝা করে বট-নটীগণ ॥  
বর-শিখরানে যেন ধর্মের নন্দন ।  
অসিগণ দল হৈবা আনন্দিত মন ॥  
বৈষ্ণবগণ কহে অতক বদে ॥

কাশীরাম দাস কহে শুনে জেই জন ।  
অতকালে হয় তার বৈষ্ণবে মন ॥  
ইতি দ্রোণপর্ক সমাপ্ত ॥  
ইহার পর নিমলিখিত অংশটি সমাপ্ত ॥  
রহিয়াছে : 'বঙ্গবাসী' কাব্যালিঙ্গ ॥  
প্রকাশিত 'মহাভারতে' এই অংশ ॥  
পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে ॥  
হইয়াছে :—  
গোবিনদের লীলা-বদ জাহাতে সংসার ॥  
অবগতে এইমার সাধ ।  
ভার দাদু সর্দারগণ নিবিষ্ট করি ॥  
নাহি ভয় হব বনপথে ।  
দীপ দিনকর মন সুবচন ॥  
গদমপ দীপ জেন বিদু ॥  
চতুর্ভুজ পীতাম্বর বনমালা মনে ॥  
কোঁবর শোভিছে বঙ্গদেশে ।  
মুকুট রুণ্ডল আভা দীপ দিনকর-শোভে ॥  
বিবিজ আনন্দ নাগধেনে ॥  
থিরোদ-জলধি-কুলে নিহার পী হুয়া ॥  
নাতিপরে ছিটি করে খাতা ।  
দ্রিহুবন করি স্ফটি করিলা পীতব- ॥  
অঙ্কিত করিল স্ফটিকজা ॥  
গোবিন্দ পূজা জেই সর্বত্র বিজয়ী ॥  
নাহি তারে শমনের ভয় ।  
নিদ রথ আরোহণে পাঠাইআ দুঃখ ॥  
নখা জাজ আপন আগর ॥  
অতক ধ্যান করি অবশ ভাবিহ ॥  
রচিল ভারত উপাখ্যান ।  
দ্রোণপর্ক স্ফটিক ॥ শুনিছে কলুষ ॥  
এত হুইয়া সমাধান ॥  
ইতি দ্রোণপর্ক সমাপ্ত ॥ অথা দুই অংশ ॥  
লিখিতঃ লিঙ্গাকো নাতি দোষক ॥ ভিন্নদ্রাণ ॥  
বনে ভগ্ন মিনাকি মতিজয় ॥ লিখিতঃ লিঙ্গাক ॥  
হুইয়া গেলি কোঁবরগণ পাঠাই দীপনাগার ॥

রকার সাক্ষি গোবিন্দপুর । সন ১২৩০ সাল  
চারিখ ১৮ মাঘ । শ্রীশিবদুর্গা চরণ শরণঃ ।  
শ্রীরাধাদামদরচরণ শরণঃ । শ্রীশ্রীহরি ।

১৮৯। বনপর্ব ।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস ।

পত্রসংখ্যা—৩৫২ । শেষাংশে তিন চারিটি  
পত্র একেবারে নষ্ট ও অপাঠ্য হইয়াছে । বর্তমান  
প্রচলিত মহাভারত অপেক্ষা অনেক বেশী উপা-  
খ্যান ও সন্দর্ভ সংযোজিত রহিয়াছে । লিপিকাল  
অনুমান দেড় শত বর্ষ পূর্বে । অতি সুন্দর ও  
সুন্দর লিপি ।

আরম্ভ—/৭ শ্রীরাধাকৃষ্ণচরণ শরণঃ ।  
অথ বনপর্ব লিখ্যতে । কৃষ্ণায় বাহুদেবায়  
দৈবকীনন্দনায় চ । নন্দগোপকুমারায় গোবি-  
ন্দায় নমো নমঃ ॥

জন্মেজয় বলে শুনি কহ মুনিবর ।  
পূর্বপিতামহকথা অতি মনোহর ।  
কিরূপে কপটে জিনি নিল রাজ্যধন ।  
বহু ক্রোধ করাইল বলি কুবচন ।  
কলহের পথ কুল করিল সৃজন ।  
কহুনি কি করিল পিতামহগণ ।  
ইজের সমান স্থখ বৈভব তেজিয়া ।  
কেমতে বকিলা দুঃখ বনেতে রহিয়া ।  
পতিব্রতা মহাভাগা ঋণদনন্দিনী ।  
তিহো সঙ্গে ছিল বনে অপূর্ব কাহিনী ।  
কি আহার কি ব্যবহার দ্বাদশ বৎসর ।  
কোন কোন বনে গেলা কোন গিরিবর ।

প্রচলিত মহাভারতে (‘বঙ্গবাসী’-সংস্করণ  
প্রভৃতি) রামায়ণের উপাখ্যান অংশ পাঁচ ছয়টি  
মাত্র সন্দর্ভে ১৫১৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে । কিন্তু  
এই পুথিতে এক রামায়ণ অংশই ১৬৪ পত্র হইতে  
৩১৬ পত্র অর্থাৎ ১৫২ পত্র বা ৩০৪ পৃষ্ঠা । মিলাইয়া

দেখা গেল, প্রচলিত মহাভারতের এক পৃষ্ঠা  
পুথির এক পত্রের সহিত প্রায়ই সমান । প্রচলিত  
মহাভারতে ২০০ পৃষ্ঠাব্যাপী বনপর্বের মধ্যে ১৫  
পৃষ্ঠা রামায়ণ আছে । আলোচ্য পুথিতে  
ন্যূনাধিক ৩০০ পত্র ( মুদ্রিত ৩০০ পৃষ্ঠার সমান )  
মধ্যে দেড় শত পত্র ‘রামায়ণ’ রহিয়াছে । অত্যা-  
প্রাচীন পুথির সহিত পাঠ মিলাইয়া এ বিষয়ে  
সময়াস্তরে আলোচনা করা যাইবে । রামায়ণ অংশ  
হইতে যথেষ্ট এক স্থান উদ্ধৃত হইল ।

২০২ পত্র,—

বৃষ্টিবলে বলে মুনি কহ অতঃপর ।  
তবে কোন কৰ্ম কৈলা রঘুবর ॥  
শুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার বিধান ।  
তবে কোন কৰ্ম কৈলা প্রভু ভগবান ॥  
মুনি বলে অবধান কর নরনাথ ।  
যে কৰ্ম করিলা তুমি তাহার পশ্চাত ॥  
শ্রীরাম বলেন কহ কুশল বারতা ।  
কোন হেতু কর মিতা এত বড় চিন্তা ॥  
সুগ্রীব বলেন রাম জানি তোর মতি ।  
তোমা হৈতে হৈল মোর এতেক দুর্গতি ॥  
ভাতৃদন্দ বাড়াইলে করিঞা আশাস ।  
আমি মন্দমতি তাহে করিল বিশ্বাস ॥  
জে কৰ্মের জোগ্য নহ রঘুর কুমার ।  
সে কার্য করিতে তুমি কর অঙ্গীকার ॥  
পুনঃ পুনঃ কটু কহে সুগ্রীব রাজন ।  
লজ্জায় মলিন রাম লোহিতলোচন ॥  
সুগ্রীব জতেক বলে দুঃখ নাহি তায় ।  
কুকৰ্ম করিয়া জেন সজনে ডরাই ॥  
শ্রীরামের নিন্দা শুনি ঠাকুর লক্ষণ ।  
তিলে তিলে বাঢ়ে ক্রোধ অরুণ লোচন ॥  
‘লক্ষণের কোপ দেখি প্রভু নারায়ণ ।  
চক্ষু হানি পদ্মপে করিলা নিবারণ ॥  
সুগ্রীবে বলেন রাম জোড় করি হাথ ।  
ইথে অবধান কর কামরের নাথ ॥

একুই আকার দেখি ভাই ছই জন ।  
চিনিতে নারিল আমি বালি কোন্ জন ।  
বাণ নাহি মারি আমি তাহার কারণে ।  
তে কারণে রহে আজি বালির জীবনে ॥  
পুনর্ব্বার জাহ তুমি বালি রাজহান ।  
এবার মারিব বালি এই নিরুপণ ॥  
এক বাণে বালি রাজা যদি নাহি মারি ।  
এই সত্য কৈল ব্যর্থ রামনাম ধরি ॥  
রাজার অগ্রেতে কহে বীর হুম্যানু ।  
রামের প্রতিজ্ঞা রাজা কতু নহে আন ॥  
শ্রীরাম বলেন যুদ্ধ কর বালি সজ ।  
চিহ্নিত করিয়া জাহ আপনার অঙ্গ ॥  
এত বলি পুষ্পমালা দিল তার গলে ।  
রামের আশ্বাসে বীর অবিলম্বে চলে ॥ ইত্যাদি

অনুজ্ঞা (২২১ পত্র),—

উত্তম মধ্যম আদি জাত লোক ছিল ।  
একে একে হুম্যানু সকল দেখিল ॥  
কোথা না পাইল বীর সীতার দর্শন ।  
চিন্তাকুল হুম্যানু করেন রোদন ॥  
আর মোর জীবনে নাহিক প্রতিকার ।  
কেনে বা আইল মুঞি সাগরের পার ॥  
কান্দিতে কান্দিতে বীর অশ্রুজলে ভরি ।  
কোথা গেলে পাব লাগি রামের হৃন্দরী ॥  
কান্দিতে কান্দিতে বীর করিলা গমন ।  
পথশ্রমে গেল বীর অশোকের বন ॥  
অশোকের বনে আছে অনেক রাক্ষসী ।  
মলিন চক্ষিয়া জেন সীতা আছে বুসি ॥  
এই জে হইব সীতা জনকনন্দিনী ।  
কৃতার্থ হইল হুঁ ভাগ্য করি যানি ॥  
শ্রীরামচরণে যদি আছে বোর মন ।  
জ্ঞাত হঞা দেখি জেন সীতার চরণ ॥  
কনকপুতলি সীতা হঞাছে দুর্ব্বলা ।

মলিন বনন সীতার পড়িঞাছে মলি ।  
তত্বত সীতার রূপে পড়িছে বিজুলি ॥  
অতি ক্রোধোদরী মাতা ধূলি সর্ব্বগায় ।  
এই লক্ষ্মী সীতা হবে বুঝি অভিপ্রায় ॥  
এতেক চিন্তিয়া বীর পবনকুমার ।  
লাক দিয়া উঠে বীর বৃক্ষের উপর ॥  
হেন কালে শুন রাজা ধর্ম্মের নন্দন ।  
অন্তঃপুরে সীতা বলি উঠিল রাবণ ॥  
শীঘ্রগতি আইল রাজা সজ্জন নারীগণ ।  
নানা বেশে আইল সেই অশোকের বন ॥  
হুম্যানু বলে যদি আইল দশশিরি ।  
কোন্ ব্যবহার করে রামের হৃন্দরী ॥  
পতিব্রতা-ধর্ম্ম যদি থাকে দেবী সীতা ।  
তবে উদ্ধারিব মাতা জনকদুহিতা ॥  
পতিব্রতা-ধর্ম্ম যদি না থাকে সীতার ।  
তবে নাহি উদ্ধারিব কৈল অদিকার ॥

ভণিতা,—

- ১। পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবানু ।  
পৃথিবীতে নাহি স্থখ ইহার সমান ॥  
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালি রচিয়া ।  
ইত্যাদি লোকেতে জেন শুনে মন দিয়া ॥
- ২। মন্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ ।  
কহে কাশীদাস গদাধরদাসাগ্রজ ॥
- ৩। বনপর্ক দিবা কথা অপূর্ব্ব আখ্যান ॥  
কাশীরামদাস কহে শুনে পুণ্যবানু ॥
- ৪। মহাভারতের কথা স্বধার সদৃশ গাথা  
পাপ নাশে জাহার প্রবণে ।  
কমলাকান্তের হৃত হেতু স্বজনের প্রীত  
কাশীরামদাস বিবরণে ॥

শেষ পত্রের (৩৫২) শেষাংশ,—

তবে বৃষ্টিরি রাজা ভাতৃগণ নঞা ।  
সভাই হইলা তুট্ট অগ্নিকাঠ পাঞা ॥  
আনন্দ বিধানের সত্যে সর্ব্বজন



অগ্নিকাষ্ট দিল নঞা মূনি বিত্তমানে ।  
জত দুখ পাইল সব বলে ক্রমে ক্রমে ॥

১৯০। শান্তিপর্ব্ব ।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস ।

পত্রসংখ্যা—৭১। মধ্যে কয়েক পত্র নষ্ট  
হইয়াছে । লিপিকাল—১২১৯ সাল ।

আরম্ভ—৮ম গণেশায় । শ্রীরাধাকৃষ্ণ সহায় ।  
অথ শান্তিপর্ব্ব লিখ্যতে । তত্রৈব গঙ্গা যমুনা  
চ তত্র ইত্যাদি ।

জ্ঞাতিশোকে বিকল হইলা যুধিষ্ঠির ।  
অবিজ্ঞাত ধারা বহে নয়নের নীর ॥  
ক্রন্দন করিঞা বোলে প.....প্রতি ।  
বহুমতী শাসিতে না লয়ে মোর মতি ॥  
জ্ঞাতিশোকে নৃপতি জাইতে চাহে বন ।  
শান্তি করিবারে আলা সব মুনিগণ ॥  
বসিষ্ঠ নারদ পরাসরের নন্দন ।  
জার জেই আসনে বসিলা মুনিগণ ॥  
কাম্যভাগে বসিলেন রাম নারায়ণ ।  
ধৌম্য পুরোহিত আদি সকল ব্রাহ্মণ ॥  
দুতরাষ্ট্র বিজুরাদি জত নৃপবরে ।  
বসিলেন পঞ্চ ভাই রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥  
জ্ঞাতিশোকে বিকল হইঞা যুধিষ্ঠির ।  
নভানাবো কান্দে রাজা হইঞা অস্থির ॥

গদ্যা ( ৩৭ পত্র ),—

রাজা বলে কহ শুনি গঙ্গার নন্দন ।  
তদন্তরে কি কৈল কৌণ্ডিল্য তপোধন ॥  
ভীষ্ম বোলে গয়াক্ষেত্রে গেলা মূনিবর ।  
মহাপুণ্যক্ষেত্রে সেই বাথানে অমর ॥  
গয়াক্ষর নামে ছিল ছরন্ত অক্ষর ।  
তাহার স্বজিত ক্ষেত্র পাত তিন পুর ॥  
এত শুনি জিজ্ঞাসিল ধর্ম্মের নন্দন ।

পছাত শুনিব কৌণ্ডিল্যের উপাখ্যান ।  
আগে কহ শুনি দেব ইহার বাখ্যান ॥  
তমোগুণে ধর্ম্ম হঞা অক্ষরকোণ্ডর ।  
কোন পুণ্যে স্বজন করিল তীর্থবর ॥

শেষ পত্র,—

ভীষ্মের শরীর দহি ভাই পঞ্চ জন ।  
গঙ্গাতে নামিঞা কৈল তর্পণ ॥  
শ্রাদ্ধ শান্তি কৈল জত ক্ষেত্রের বিধানে ।  
নানা রত্ন অলঙ্কার দ্বিজে দিল দানে ॥  
অন্ন দান ভূমি দান অনেক করিল ।  
লিখনে না জায় জত দেখু দান দিল ॥  
অতুল দক্ষিণা দিঞা তুষিল ব্রাহ্মণে ।  
শোকচিন্তে গেল রাজা হস্তিনা ভুবনে ॥  
ভীষ্মের ভাবনা বিনে অস্ত্র নাহি মনে ।  
অন্ন জল নাহি কচে হৃদিত রাজনে ॥  
মূনি বোলে জয়োজয় কর অবধান ।  
এত দূরে শান্তিপর্ব্ব হৈল সমাধান ॥  
নহাভারতের কথা অমৃতলহরী ।  
কাহার শক্তি ইহা বর্ণিবারে পারি ॥  
জেবা গয় জেবা পড়ে জে করে শ্রবণ ।  
তাহাকে প্রসন্ন হন দেব জনার্দন ॥  
মন্তকে বন্দিঞা ব্রাহ্মণের পদধূলি ।  
কাশীরাম দাস কহে ভারত পাচালি ॥

ইতি শান্তিপর্ব্ব সমাপ্ত । জথা দৃষ্ট তথা লিখ্য-  
ত্যাди ॥ মিদং পুস্তক মাফর শ্রীকালিচরণ দাস  
সং গলারগঞ্জ । পাঠার্থ শ্রীমোহন মঙ্গল সাঃ  
ইতি সন ১২১৯ সাল তারিখ ১১ ভাদ্র বারে  
মঙ্গলবার তিথি ত্রিতিয়া ।

১৯১। সম্বী-নির্ণয় বা স্বরূপনির্ণয় ।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস । পত্রসংখ্যা—২ । প্রাচীন  
পুথি ; দুইটির অধিক পত্র নাই । ৩য় পত্রের  
প্রথম,—

ভবরোণা নাম পরম নিমিত্ত ।

স্বনহ অপূর্ব কথা নাম সসিদ্ধি ।

শ্রীমুকুন্দ দত্ত বলি তার খ্যাতি লেখি ॥

ধনিক্কা নাম খ্যাতি তাহার আখ্যান ।

দামোদর পণ্ডিত বলি জার প্রমাণ ॥

অপূর্ব কহিএ স্বন নাম কলহংসি ।

কৃষ্ণদাস বলিলাম লেখি এসংসি ॥

কলিতে কলিতরূপ নাম কলাপিনি ।

কৃষ্ণানন্দ চন্দ্র তাহারে বাখনি ॥ \* ॥ ৮ ॥ \*

বিনাথার সখি জত কহি তার নাম ।

নাথব মাধুরি আচার্য্য তার আখ্যান ॥

তাহার সঙ্গে নিলাম সখিএ মানতি ।

নীলাধর চক্রবর্তী তাহার খেআতি ॥

চন্দ্রনেখা নাম দেখিএ বিস্তার ।

রামচন্দ্র দত্ত জার খ্যাতি নিধার ॥

স্বনহ আখ্যান এক নামে সে কুঞ্জরি ।

রাঅদেব দত্ত জাহার বিচাতি ॥

হরিণি সখির স্বন দেখি নাম আর ।

নন্দন আচার্য্য জান সরূপ জাহার ॥

চপল বলিঞা তার অপূর্ব এক সখি ।

সঙ্কর ঠাকুর বলি তার নাম লেখি ॥

৪র্থ পত্রে,—

রক্তহলে রক্তদেবী এক সখি ।

শ্রীগোবিন্দ ঘোষ বুলি তার খ্যাতি লেখি ॥

স্বদেবিকা নাম সখি পরম স্বকোষ ।

সেই মুঞি এবে কহি শ্রীরাঅদেব ঘোষ ॥

তুঙ্গবিজা অঙ্গসেবা গরম মোহন ।

শ্রীমাধব ঘোষ বুলি করিলা বর্ণন ॥

ইন্দুলেখা সখি খ্যাতি পরম আনন্দ ।

তাহার স্বরূপ কহি শ্রীগোবিন্দানন্দ ॥

শ্রীরূপমঞ্জরি বুলি শ্রীসুন্দাবনে ।

শ্রীরূপ গোসাঞি বুলি করিল বিধান ॥

লবঙ্গমঞ্জরি বলে খ্যাতি জার নাম ।

সনাতন গোসাঞি বুলি কল্পন বিধান ॥  
ইত্যাদি ।

১৯২ । পদাবলী ।

পদকর্ত্তা—চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, জগন্নাথদাস ।

পদসংখ্যা—১০ । ১৯২ হইতে ২০০ সংখ্যক পুথি,  
একত্র প্রাচীন তুলট কাগজে একখানি খাতা বা  
বহির আকারে বাঁধা । ইহার পত্র ৩ লিপি  
উভয়ই প্রাচীন । জগন্নাথরচিত দুইটি পদ এই,—

১

পরাণ-নন্দিনি

রাধে বিনোদিনী

কোথা গিয়াছিল তুমি ।

এ গোপ নগরি

খুজি ঘরাঘরি

শোকে বেয়াকুল আমি ॥

বিহান হইতে

কাহার বাড়ীতে

কোথা গিয়াছিল বল ।

চিনি কদলক

বিবিধ মোদুক

আঁচল ভরি কে দিল ॥

কেহো গো ললাটে

মিন্দের বিন্দু

কেহো দিল হোর ভালে ।

কেহো বা বাঁজিল

বিনোদ লোটন

নব মালতীর মানে ॥

কে গো রসাখানি

ঘদিয়া মাজিয়া

বাঁপল চম্পকদামে ।

কহে জগন্নাথ

সব বিবরণ

জায়া জননী আশে ॥৫॥

২

৬ পাড়া গিয়াছিলাম ওমা খেল খেলিবার তরে ।

এক গোয়ালিনী

নাগালি পাইয়া

ডাকিয়া লইল মোরে ॥

শুন শুন যশোদা তাহার নাম ।

তাহার পোএর

রূপের ছটায়

জুড়াইল মোর প্রাণ ॥

আমারে লইয়া

আকুতি করিয়া

|                        |                |                         |                |
|------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| ভাহার আমার             | রূপ নিরখিয়া   | আনি কলাবতী              | সব জন সন্ততি   |
| দিবাকরে বর মাগে ॥      |                | করে লেই পূজল সাজ ॥      |                |
| এ গোয়ো গাখানি         | ঘসিয়া মাজিয়া | কুহুম চন্দন             | কেশর অহুপম     |
| জবেশ সকল কৈল ।         |                | চন্দ্রক মালতিমাল ।      |                |
| আঙুরি মুই              | দূতি পাঠাইয়া  | বহুবিধ তরল              | ফল নিল হুশীতল  |
| আচলে এ সব দিল ॥        |                | বহু উপহার রসাল ॥        |                |
| কহে জগন্নাথ            | সব বিবরণ       | ভাহু ভবনে ধরি           | রাখল সারি সারি |
| কহি গো তোমার তরে ।     |                | দধি দ্ব্যত রতনপ্রদীপে । |                |
| খেলিতে খেলিতে          | নাগালি পাইয়া  | সহচরি মেলি              | কেলি কলাবতি    |
| লুকাইয়া রাখিল ঘরে ॥৬॥ |                | বৈঠলি দেব সমীপে ॥       |                |

১৯৩। দণ্ডাঙ্কিকা পদাবলী ।

রচয়িতা—রায়শেখর । পদসংখ্যা—১২১, পত্র-  
সংখ্যা ২৩ বা ৪৬ পৃষ্ঠা ।

আরম্ভ,—শ্রীনিত্যানন্দ চৈতন্ত মম সতি । শ্রীশ্রী-  
ধাক্ষকচৈতন্ত । সগহ গমনং । সময়—প্রভাত ।  
ন—জাবট । রাগ—বিভাস ।

কতহু তুলহ সঙ্গ ভৈগেল বিচ্ছেদ ।

মন মাহা গাঢ়ল বাঢ়ল খেদ ॥

বর বর লোচন সসিমুখি রোই ।

অলখিতে আয়ল লখই না কোই ॥

সহচরিগণ মেলি সেজ বিছাই ।

অলসে অবস ধনি শূতলি তাই ॥

অন্তরে গর গর শ্রামর লেহ ।

সখিগণ সতরে চললি নিজ গেহ ॥

সব জন পুরল নিজ নিজ সাধ ।

কহ কবিশেখর রসমরিজাদ ॥১॥

সপ্তদশ যন্তে হৃদ্যপূজা ।

সারঙ্গ রাগ ।

মিত কুঞ্জে

বল্লভক কানন

বাণিময় মণ্ডপ মাঝ ।

শেষ,—

বিচ্ছেদে বিকল ভেল হৃদক পরাণ ।

দর দর অন্তর বরএ নয়ান ॥

দুহ মনে মনসিজ জাগি রহ ।

বিছরন না হোয়ে কেহো কাহ ॥

নিশবদে স্ততল নিন্দ নাহি ভায় ।

বিয়োগে বেয়াধি বিথারল গায় ॥

দুহক তুলহ লেহ দুহ ভালে জান ।

দুহকেরি মিলনে ঘরাত পাচবাণ ॥

রায়শেখর জানে ইহ রসরঙ্গ ।

পরমশ প্রেম সত্তত বহে ভঙ্গ ॥১২১॥

ইতি রায়শেখর দণ্ডাঙ্কিকা পদাবলী ॥

১৯৪। পদাবলী।

পদকর্তা—বিজাপতি, জ্ঞানদাস, যদুনাথদাস,  
শিশেধর ও লোচনদাস প্রভৃতি। পদসংখ্যা ১২।  
বঙলি পদই একপর্ধ্যায়ভুক্ত। দুইটি পদ উদ্ধৃত  
ইল।

১

অরুণ উদয় কালে ব্রজশিশু আসি মিলে  
বিপিনে পয়ান প্রাণনাথ।  
একদিষ্ঠে গুরুজনে আর দিষ্ঠে পথপানে  
চাহিতে পরান কবি হাথ।  
মথিরে, না জানি কি হব প্রেম লাগি  
কঠিন পিবিতে পরবোধ না মানত  
কত চিন্তে নিবাবিব আগি।  
একে কুল-কামিনী তাহে নব-যৌবনী  
আর তাহে পরেব অধীন।  
পিরিত্তি বিষম শরে বহিতে না পারি যবে  
ভাবিতে গুণিতে তত ক্ষীণ।  
কি করিতে কিবা করি আপনি বুঝিতে নাবি  
উড়ু উড়ু সদা কবে চিত।  
জ্ঞানদাসে কহে ধিক্ রহ জীবনে  
ধিক্ ধিক্ বিষম পিবিতি।

২

একে কুলকামিনী তাহে নব যৌবনী  
আগিনা বাসিয়ে বহু দূর।  
গৃহে গুরুগজনে তমু সে দারুণ মন  
কাছর পিরিত্তি লাগি বুর।  
আগিয়া পোহাহু নিশি খেনে উঠি খেনে বসি  
দিবসে অবশ ভেল দেহা।  
অদুনাথ দাস ভনে এই ভয় বড় মনে  
কাছ বিসরে জনি লেহা।  
লোচনদাসের একটি পদ,—  
এমন অশ্বর পোরা কোথা না ছিল মো

নিবধিতে গোরারূপ হৃদয়ে পশিল গো  
তত্ব কাঁপে পুলকের ভরে।  
ভাবেব আবেশে ও না আলুয়া পড়িছে গো  
প্রেমের ছল ছল দুটি আঁখি।  
দেখিতে দেখিতে মনে এমতি হইছে গো  
পরায় পুতলি দিয়া রাখি।  
বিবি কি আনন্দনিধি মথি নিরখিল গো  
কে বা সে গঠিল কারিকবে।  
পিরিত্তি কুন্দেব কুন্দে তাহারে কুন্ডিল গো  
নয়ান কুন্ডিল কামসরে।  
গোংকুল নন্দেব কান বক্সিম আছিল গো  
কালিয়া কুটিল তার হিয়া।  
এধার পিবিতে তাবে সমান কবিল গো  
সেই এই বিহবে নদিয়া।  
ভাবিতে রাধার তনু গোবাকপ হল গো  
সরল হইল প্রেমদানে।  
ইহার চরিতে যার চিত না অবিদ গো  
ধিক্ ধিক্ তাহার জীবনে।  
মনেব মরম কথা কাকারে কহিব গো  
চিত জেন চুরি কৈল চোবে।  
লোচন পিয়াসে মবে এ রূপ দেখিয়া গো  
বিধাতা বাক্ত কৈল মোরে।

১৯৫। কবিরাজী পাতড়া।

রচয়িতা—অজ্ঞাত। পত্রসংখ্যা—৩। আখণ্ড,—  
মাঘ মাসের মসিনাব কাষ্ঠ ভয় কবিরায়  
পুবিয়াতে রাখিবেক নিরাসা তিসির তৈল  
সিসিতে রাখিবেক তারপর নবীন বস্ত্র হই  
হাত মাঘ মাসে ছোলায় জমিতে প্রাতে নিহারে  
ভিজাবে ৭ দিন ছায়াতে স্থাথবেক তহ করিয়া  
রাখিবেক মেঘের কালে লোহার কড়াই অগ্নিতে  
রাখিবেক তৈলা কিছু দিয়া ৭ইছাতে যদি মেঘে

বিভুক্তি লাগাবেক কাপড়ের টুকরাতে বিকৃতি  
দিত। কপড় বাসিয়া তৈরী ভাষিবক করেন  
যেহাতি হইবে ছাড়া করিয়া রাখিবক । \* \*

কুড়ি গুণ দ্রব্য একত্র করিয়া বাটিয়া খাইলে  
সুস্থ তরফ হয় ।

মধ্য—

যদিমিসি করিকা পুণ্য নক্ষত্রে যুল গুল  
লাগাইলে গুলগুন ভাল হয় ।

কুড়িয়া গুণা যোগে সপ্তাহ বাসিবে পরে  
যদিচ আকিক সমভাগ আলাদা রসে বাসো গুণব  
যদিচা মটির প্রমাণ দিত কপড় বা বেলা.....  
অথপান পান লবঙ্গ বেলায় অথবা চাউলের  
জল যোর সচিপাত পান লবঙ্গ পেটের  
বেলাতে বেলাপাতের সত্তর সহিহ পান ।

শেষ—

পশ্চিম বাঘি বা আফেল মান কাপড়ের মত  
কলার নক্ষত্রে পুথি পাতি থাকিলে ভাল  
হয় । কুড়িগুণ গুণ বাটিয়া প্রলেপ দিলে  
কিচা পশ্চিম ও মরিশাত ভাল হয় । মানান  
জল ও সিউনির চাক উজান ভাঙ্গি তুলিবক ও  
সুগা ছয় গুণ মরিচ দিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিলে  
যদিমাগুণ কাচা গুণা ভাণ হই উত্তম ও  
যদিমাত ভাল হয় ও রাঙ্গাও ভাল হয় চুন  
সুস্থত মরাত করিয়া আনিবে পরে তব জপন  
হল সকল স্থানিবক তার পর কাথপাতের মর্শির  
ভেল দিয়া মধ্যম একশত একবার ধৌত করিবক  
তার পর এই মহলম দেখে ধান্য দিলে সুখার ।

পুষ্ক বিজাইলে যদি পেটে কুল বন্ধ হয় তবে  
তেলাকুলার পত্র লতা সহিতে অর্দ্ধ গের ঘমানি  
অর্দ্ধ হটাক আর লবণ অর্দ্ধ হটাক সহিত ছেচিয়া  
খাওয়াইলে কুল পড়ে তার পর পুষ্ক নাড়ে যদি  
বেলা হয় তবে অর্দ্ধ গের কলাই লাড়ি অর্দ্ধধান্য  
বহন চারিটা মরিচ অর্দ্ধতোলা ঘমানি অর্দ্ধতোলা  
সকল একত্র মিক করিয়া খাওয়াইলে ভাল হয় ।

আর গালপত্র একটা আর ঘমানী এক তোলা  
খাওয়াইলে গুল চারি করে ।

১১৬ । মধ্য ।

রচনিতা—অজ্ঞাত । দুইটি গুল এই স্থলে  
উদ্ধৃত হইল ।—

( ১ )

আমর চালাম নিচল চালাম জয় দেবি  
পালিনার নাম আকাশের জালা চালাম নগের  
সাজকি মাল্য দেবীর খাটের গুণা চালাম  
কবে বাটী কোলে চালাম চম্বা বাটী চল জে মিয়া  
পায়ে তাগে জাল । হর মদি মিথ্য কথা কর তার  
আহিনে বাড়ে মন মন কল ত মর্গে টাটম মিথ্য  
কাম ম নর্গে পতিম এই মকল পাগ ভোর উপরে  
পটে চুব কবে তার—তল দি মাগ দয়াই  
গামে মর্গে কলগণ কোয়াই মা দীতার খাট  
চল ।

( ২ )

আম বাপ হুতমান বীশ হর্গ কনি ।  
মা তোমার রজা বাপ তোমার মনরকেশণী ।  
পতুবাদি হৈয়া রজা মাঝ জননিধির তীরে ।  
বাঘভরে গমন বন উড়াইল তারে ।  
রজা বলে রে পবন করিলি জাতি নাশ ।  
জাতি নাশ করি নাই পুরিআছি আশ ।  
তোমার গর্ভে জন্মিলে বীর হুতমান ।  
এ তিন কামারে নাই তাহার সনাম ।  
অমাবস্তা প্রতিপদ লগন হৈল জবে ।  
বজ্র প্রসবিত হুতমজ হৈল তবে ।  
পূর্ববার ঘরে হুতমজের শমন ।  
মরোবরতীরে বজ্র করিয়া গমন ।  
বুধি আকুল তবে ঠাকুর হুতমজ ।  
মাথালের ফল পেয়া ভাতকে দিয়া কল  
হর মদি মিথ্য কথা কর তার

হাথে বজ্র করিয়া ইন্দ্র আইল ধাম্মা ।  
বজ্র ফেলি মারিলেন হুতুম্বালের মূণ্ডে ॥  
অচেতন হৈয়া পড়িলা ভূমিতলে ।  
অখন শুনিলা পবন হতুর মরণ ।  
বায়ভরে সামাইলা গর্ভের ভিতর ॥  
পৃথিবী টলমল করে স্রষ্টি হয় নাশ ।  
স্বর্গের দেবতা তাহা হইল হতাশ ॥  
বিমানে চম্পিয়া আইল ব্রহ্মা তপোধন ।  
আনগর মেড়ে আইলা ধর্ম্ম নিরঞ্জন ॥  
ঢেকি বাহনে আইল নারদ তপোধন ।  
এরাবত বাহনে আইল ইন্দ্র তপোধন ॥  
বসয়া বাহনে আইল রাজ তিলোচন ।  
আর সব দেবতা করে হতুর উপর পুষ্প বরিষণ ॥  
অঙ্গেতে না জাও কাটা অস্তিতে না পুড় ।  
চারি যুগের মধ্যে তুমি অজমর হৈয় ॥  
তা শুনা হুতুমান বীর গোমে ।  
এক একখানি পা ফেলে এক শত কোসে ॥  
পাতালে সে লেগুড় বীরের স্বর্গে সে পা ।  
জেথাকে আলগ দোলগ এই লক্ষা লক্ষা জা ॥  
কার আজ্ঞা শ্রীমুখের আজ্ঞা দয়াই রামের  
দয়াই লক্ষণের দয়াই সীতার ।

১৯৮ । পদসংগ্রহ ।

পদকর্তা—বিद्याপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস,  
বলরাম, লোচনদাস, জ্ঞানদাস, চন্দ্রশেখর, নরহরি,  
বৃন্দাবনদাস, নরোত্তম, শিবানন্দ, ঘনজ্ঞান, মনো-  
হর, ভূপতিনাথ ও গোবলদাস প্রভৃতি । পত্র-  
সংখ্যা—৪২ বা ৪৮ পৃষ্ঠা । এই পদসংগ্রহ গ্রন্থে  
নিম্নলিখিতরূপ পদাবলী সংগৃহীত ও বিস্তৃত  
আছে,—(১) শ্রীকৃষ্ণ পূর্বরাগ—২৭ পদ, (২)  
শ্রীমত্যাঃ পূর্বরাগ—১২ পদ, (৩) শ্রীকৃষ্ণ রূপং  
—২২ পদ, (৪) রূপাভিসার—৫ পদ । (৫)

(৭) বাদরাভিসার—৪, (৮) ঋগ্ভিত্তা—৪ পদ  
(৯) দুর্জয় মান—১০ পদ । ইহার পর ইহার  
পদাবলীর পর্য্যায় বা শ্রেণীর নামোক্তে নাই, এবং  
পদের সংখ্যা ৬৭ । মোট পদসংখ্যা—১৭২ ।

শ্রীমতীর পূর্বরাগবিষয়ক ১২টি পদের মধ্যে  
মনোহর-রচিত ৭টি পদ এবং দুর্জয় মানবিষয়ক  
১০টি পদ মধ্যে ভূপতিনাথ-রচিত ৭টি পদ সঙ্গি-  
বেশিত আছে । এই স্থলে কয়েকটি পদ উদ্ধৃত  
হইল,—

শ্রীমত্যাঃ পূর্বরাগঃ ।

সখি হে, হেন কথা না कहिय আর ।  
যে কথা শুনিতে যার পরান জুড়ায় গো  
তাহে কিবা কুলের বিচার ॥  
কত না স্মৃতি ব্রত কত পুণ্যরাশি গো  
কর্যাছিলাম জনমে জনমে ।  
সেই ত পুণ্যের ফলে ক্রাম চিকনিয়া গো  
দেখিলাঃ নয়ানের কোণে ॥  
ভুবনমোহন রূপ দেখি বা না দেখি গো  
একবার নয়নের পথে ।  
মুরলির শব্দ যদি শুনিবারে পাই গো  
ভূনন মোহিত যার গাতে ॥  
তবে সে জীবন আশ তবে গৃহবাস গো  
তবে সে সফল মোর জেই ।  
মনোহর কহে সখী যে বল সে বল গো  
স্বথ মন না বাধই থেহ ॥১০॥

দুর্জয় মান ।

মাধব নিপট কঠিন মন তোয় ।  
হাত হাত হাম তোহে শিখায়লু  
বাত না রাখলি মোর ॥  
তুহ অতি লম্পট কপটহি গিরিতি  
রীত মরম নাহি আনি ।  
হাতকি লছমি চরণহি জারলি  
বিকল বিদ্যার লছমি ॥

কেত করিয়া সময়ে না মানিল  
রজনী পোহাঅল জাগি।

ভাষার মিনতি লাগি একবেরি জাঅব  
আয়ত ভূয়া অতি ভাগি ॥

হাছ প্রবোধি চলল চতুর হুতি  
মিলইতে রাইক পাশ।

প্ৰতিনাথ দেখি অতি কৌতুকে  
অন্তরে উপজল হাস ॥

নিত্যানন্দ প্রভুর বিষয়ক বৃন্দাবনদাস-বিবচিত  
এটি পদ একত্র সংজ্ঞিত আছে। এই স্থানে  
ইটি মাত্র উদ্ধৃত হইল। প্রথম পদের পূর্বে  
দ্রষ্টব্য এইরূপ—৭ শ্রীশ্রীহরি ॥ শ্রীশ্রীরাধা  
দ্বাপীনাম জীও স্বরণং ॥ শ্রীশ্রীবলরাম স্বরণং ॥  
নিত্যানন্দ প্রভুর পদঃ ॥

১

বন্দো প্রভু নিত্যানন্দ কেবল আনন্দকন্দ  
বলমল অভরণ সাজে।

ছুই দিকে ভুতিমূলে মকর কুণ্ডল ছলে  
গলে এক কস্তুর বিরাজে ॥

করিবর-গুণ জিনি দুটি বাহুর বলনি  
তায় শোভে হেমময় দণ্ড।

অরুণ অম্বর গায় সিদ্ধের গমনে ধায়  
দেখি কাঁপে অম্বর পাশে ॥

অঙ্গ অতি শুদ্ধ ছটা দেখি জেন চক্রেয় ঘটা  
লক্ষ্যে কম্প হইল বহুমতী।

বীরদর্প মালসাটে শব্দে ব্রজাও কাটে  
দেখ ব্রজলোকে করে স্তুতি ॥

অঙ্গ অতি শুদ্ধ স্বর্ণ দুটি আখি রক্তবর্ণ  
তায় বারে প্রেম-মকরন্দ ॥

হৃদয়ে বহিঞা ধারা জেন মন্দাকিনী পারা  
দেখি জ্বরলোকের আনন্দ ॥

পূর্ব শেষ অবতারে ধরণী ধরএ গিরে  
জার জার পাটল ব্রজা কহ।

এই কলি অবতারে জীবের করি পরিচয়

শ্রীচৈতন্য-প্রেমময় জীবেরে করিঞা যত  
দিল নিতাই আপনার হুখে।

যে পদ কমলা বাহুে বিরিকি শকর ইচ্ছে  
গুণ গায় দশশত মুখে ॥

রাধাকৃষ্ণ-প্রেমধন দিল নিতাই জনে জন  
আনন্দ বাঢ়ল সভাকার।

কহে বৃন্দাবনদাসে আপনার দুর্দৈব দোষে  
না ভজিলাম হেন অবতার ॥১॥

২

প্রেমের সাগর নিতাই চান্দ।

থেনেকে হাসএ থেনেক কান্দ ॥

কখন গৌরাঙ্গ বলিঞা ডাকে।

দীন হীন জনে প্রেমেতে দেখে ॥

দেখিঞা তাপিত অখিল জনে।

ভুল ভ প্রেম করল দানে ॥

এমন দয়াল কে আছে ভাই।

উত্তম অধম জাহাতে নাই ॥

সত্যারে সমান করল দয়া।

দিঞা সে রাতুল চরণছায়া ॥

নিতাই-চরণে যে করে আশ।

বৃন্দাবন তার দাসের দাস ॥২॥

### ১৯৯। বস্তুনির্ণয়।

রচয়িতা—অজ্ঞাত। পত্রসংখ্যা—১। কৃষ্ণ গচ্ছ সন্দর্ভ।

৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ ॥ অর্থ বস্তা নিবয় ॥

প্রথম কৃষ্ণে গুণ নিবয় ॥ সঙ্গগুণ ১ গন্ধগুণ ২

রূপ গুণ ৩ রসগুণ ৪ ছপগুণ ৫ এই পঞ্চগুণ

শ্রীমতীতে বৈ ॥ সঙ্গগুণ কথ্যে গন্ধগুণ নামাতে

রূপ গুণ নৈমিত্তে রসগুণ অধরে স্পর্শগুণ আছে ॥ এই

গুণ গুণনে পূর্বরাগের উদয় ॥ পূর্বরাগ মন দুই ॥

হুটেতে [হাট্য] অবগ ২ অকস্মতি [অকস্মাৎ]

এক শ্রবণ তিন । দর্শন তিন ॥ শ্রবনাঞ্চ  
নানাবিধা মোক্ষ তিন । বংশী শ্রবণ ॥ দুতি  
মুখে ২ সখিধারে ৩ দর্শনাঞ্চ নানাবিধা মোক্ষ  
তিন ॥ আদৌ স্বপ্নতে বৈচিত্র পটে ২ ॥ ইতি  
গুণরস সমাপ্ত ॥ সন ১২২ পঞ্চাশাল ॥

— — —

### ২০০। বৈষ্ণববিধান গ্রন্থ ।

রচয়িতা—বলরামদাস । পত্রসংখ্যা—৫ ।

আরম্ভ—/৭ শ্রীরাধাকৃষ্ণ । বাহ্যকল্পতরুভাষ্য  
কৃপাসিন্ধুভাষ্য এব চ । পতিতানাং পাবনেভ্যো  
বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

আনন্দে বলহ হরি ভক্ত ভগবান ।  
ঠাকুর বৈষ্ণব পায়ে মজাইয়া মন ॥  
বৈষ্ণব ঠাকুর মোর করুণার সিদ্ধি ।  
এহো লোক পরলোক দুই লোকের বন্ধু ॥  
বৈষ্ণব জানিতে নারে দেবের শক্তি ।  
মুই কি জানিতে পারো শিশু অল্পমতি ॥  
বৈষ্ণবের গুণ যণ অপার মহিমা ।  
আপনে না পারে প্রভু জার দিতে সীমা ॥  
বৈষ্ণব দেবতা মোর বৈষ্ণব সে ধ্যান ।  
বৈষ্ণব ঠাকুর মোর বৈষ্ণব সে প্রাণ ॥  
বৈষ্ণবের পদধূলি লাগু মোর অঙ্গে ।  
জন্ম জাহ্নক মোর বৈষ্ণবের সঙ্গে ॥  
বৈষ্ণবের অধরামৃতে পুরুষ মোর দেহ ।  
মোর বংশে বৈষ্ণবেরে না নিন্দিয় কেহ ॥  
আমার বৈষ্ণব দেখি জাতি হুঁয়ার ।  
যমের অধিকারে সেহ নিস্তার না পায় ॥  
যে মুঢ় বৈষ্ণব দেখি নয়ন কিরায় ।  
তামার সলাদিয়া চক্ষু ভাঙ্গে যমরায় ॥  
চণ্ডাল যবন নাহিক ব্রাহ্মণ ।  
যেই ভঞ্জে সেই হয় কৃষ্ণের প্রিয়োত্তম ॥  
ভক্তনের গুণে হয় কৃষ্ণের আমোদি ।  
ইহা কৈ যেন নিলে সে চণ্ডাল বিরোধি ॥

অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হয় চণ্ডাল সমান ।

ইহাতে প্রমাণ দেখ নারদি পুরাণ ॥

তথাহি । চণ্ডালোপি মুনিশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি-  
পরায়ণঃ । হরিভক্তিবিশ্বনাথদ্বিজোপি স্বপচাধমঃ ॥

পদ্মপুরাণে দেখ আর শ্রীভাগবতে ।

অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ নাহি পরশিতে ॥

তথাহি—

হরিনামমদিকায়াং নালাতিলকবর্জিতং ।

দাদিনাম ন ধারন্তি তে নরা চণ্ডালাধমঃ ॥

নিগম আগম দেখ শাস্ত্র পুরাণে ।

অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হয় চণ্ডাল সমানে ॥

বিপ্র হয় চণ্ডাল না বদিতে লেখে ।

বিষ্ণুভক্তি হয় যদি দ্বিজের অধিকে ॥

পদ্মপুরাণে লেখে ভক্ত শূদ্র নহে ।

অহং ভক্ত হৈলে শূদ্র সর্ব বর্ণে কহে ॥

শেষ,—

দিন এক বৈষ্ণবের আছরে সেবায় ।

ত্রিভুগতের নাথ কৃষ্ণ ঘরে বসি পায় ॥

বৈষ্ণব যার গৃহে ভুঞ্জে একবার ।

তার গৃহে নাহি থাকে জন্ম অধিকার ॥

এক বৈষ্ণব সন্তুষ্ট করে জেই জন ।

প্রভু বলে তার সনে হয় আমার মন্থ ॥

কতু তুষ্ট নহি আমি সাপ্তগ্রাম সেবায় ।

বৈষ্ণব-সেবায় তুষ্ট চারি বেদে গায় ॥

শ্রী-পুত্র পরিজন সব পরিবার ।

বৈষ্ণব-চরণে ভজ হটুক উদ্ধার ॥

বৈষ্ণব-গোসাঞি বলি জদি জানি আর ।

হুঞি পাপী নাহি জানি সংসারের পার ॥

বৈষ্ণবের ঘরে জদি ভিত্তি করি ।

তথাপি বিষয় দুস্তু সহিতে না পারি ॥

বলরাম দাসে কহে এতেক বিচার ।

বিসআর ঘরে জন্ম না হয় আমার ॥

ইতি বৈষ্ণববিধান গ্রন্থ সম্পূর্ণ ॥



১২২ হইতে ২০০ সংখ্যক গ্রন্থ ব্যতীত এই খাতখানিতে (১) ক্রিয়াযোগসারোক্ত বিষ্ণুর অষ্টোত্তরশতনাম স্তোত্র, (২) শ্রীকৃষ্ণের নামসহস্রক, (৩) শ্রীবিষ্ণুধামলোক শ্রীগোপালসহস্রনামস্তোত্র, (৪) পদ্মপুরাণান্তর্গত স্বর্গধোক্ত নামাপরাধনিরসন-স্তোত্র, (৫) শ্রীকৃষ্ণচিন্তামণিস্তোত্র, (৬) বরোদ-জ্ঞান প্রভৃতি সরিষিষ্ট আছে।

### ২০১। পদাবলী।

পদকর্তা—রোহিণীনন্দন, পরমেশ্বর দাস,  
গোবিন্দ দাস, নরহরি দাস। পত্রসংখ্যা ২, পদসংখ্যা  
৮। রোহিণীনন্দনের একটি পদ,—

হেই গো মোরে খেপা কৈলে গো।  
বুঝি পসি পিরিতি সব হিয়ার মাঝে গো ॥১॥  
কিবা নিশি কিবা দিশি কিছুই না জানি।  
সদা মোর মনে পড়ে বন্ধুর পিরিতিখানি ॥

কি করিতে কিবা করি নারি নির্দারিতে।  
মোর বুঝি ঘুচালো ঘরের সাধ বন্ধুর পিরিতে ॥  
শয়নে ভোজনে মোর সদা পড়ে মনে।  
জ্ঞত তত নিবেধিএ নিবেধ না মানে ॥  
হিআ করে দগদগ তহু হইল খিন।  
রোহিণীতনয়ে কহে পিরিতেব এই চিন ॥৩॥

পরমেশ্বরদাসকৃত পদ,—

আর কি শ্রামের বাঁশি কুলের ধরম ধোবে।  
নাম ধরি ডাকে বাঁশি বেকত হবে কবে ॥  
নিবেধ না মানে বাঁশী সদা করে ধনি।  
বাহির-হুজারে কান পাতে নোনদিনী ॥  
নোনদি জোনজাল বড় অন্তর বিসাল।  
আসিঞা ঘরের মাঝে পাতিবে জঞ্জাল ॥  
জে দেশের বাশিমা বটে সে দেশে মানুষ নাই।  
রাধারে বধিতে বাঁশি এনেছে কানাক্রি ॥  
শ্রীপরমেশ্বর দাসে কয় সুন রসবতি।  
বাঁশির কোন্ দোষ নাঞি কালিয়ার জুগতি ॥

## আচার্য্য রামেন্দ্রশুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-সমিতি

আচার্য্য রামেন্দ্রশুন্দর ত্রিবেদীমহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার জন্ত একটি স্মৃতি-সমিতি গঠিত হইয়াছে। স্বর্গীয় আচার্য্য ত্রিবেদী মহাশয়ের স্মৃতি কি ভাবে রক্ষা করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে স্থির হইয়াছে যে,—

- (ক) তাঁহার একটি মূর্তি (Bust) পরিষদে রক্ষা করা হইবে।
- (খ) তাঁহার একখানি তৈলচিত্র পরিষদে রক্ষিত হইবে।
- (গ) তাঁহার গ্রন্থাবলী ও প্রবন্ধাবলীর উপযুক্ত সংস্করণ প্রকাশিত হইবে। তাহার সহিত অথবা স্বতন্ত্র ভাবে তাঁহার একটি জীবন-চরিত দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।
- (ঘ) তাঁহার নামে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থমালা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইবে।
- (ঙ) গবেষণাপূর্ণ মৌলিক প্রবন্ধ বা পুস্তকেব জন্ত তাঁহার নামে পুরস্কার দেওয়া হইবে।
- (চ) তাঁহার নামে একটি স্মৃতি-ভবন নির্মিত হইবে।
- (ছ) বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে আচার্য্য ত্রিবেদী মহাশয়ের স্মৃতিজড়িত পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হইবে।
- (জ) আচার্য্য ত্রিবেদী মহাশয়ের সম্পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইবে।

স্থির হইয়াছে যে, সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ অনুসারে প্রস্তাবিত মন্তব্যগুলি যথাসম্ভব কার্যে পরিণত করা হইবে। এই সকল কার্য সম্পাদনে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। ভরসা করি, পরিষদের সদস্রগণ এবং বঙ্গভাষাভাষীমাত্রেই এই মহাত্মার স্মৃতি-রক্ষা-কল্পে যথোচিত সাহায্য প্রদানে কুন্তিত হইবেন না। নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট সাহায্য প্রেরণ করিলে বিশেষ অগ্রগৃহীত হইবে।

### বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কতক নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি মর্ম্মর-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে। আত্মমানিক কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র টাকা ব্যয় করিলে উক্ত মূর্তি নির্মিত হইতে পারিবে। ভাস্করকে মূর্তি নিৰ্ম্মাণ করিতে বলা হইয়াছে এবং তিনি প্যারিস প্লাষ্টারে মূর্তির আদর্শ প্রস্তুত করিয়াছেন ও তাহা পরিষৎ কতক মনোনীত হইয়াছে। এক্ষণে ভাস্করকে তাঁহার প্রাপ্য টাকা দিলেই তিনি মর্ম্মর-প্রস্তরে মূর্তি খোদিত করিবেন। এই জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি পরিষদের সদস্রগণের নিকট এবং সহৃদয় বঙ্গবাসী মাত্রেই নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যিনি বাহা দিবেন, তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে এবং ধার্ম্মিকতা সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে। ভরসা করি, অচিরেই আপনার নিকট হইতে উপযুক্ত সাহায্য পাইব। সাহায্যের টাকা নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে। ইতি—

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩১ অপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

# ৫ টাকায় পরিষদ গ্রন্থাবলী—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এত দিন বহু যত্নে ও বহু অর্থব্যয়ে বঙ্গসাহিত্যের যে সকল অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন, ঐ সকল গ্রন্থ যাহাতে বাঙ্গালী জনসাধারণের, বিশেষতঃ পরিষদের সদস্যগণ-মধ্যে প্রচার লাভ করে, প্রত্যেক বঙ্গভাষাভাষী ও পরিষদের প্রত্যেক সদস্যই যাহাতে বঙ্গসাহিত্যের এই অমূল্য গ্রন্থরাজির সবিশেষ পরিচয় অবগত হইতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই নিম্নলিখিত ২২খানি গ্রন্থ (যেগুলির মূল্য সদস্য পক্ষে ১৮/০ ও সাধারণের পক্ষে ২৭৮০/০) মাত্র ৫ টাকা মূল্যে সদস্যগণকে ও ৬ টাকা মূল্যে সাধারণকে দেওয়া হইবে। মাত্র ৩০০ শত সেট গ্রন্থাবলী এইরূপে অল্প মূল্যে বিক্রয় করা হইবে, স্থির হইয়াছে এবং তন্মধ্যে অতি অল্প সেটই আছে।

| গ্রন্থাবলী   | সম্পাদক                                    | সদস্যপক্ষে<br>মূল্য | সাধারণপক্ষে<br>মূল্য |
|--|--|---------------------|----------------------|
| ১। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত (১-২ খণ্ড) রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু |  | ৮০/০                | ১১০                  |
| ২। কবিকুপারি—  | শ্রী                                       | ৮০/০                | ১১০                  |
| ৩। তীর্থভ্রমণ—   | শ্রী                                       | ৮০/০                | ১১০                  |
| ৪। তীর্থমঙ্গল—   | শ্রী                                       | ৮০/০                | ১১০/০                |
| ৫। বিষ্ণুমূর্ত্তিপরিচয়—   | শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিজ্ঞানবিনোদ         | ৮০/০                | ১১০/০                |
| ৬। কবি হেমচন্দ্র—  | স্বর্গীয় আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার      | ৮০/০                | ১১০/০                |
| ৭। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা (৬ খণ্ড) স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর |  | ১১০/০               | ১৪০/০                |
| ৮। দুর্গামঙ্গল—  | স্বর্গীয় বোমকেশ মুস্তফী                   | ৮০/০                | ৮০/০                 |
| ৯। নেপালে বাঙ্গালী নাটক—   | শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়         | ৮০/০                | ১১০                  |
| ১০। ধর্মপূজাবিধান—   | শ্রী                                       | ৮০/০                | ৮০/০                 |
| ১১। গৌরকবিজয়—   | মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিদ্যাবরদ         | ৮০/০                | ৮০/০                 |
| ১২। গৌরক্সসন্ধ্যা—   | শ্রী                                       | ৮০/০                | ৮০/০                 |
| ১৩। সারদামঙ্গল—  | শ্রী                                       | ৮০/০                | ৮০/০                 |
| ১৪। জ্ঞানসাগর—   | শ্রী                                       | ৮০/০                | ৮০/০                 |
| ১৫। মৃগলুক—  | শ্রী                                       | ৮০/০                | ৮০/০                 |
| ১৬। মৃগলুকসংবাদ—   | শ্রী                                       | ৮০/০                | ৮০/০                 |
| ১৭। সত্যনারায়ণের পুথি—  | শ্রী                                       | ৮০/০                | ৮০/০                 |
| ১৮। প্রাচীন পুথির বিবরণ, ২য় সংখ্যা                                      | শ্রী                                       | ৮০/০                | ৮০/০                 |
| ১৯। পদকল্পতরু, ১ম ও ২য় খণ্ড—  | শ্রীযুক্ত সত্যশচন্দ্র রায় এম. এ.          | ৮০/০                | ৮০/০                 |
| ২০। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—  | শ্রীযুক্ত বদন্তরঞ্জন রায় বিদ্যভূষণ        | ৮০/০                | ৮০/০                 |
| ২১। বৌদ্ধ গান ও দোহা—  | মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী | ৮০/০                | ৮০/০                 |
| ২২। জায়দর্শন (গৌতমমহত্ম, ১ম খণ্ড) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ তর্কবাগীশ    |  | ৮০/০                | ৮০/০                 |

শ্রীরামকমল সিংহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

২৪৩১ অপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা

১৯৭ শিবনারায়ণ দাসের লেন, নিউ আর্থমিশন এস্টেট,

শ্রীযুক্ত মিত্র দ্বারা প্রস্তুত।









